সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণই সব।

"মা, তুমি একাকিনী এই বৃক্ষতলে ব'সে কি ভাব্‌চো? সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। তপস্বিনীরা আশ্রমে সমবেত হ'য়ে সন্ধ্যাবন্দনা ক'র্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছেন। আর তুমি এখানে একাকিনী ব'সে কি ভাব্‌চো? তোমার কি ভাবনার অন্ত নাই? সন্ধ্যার সময় এই নিভৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গ কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান? চল মা, আশ্রমে চল।"

কোমল, মধুর, অথচ স্নেহমিশ্রিত-তিরস্কারসূচক দৃঢ় স্বরে একটী প্রৌঢ়া তপস্বিনী একটী যুবতীর প্রতি উল্লিখিত বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলেন। যুবতী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে গাত্রোত্থান করিল এবং আশ্রমাভিমুখে তপস্বিনীর অনুগমন করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠমাস; রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেব এই মাত্র দূরে একটী উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের অন্তরালে অস্ত গিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম আকাশ এখনও তাঁহার লোহিত কিরণমালার আভায় উদ্ভাসিত। একটী পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া তপস্বিনী ও যুবতী ধীরে ধীরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে দেওদার, কেলু, কইল, চীড়, বাণ্ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান

রহিয়াছে। সেই বৃক্ষরাজির শাখাপল্লবের মধ্যে রজতময় ঘণ্টাধ্বনির অনুকরণ করিয়া একজাতীয় কীট শ্রুতিমধুর শব্দ করিতেছিল; মনে হইতেছিল যেন, তাহারা বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্য আরতি করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বহুদূর অবতরণ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর তপস্বিনী উপবেশন করিলেন; যুবতীও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণজনিত-শ্রম কিঞ্চিৎ অপনোদন করিয়া তপস্বিনী একটী গান ধরিলেনঃ—

"গগনের থালে রবি-চন্দ্র-দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে।"*

তপস্বিনীর মধুময় কণ্ঠস্বর দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া যুবতীর মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিল। গান শেষ হইলে, যুবতী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহা দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেনঃ—

"মা, এই গান শুনে কি তোমার মনে আনন্দ হ'ল না? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বেশ্বর বা ব্রহ্ম। তিনিই আমাদের দয়িত। তিনিই সব, আমরা কিছুই নই। তাঁর রচিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড

* রাগিণী জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল।

এখন তাঁর আরতি করিতেছে, দেখ। এই হিমালয় কিরূপ প্রকাণ্ড ও বিশাল দেখ। সহস্র ক্রোশ ব্যাপিয়া এই পর্ব্বত দণ্ডায়মান। কিন্তু ইহা পৃথিবীর একটী সামান্য অংশমাত্র। সুতরাং ভেবে দেখ, আমাদের এই পৃথিবী কত বৃহৎ। কিন্তু এই বৃহৎ পৃথিবী কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটী সামান্য বালুকা-কণা-মাত্র। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যেন আদি নাই ও অন্ত নাই। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত। তাঁকে কি কেউ মনে ধারণা করতে পারে? নগণ্য ও ক্ষুদ্র আমাদের নিকট তিনি মহান্ হইতে মহত্তর এবং মহত্তর হইতে মহত্তম। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ মহান্ সাগরে আমরা জল-বিন্দুর মত লীন হ'য়ে আছি। তাঁহা ছাড়া জগতে কিছুই নাই। তিনিই সব। এই পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সকলই অনিত্য। ইহাদেরও একদিন লয় হইবে। কেবল তিনিই থাকিবেন। তিনিই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। তিনিই আমাদের একমাত্র দয়িত ও প্রিয়তম। মা, এই দয়িত ও প্রিয়তমকে কি জানতে তোমার ইচ্ছা ও আগ্রহ হয় না?"

যুবতীর নয়ন-প্রান্ত হইতে একবিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "মাতাজী, হয়—" কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার মুখ হইতে আর বাক্য স্ফুরিত হইল না।

তপস্বিনী বলিলেন "মা, থাম্‌লে যে! বল, মা, তোমার মনের কথা খুলে বল।"

যুবতী বলিল "মাতাজী, আপনাকে আমি আমার মনের কথা কখনও কিছু গোপন করি নাই। আমি আপনার নিকট উপদেশ লাভ ক'রে অনেক সময় বড় উপকৃত হ'য়েছি। দেখুন, আমার চিত্ত বড় দুর্ব্বল।

আমি বুঝ্‌তে পারচি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি। তিনিই সব, তিনিই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা। তাঁরই শরণ লওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তা বুঝ্‌তে পেরেও বুঝিতেছি না।"

"কেন?"

যুবতী নিরুত্তর রহিল।

তপস্বিনী বলিলেন "মা, বুঝেছি, তুমি এখনও তোমার সেই রাজকুমারকে ভুল্‌তে পার নাই। তোমার মন তাতেই আসক্ত র'য়েছে। তুমি তাকেই তোমার দয়িত ও প্রিয়তম মনে ক'র্‌ছ। তোমার চক্ষে সেই রাজকুমারের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই নহেন। মা, আমাকে যথার্থ বল, এই কথা সত্য কি না?"

যুবতী অধোমুখে বসিয়া রহিল।

তপস্বিনী বলিলেন "মা, মনে পড়ে আমার সেই দিন, যখন আমি পতি-পুত্র-হারা হ'য়ে পাগলিনীর মত হ'য়েছিলাম। আমি শোকে ম্রিয়মাণ হ'য়ে কেবল ভগবানের নিন্দা ক'র্‌তাম। আমি কেবলই ব'ল্‌তাম 'হা কৃষ্ণ, তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে পতি-পুত্র দিয়ে আবার তাদি'কে কেড়ে নিলে! তোমার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এত জীবের জন্য স্থান র'য়েছে; কেবল কি আমার পতি-পুত্রের জন্য একটু স্থানের অভাব হ'ল? তারা বেঁচে থাক্‌লে কি তোমার বিশ্বভাণ্ডারের কিছু কম হ'য়ে যেতো?' এইরূপে আমি সর্ব্বদাই কৃষ্ণনিন্দা ক'র্‌তাম। এইরূপ নিন্দা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার মনে হ'ল, আমার পতিপুত্র শ্রীকৃষ্ণেরই বস্তু। তিনিই তাদি'কে দিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাদি'কে নিয়েছেন।

শুধু আমার পতি, পুত্র ও আমি কেন, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটিই তাঁর। তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণই সব; আর আমার যে পতিপুত্র, তারা মিথ্যা। 'আমি' 'আমার'-টাই মিথ্যা। 'আমি' 'আমার' তো একটা মহাভ্রম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সব। মা, আমি কি আমার পতিপুত্রকে সত্যসত্য ভাল বাস্‌তাম? না গো না, আমি তাদি'কে ভাল বাসি নাই। আমি ভাল বাস্‌তাম কেবল আমাকে,—আমার নিজের প্রবৃত্তিসকলকে,—আমার নিজের সুখস্পৃহাকে, স্বামীর নিকট হ'তে আমি কত সুখলাভ ক'র্‌তাম; পুত্রের নিকট হ'তে কত সুখের আশা ক'র্‌তাম! তাই তারা আমার প্রিয় ছিল। ওগো, আমি তাদি'কে সত্যসত্যই ভাল বাসি নাই। আমি ভাল বাস্‌তাম আমার দেহকে, আমার প্রবৃত্তি সকলকে, আমার স্বার্থময় নীচ বাসনাকে! এই জন্যই তো আমার এত কষ্ট হ'য়েছিল! ভাল বাস্‌তে গেলে আমিত্বকে বিসর্জ্জন ক'র্‌তে হয়, স্বার্থপরতা ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, সমস্ত বাসনাকে জয় ক'র্‌তে হয়। আমি তাই ক'র্‌তে পারি নাই ব'লেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আমার মঙ্গল-সাধনের জন্যই আমার বাসনা-রূপী পতিপুত্রকে কেড়ে নিয়েছেন। মা, এখন আর আমার অন্য কোনও বাসনা নাই। আমার বাসনা এখন কেবল শ্রীকৃষ্ণ; যেহেতু তিনিই একমাত্র সত্য, নিত্য ও সনাতন। আর সমস্ত মিথ্যা। এখন আমি ভালবাসি আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে। এখন আমি শ্রীকৃষ্ণে মধ্যেই আমার পতিপুত্রকে দেখ্‌তে পাই। শুধু পতিপুত্র কেন, এই বিশ্ব-সংসারকেও দেখ্‌তে পাই। মা, তুমি যে রাজকুমারকে এখনও ভুল্‌তে পার নাই, সত্য বল দেখি, তুমি রাজকুমারকে ভালবাস, না তোমার

বাসনাকে ভালবাস? মা, তুমি রাগ ক'রো না—আমি তোমায় সত্য ব'ল্‌ছি, তুমি রাজকুমারকে একবিন্দুও ভালবাসনা; তুমি 'আমি' 'আমার'-কে ভালবাস; তুমি আপনার বাসনা ও প্রবৃত্তিকে ভালবাস। রাজকুমারের সংসর্গে তোমার বাসনা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে ব'লে তুমি আশা ক'রেছিলে। সেই আশা-লতা ছিন্ন হওয়াতেই তোমার কষ্ট হ'য়েছে! ছি, ছি মা—এইরূপেই কি প্রিয়তমকে ভালবাস্‌তে হয়? ভালবাসা কি এত সহজ-লভ্য বস্তু? এ ভালবাসা যে একটী মহাযজ্ঞ! সেই মহাযজ্ঞে নিজের প্রবৃত্তি ও বাসনা সকলকে আহুতি প্রদান ক'র্‌তে হয়! যখন তোমার মন নিষ্কাম হবে, তখনই তুমি পবিত্র প্রেমের অধিকারিণী হবে। সেই প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম, তাহাই দিব্য, পবিত্র ও স্বর্গের বস্তু। এই প্রেম লাভ ক'র্‌তে হলে কঠোর সাধনা ক'র্‌তে হয়। এই প্রেম ভিন্ন আর অন্য যা কিছু প্রেম, তা ঘৃণিত, নীচ, অসার। সে প্রেম প্রেম-নামের যোগ্যই নয়। সে প্রেমে কেবল কর্ম্মবন্ধনই হয়; তাতে কেবল বাসনারই বৃদ্ধি হয়; আর বাসনা থেকেই যত কষ্টেরও উৎপত্তি হয়। মা, এই জন্যই তোমাকে বলি, সেই পরাৎপর পরব্রহ্মে বা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমতী হও। সেই ইহকাল ও পরকালের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। রাজকুমারকে ভালবাস্‌তে তোমার যে আনন্দ হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাস্‌লে তার চেয়ে লক্ষগুণ অধিক আনন্দ লাভ ক'র্‌বে। তাই বলি, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমতী হও। সেই সত্য, নিত্য ও সনাতন পরমপুরুষের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ ক । আজ রাজকুমার ইহজগতে র'য়েছে। তাতেই তার অভাবে তোমার মনে এত কষ্ট হচ্চে। কিন্তু রাজকুমার কি চিরকাল থাক্‌বে? যদি কাল রাজকুমার ইহলোক

ত্যাগ করে, তা হ'লে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তোমার দশায় কি হ'তো বল দেখি? তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর কিছুতেই সুখ ও শান্তি লাভ করতে না। মা, তুমি সেই পবিত্র সুখ ও শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হও। তুমি ক্ষুদ্র, নশ্বর ও পরিমিত রাজকুমারকে ভুলে যাও, আর মহান্, অবিনশ্বর ও অপরিমেয় শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি বাসনাকে জয় কর নীচ প্রবৃত্তি সকলকে পদদলিত কর ও আপনাকে ভুলে যাও। শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বময় দর্শন কর। তাঁর অসীম দয়া ও প্রেমসাগরে ডুবে থাক। হৃদয়ের মধ্যে তুমি একটুও ফাঁক্ রেখ না। তাঁর সৌন্দর্য্যে, ও তাঁর দিব্য জ্যোতিতে হৃদয়কে পরিপূর্ণ কর। তা হ'লেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাবে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগতে আর কিছুতেই সুখ ও শান্তি নাই। তিনিই সত্য, তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা!"

এই শেষোক্ত কথাগুলি যেন আপনার মনে বলিতে বলিতে তপস্বিনী সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুবতী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সান্ত অনন্তে।

এই যুবতী আমাদের আখ্যায়িকার সেই উমাসুন্দরী। মাতাজী তপস্বিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উমাসুন্দরীর হৃদয়ে এক প্রলয়ের ঝড়

উঠিল। ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই সব? তিনি ছাড়া আর কিছুই সত্য নহে? উমাসুন্দরী কেবল আপনাকে এবং আপনার স্বার্থময় নীচ বাসনাকেই ভাল বাসিয়াছে, আর রাজকুমারকে ভালবাসে নাই? অহো, কি ভয়ানক কথা! উমাসুন্দরী আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, এবং আত্মানুসন্ধান করিতে লাগিল। উমাসুন্দরী হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া জাগরিত ও সুপ্ত প্রত্যেক বাসনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিয়া বুঝিল, মাতাজী তপস্বিনীর কথা মিথ্যা নহে। উমাসুন্দরী দেখিল, তাহার বাসনাগুলি সত্যসত্যই স্বার্থময়, ঘৃণিত, নীচ ও অসার। রাজকুমারকে সে প্রকৃত প্রস্তাবে ভালবাসে নাই! সে ভাল বাসিয়াছে কেবল আপনাকে, আপনার বাসনাগুলিকে, আপনার প্রবৃত্তি-নিচয়কে। উমাসুন্দরী আপনার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল। নিজের প্রতি তাহার মনে বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল, এবং তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। উমাসুন্দরী ভাবিতে লাগিল, সে নিতান্ত অধমা ও ঘৃণিতা। সে তাহার স্বার্থময় নীচ বাসনা-সমূহ হইতেই এত কষ্ট পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়; তিনি তাহার যে শাস্তিবিধান করিয়াছেন, তাহা উচিতই হইয়াছে।

উমাসুন্দরী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে একটী স্বপ্ন দেখিল। তাহার মনে হইল, সে যেন রাজবাটীতে রহিয়াছে। রাজবাটীতে ভূপেন্দ্রনাথ এবং প্রতিভাও আছে। প্রতিভা ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া ভূপেন্দ্রনাথের পদযুগলে পুষ্প-চন্দন প্রদান করিতেছে। পুষ্প-চন্দন দ্বারা ভূপেন্দ্রনাথের চরণপূজা করিয়া

প্রতিভা নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতে বসিল। সহসা ভূপেন্দ্রনাথের রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপে পরিণত হইল। আহা, এমন রূপ তো উমাসুন্দরী আর কখনও দেখে নাই। সে রূপ দেখিয়া তাহার চক্ষু যেন পরিতৃপ্ত হইল না। সেও সহসা বসিয়া পড়িয়া মনোমধ্যে সেই রূপের ধ্যান করিতে লাগিল। উমাসুন্দরীর ইচ্ছা হইল, সে সেই দিব্য রূপ তাহার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখে। উমাসুন্দরী ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, যেন তাহার চতুর্দ্দিকেই ভূপেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে! এক একটী ভূপেন্দ্রনাথ এক একবার ভূপেন্দ্রনাথ হইতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপে পরিণত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভূপেন্দ্রনাথের রূপ, আর শ্রীকৃষ্ণের রূপ! এই দুইয়ের মধ্যে যেন আকাশ-পাতালের প্রভেদ। উমাসুন্দরী মনে মনে বলিয়া উঠিল "দয়াময়, বুঝিলাম, আপনিই রাজকুমারের মধ্যে র'য়েছেন। আমি এত দিন রাজকুমারকে ভালবাসি নাই। আমি ভাল বেসেছিলাম কেবল আমার নীচ বাসনা ও প্রবৃত্তি-সমূহকে। তাই রাজকুমারের অন্তরালে আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাই নাই। প্রতিভা দিদি নিষ্কাম-ভাবে রাজকুমারকে ভাল বেসেছেন। তাই তিনি আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তাঁর ভালবাসাই পবিত্র ও নিষ্কাম। এই জন্যই তিনি প্রকৃত সুখ ও শান্তির অধিকারিণী। তিনিই রাজকুমারের যোগ্যা; আর আমি তাঁর চরণ স্পর্শ কর্‌বারও যোগ্যা নাই। দেব, আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে; তাই আমি আপনার দিব্য মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। আপনি এই দিব্য মূর্ত্তিতেই আমাকে চিরদিন দেখা দিবেন। আমি চিরকাল আপনার চরণের দাসী হ'য়ে থাক্‌বো; আমি চিরকাল আপনাকেই

ভাল বাস্‌বো; জন্মে জন্মে আমি আপনাকে এইরূপে ভাল বাস্‌বো। দেব, আমাকে আর কখনও পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না। আমি চিরদিন আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন ক'র্‌বো। আপনি অনন্ত ও মহান্; আপনার আদি নাই ও অন্ত নাই; আপনিই সব, আর সবই আপনাতে র'য়েছে। আর সমস্তই মিথ্যা, কেবল আপনিই একমাত্র সত্য। সবই যাবে, কেবল একমাত্র আপনিই থাক্‌বেন। নাথ, আমার প্রতি কৃপা করুন।"

উমাসুন্দরী এই ভাবে ধ্যান-নিমগ্না, এমন সময়ে সে যেন একটী মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইল। সেই সঙ্গীত-ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত হইয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। উমাসুন্দরী সেই দিব্য সঙ্গীতের নিম্নলিখিত কথাগুলি শুনিতে পাইল :—

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুঃখজ্বালা সেই পাসরে।
সব দুঃখজ্বালা সেই পাসরে।
তোমারি জ্ঞানে, তোমারি ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী;
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।*"

গান শুনিতে শুনিতে উমাসুন্দরীর হৃদয়ে এক দিব্য আনন্দের আবির্ভাব হইল। তাহার ইচ্ছা হইল, যেখানে গান হইতেছে, সে সেইখানে ছুটীয়া গিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবিয়া সে যেমন গাত্রোত্থান করিতে যাইবে, অমনি সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র, উমাসুন্দরী সঙ্গীতের শেষ পদটি শুনিতে পাইল :—

* ইমনকল্যাণ—তেওরা।

"যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে।"

উমাসুন্দরী বুঝিল, তপস্বিনীবর্গ প্রাভাতিক উপাসনায় নিযুক্ত হইয়া মিলিতকণ্ঠে গান গাইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ কুশ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, ছুটিয়া গিয়া তপস্বিনীবর্গকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

মাতাজী তপস্বিনী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "মা, তোমার মঙ্গল হউক। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

উমাসুন্দরীর অন্ধকারময় জীবনে যেন সহসা আলোক আসিল। তাহার দেহে যেন এক নবজীবনের সঞ্চার হইল। সে যেন এক ভীষণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। আহা, কি শান্তি, কি আরাম, কি সুখ! মাতাজী তপস্বিনীই তাহাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই সব। তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই আত্মীয়, তিনিই বন্ধু, তিনিই স্বামী, তিনিই মঙ্গলময়। যাহাকে আমরা অমঙ্গল, কষ্ট, ও যন্ত্রণা মনে করি, তাহারও মধ্যে তিনি মঙ্গল নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের যে অমঙ্গল, কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়, তাহা কেবল আমাদেরই দোষে। আমরাই তাহার জন্য দায়ী। আর অমঙ্গলের মধ্যেও যখন মঙ্গল রহিয়াছে, তখন অমঙ্গল তো অমঙ্গল নহে; তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। রাজকুমারের সহিত উমাসুন্দরীর যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অমঙ্গল

নহে, যেহেতু তাহারও মধ্যে মঙ্গল রহিয়াছে। সুতরাং মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। উমাসুন্দরীর মনে রাজকুমারের সহিত বিচ্ছেদ-জনিত আর কোনও কষ্ট নাই। জয়, মঙ্গলময়ের জয়! জয়, শ্রীকৃষ্ণের জয়! জয়, পরব্রহ্মের জয়!

সেই দিন দিবা দ্বিপ্রহরে সেই নিভৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গে এক উন্নত-শীর্ষ দেওদারের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া উমাসুন্দরী এইরূপ চিন্তায় নিমগ্না। উমাসুন্দরী চক্ষু নিমীলিত করিয়া সেই মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে বসিল। সে দেখিতে পাইল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণময়। বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, নরনারী, স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। মরি, মরি, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব রূপ, কি অপূর্ব্ব আবিষ্কার! উমাসুন্দরী ভাব-গদ্গদচিত্তে মনে মনে বলিতে লাগিল "নাথ, তোমার এ কি অপূর্ব্ব রূপ দেখিতেছি! আজ বুঝিলাম, তুমিই সব। জগতে তোমা ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ বুঝিলাম,—নরনারীর সেবা, পশুপক্ষীর সেবা, কীটপতঙ্গের সেবা, স্থাবরজঙ্গমের সেবা কেবল তোমারই সেবা মাত্র। আজ বুঝিলাম, তুমি আমাকে সর্ব্বদা পরিবেষ্টন করিয়া আছ। তোমাতে আমি ডুবিয়া আছি। আমি এক দণ্ডও তোমা ছাড়া নই। পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্বামী পুত্র সকলেই পরিমিত। কিন্তু তোমার পরিমাণ নাই, তোমার অন্ত নাই। সুতরাং তুমিই একমাত্র আশ্রয়, তুমিই একমাত্র গতি, তুমিই একমাত্র অবলম্বন। নাথ, তুমি আমাকে তোমার চরণের দাসী করিয়া লও। আমি তোমাকে চিরকাল ভক্তি করিব ও ভালবাসিব, আমার সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিব,—আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও ভাল বাসিব। আহা, তোমাকে ভাল বাসিয়া

কত সুখ! এ ভালবাসার যে অন্ত নাই। এ ভালবাসা যে লক্ষ জন্মেও ফুরাইবে না। হে দয়িত, হে প্রিয়তম, হে আমার সর্ব্বস্ব, হে নাথ, হে কাঙ্গালের ধন, আমাকে ভুলিও না; আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর। আমাকে জন্মে জন্মে তোমার চরণের দাসী করিয়া রাখ। আমার আর কেহ নাই। তুমিই আমার সব। তুমি অগতির গতি; অনাথের নাথ। তুমি আমাকে কৃপা কর।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উমাসুন্দরীর চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে সংযত হইয়া নিম্নলিখিত গানটি ধরিল :—

"তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে, চরণে চাহিয়া রহিব।
কেন এ সংসারে, পাঠা'লে আমারে, তুমিই জান তা প্রভু গো,
তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে, সুখ দুঃখ যাহা দিবে, সহিব।
যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব।
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হ'য়ে গেলে, ডেকে নিও কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব।"*

গান গাহিতে গাহিতে উমাসুন্দরীর চিত্ত যেন আনন্দে পূর্ণ হইল। তাহার প্রাণে যেন শান্তি আসিল। সে সহসা চক্ষু খুলিয়া দেখিল, মাতাজী তপস্বিনী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। তিনি উমাকে বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন "এস মা, আমার কোলে এস। মা, তোমার

* ভজন—ছেপ্‌কা।

শোক দুঃখ আমাকে দাও। তুমি সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমতী হইয়া দিব্য-আনন্দের অধিকারিণী হও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ন্যায় সকলের মতিগতি হউক।"

উমাসুন্দরী মাতাজীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ভাবাবেশে অনেক ক্ষণ কাঁদিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতৃভাব।

মাতাজী তপস্বিনী বলিলেন "মা, স্বামীজী আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে দেখিতে চান। তাই আমি তোমার অনুসন্ধানে আসিয়াছি। তুমি প্রত্যহ এই স্থানে বসিয়া থাক, তাহা কেবল আমিই জানি। সেই কারণে, আমিই তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছি। চল, আমরা ধীরে ধীরে নামিয়া আশ্রমে যাই।"

স্বামীজীর আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া উমাসুন্দরীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

মাতাজী বলিলেন "মা, স্বামীজী আমাদিগকে নীচে নামিয়া হরিদ্বারে যাইবার আদেশ করিতেছেন। বর্ষা সমাগতপ্রায়। বর্ষাকালে পার্ব্বত্য-পথ দুর্গম হইবে। তাহার পূর্ব্বেই আমরা নীচে নামিয়া যাইব। কিন্তু এখন তাঁহার আদেশে আমাকে বাঙ্গালা দেশে যাইতে হইবে।"

উমাসুন্দরী বলিল "মাতাজী, আপনি কি একেলাই যাইবেন? কতদিন আপনি সেখানে থাকিবেন?"

মাতাজী বলিলেন "আমি একেলা যাইব না। আমার সঙ্গে মাতাজী আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ী ও দীনতারিণী যাইবেন। সেখানে আমরা কত দিন থাকিব, তাহার নিশ্চয় নাই।"

মাতাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উমাসুন্দরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইল। তাহা বুঝিতে পারিয়া মাতাজী বলিলেন "বাছা, তোমার চিন্তা কি? মাতাজী শান্তিময়ী তোমাদের কাছে থাকিবেন। আমরাও মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিয়া তোমাদিগকে দেখিয়া যাইব। আর তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর কর। তিনিই সব। তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণময়। যেখানে থাকিবে, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিবে। মানুষের উপর নির্ভর করিও না; কেবল তাঁহারই উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর। আত্মার মধ্যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে দর্শন কর ও তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাক। শয়নে, উপবেশনে, কথায়, চিন্তায়, আহারে, আলাপে, ভ্রমণে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে, সুখে আনন্দে তাঁহারই সহিত সংযুক্ত হইয়া থাক। মোহ ও মমতা ত্যাগ কর। কোনও স্থান, দ্রব্য, ব্যক্তি বা জীবের প্রতি অত্যাসক্ত হইও না। আসক্তিই আমাদের কষ্টের মূল। যদি আসক্তি করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হও। সর্ব্বভূতেই তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হও। যখন জগৎ-সংসারকে শ্রীকৃষ্ণময় দেখিবে, তখনি আত্মা শান্তিলাভ করিবে।" এই বলিয়া মাতাজী নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন "বৎসে, রাজকুমারের সম্বন্ধে এখন তোমার মনের ভাব কিরূপ?"

উমাসুন্দরী বলিল "মাতাজী, আপনার কৃপায়, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগতে কিছুই সত্য নহে। তিনিই

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাতাজী কুমারী।

স্বামীজী মাতৃ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে মাতাজী তপস্বিনী, মাতাজী কুমারীর সহিত, তথায় উপনীত হইলেন। ত্রিশূলধারিণী এই নবীনা সন্ন্যাসিনীর দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অপর সন্ন্যাসিনীবর্গ বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। মাতাজী তপস্বিনী সকলের দিকে প্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন "জয়, ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়; জয়, স্বামীজীর জয়; জয়, মাতাজী কুমারীর জয়।"

সন্ন্যাসিনীবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন;—"জয়, ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়; জয়, স্বামীজীর জয়; জয়, মাতাজী কুমারীর জয়!"

মাতাজী কুমারী ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি সহসা স্বামীজীর পাদমূলে নিপতিতা হইয়া তাঁহার চরণযুগলের উপর মস্তক স্থাপন করিলেন।

স্বামীজী চক্ষু নিমীলিত করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "মাতাজী কুমারি, ওঠ; তোমার মঙ্গল হউক; ব্রহ্মাণ্ডপতির সেবিকা হইয়া তুমি তঁাহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। তোমার নারীজন্ম সার্থক হউক।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে উঠাইয়া তাহার মস্তকে করপ্রদান করিলেন।

সকলে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলে, স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:—

"মাতৃগণ, আজ আপনাদের একটী সন্তান ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা হইয়া আপনাদের সম্প্রদায়ে মিলিত হইলেন। আপনারা সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তিনি চিরকাল ও জন্মে জন্মে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির কৃপা হইতে বঞ্চিত না হন। আপনাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাংসারিক শোক দুঃখ ও কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া এবং জগতের মধ্যে কোথাও শান্তি লাভ না করিয়া পরিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়ে শান্তিসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সত্য, আর সব মিথ্যা। মিথ্যার মধ্যে যে কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি নাই, এবং একমাত্র সত্যেরই মধ্যে যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আছে, তাহা আপনারা বুঝিয়াছেন। আপনারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা ও সংসারের মাতৃস্থানীয়া। জগতের সকল প্রাণী ও নরনারীই আপনাদের সন্তান। আপনারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ড-রূপ এই বিশাল ঘর সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আপনারা মাতৃরূপে ভগবানের এই বিশাল ঘর-সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন এবং সন্তান-গণকে পালন ও রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করুন। আপনারা তাপিতের তাপ, শোকার্ত্তের শোক ও দুঃখীর কষ্ট মোচন করুন। আপনারা ভ্রান্তকে সুপথ প্রদর্শন করুন, সন্তানগণের কর্দ্দমাক্ত ও মলিন দেহের কর্দ্দম ও মল মুছিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করুন। ইহাই আপনাদের সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু আপনাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যও আছে। তৎপ্রতি প্রণিধান করুণ। আপনাদের এই বিশাল সংসারের মধ্যে আপনাদের দুর্ব্বল পুত্রগুলির জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আপনাদের যে সকল পুত্র সমর্থ ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের দুর্ব্বল ভ্রাতৃগণের ভার গ্রহণ করিয়াছে ও

করিতেছে। কিন্তু আপনাদের কন্যাগুলির অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। আপনারা তাহাদের ভার গ্রহণ করুন। আপনারা তাহাদিগকে পঙ্ক ও কর্দ্দম হইতে উঠাইয়া তাহাদিগকে পরিষ্কৃত ও পবিত্র করুন। আপনারা মাতা হইয়া যদি সন্তানগুলির যত্ন, লালনপালন ও রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ কি আপনাদের উপর প্রীত হইবেন? যদি আপনারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে চান, তাহা হইলে, আপনাদিগকে এই কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে। না করিলে, আপনারা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ দুঃখভাগিনী হইবেন। অতএব মাতৃগণ, আপনারা ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রিয়কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ভারত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। আপনাদের সংখ্যা এখন ষোড়শ মাত্র। কিন্তু কালক্রমে এই সংখ্যা ষোড়শ লক্ষ হউক। মাতৃসম্প্রদায়ের ষোড়শ লক্ষ মাতা যেদিন প্রত্যেকে এক শতটি কন্যার ভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিন আপনাদের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সার্থক হইবে। রাজপ্রাসাদে, গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্রই মাতৃগণ বিরাজ করিবেন। যে গৃহে যে নারীকে ধর্ম্মানুরাগিণী ও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমতী দেখিতে পাইবেন, উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকেই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দুর্ব্বল, অসহায়া, কাতরা ও পঙ্কলিপ্তা কন্যাগণের ভার তাঁহাকে প্রদান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-মতী প্রত্যেক নারীই মাতৃসম্প্রদায়ে প্রবেশ-লাভের যোগ্যা। তাঁহাদিগকে গৃহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে না; তাঁহারা সংসারে থাকিয়াই মাতার কার্য্য করিতে পারিবেন। মাতৃগণ, এই ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নারীর সংখ্যা প্রায় ষোড়শ কোটী। ষোড়শ লক্ষ মাতাকে এই ষোড়শ কোটি কন্যার ভার লইতে হইবে। আপনারা আপনাদের

কন্যাগুলির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করুন। প্রত্যেক গৃহ জ্ঞান, আনন্দ ও পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল হউক। আপনাদের কন্যাগণ লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত করুক এবং তাঁহারা আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ ভগিনী হইয়া এই পতিত জাতিকে উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করুন। মাতৃগণ, আপনারা ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই বিশেষ কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধিত হউক, এবং আপনারা সেই প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া ধন্যা হউন।"

পরদিন প্রভাতে মাতৃগণ শ্রীমদ্ আত্মানন্দস্বামী, তথা সুশীলকুমার ও প্রতিভার গুরুদেবের সমভিব্যাহারে, হরিদ্বারে ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

হিমাচল

ভাগে মাঝে সখা ও প্রিয়তম। তিনি একান্ত মঙ্গলময়। তিনিই নাগকুমা মাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাতে আমার মনে ম্মর্যার ষ্ট নাই; বরং আমি আনন্দিতই হইয়াছি। মঙ্গলময়ের ইহা াহাই পূর্ণ হউক। রাজকুমার আমার কেহই নহেন।

শ্রীকৃ বলিলেন "বৎসে, রাজকুমারের সঙ্গে যদি তোমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ তোমার মনে কিরূপ ভাব উপস্থিত হইবে?"

উদরী বলিল "মাতাজী, আমার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রাজকুমার কোথা বিয়া গিয়াছেন! তাঁহাকে আমি আর মনের মধ্যে কোথাও দেখিতে াইতেছি না! আমার নিকট যেমন অপর দশজন, তেমনি এখন জকুমার। এখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু ম দয়িত ও প্রিয়তম। তিনি সকলেরই প্রভু ও প্রিয়তম টে কিন্তু, মাতাজী, কি জানি কেন, আমার মনে হইতেছে, মাত্রি যেন তাঁহার প্রিয়তমা দাসী; আমার মত, আর কেহ যন হাকে ভাল বাসিতে ও ভক্তি করিতে পারে না। আমার প্রতরই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। আমার মনে হইতেছে, আমার প্রতর যে কার্য্য, অতঃপর তাহাই আমি করিব। আমার জীবনে ার কানও কার্য্য দেখিতে পাইতেছি না; আমার প্রিয়তমের কার্য্যই খন মামার একমাত্র কার্য্য। মাতাজী, আমার মনে হইতেছে গবা যেন তাঁহার কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার ভার আমারই চলে দান করিয়াছেন; আমি যেন এখন সকলেরই মাতা, প্রায় তি ন মামার সন্তান। আমার সন্তানগণের জন্য শৃঙ্গাবলী, গায়

সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিব। না করিলে
প্রিয়তম যে আমাকে ত্যাগ করিবেন। মা, এই ব্রহ্মাণ্ড যে
আমার ঘর সংসার! আর ব্রহ্মাণ্ড-পতি শ্রীকৃষ্ণ যে আমার প্রভু।
এখন আমি ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত হইয়াছি। আমার ভাবনা এখন তা
ছাড়িয়া উঠিয়াছে।" বলিতে বলিতে উমার চক্ষু নিমীলিত
আসিল। সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে, সেই আলুলায়িত-কুন্তলা, কাষায়
যৌবনে-যোগিনী উমাসুন্দরী যেন সাক্ষাৎ গিরিদুহিতা ভগবতী
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল! মাতাজী তপস্বিনী উমার সেই
সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাবাবেশে বিহ্বল হইলেন এবং সহসা
উঠিলেন "মা, উমা, আজ তুমি আমার এই ত্রিশূল-দণ্ড গ্রহণ।
আজ সত্য সত্যই তুমি আমার এই ত্রিশূল-ধারণের যোগ্যা হই
আজ তুমি আমাদের মাতৃ-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-লাভের অধিক
হইয়াছ। আজ ব্রহ্মাণ্ডপতির যথার্থ সেবিকা হইয়া সত্য সত্যই
ব্রহ্মাণ্ডের মাতা হইয়াছ। আজ তুমি মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছ।
ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়! জয়, স্বামীজীর জয়! জয়, মাতাজী কু
জয়!" এইরূপ বলিতে বলিতে মাতাজী তপস্বিনী ভাব-বিহ্বল
উমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

হিমাচল এ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় গিরিমালাবৃত প্রদেশ ছিল। পশ্চি ভাগে যে রিময় প্রদেশ ছিল, তাহা ইদানীং বীরভূমি, মল্লভূমি, ছোট নাগপুর, ত্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হয়ত, কোনও স্মরণাতীতা, এই প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতরাজির পাদমূলে সমুদ্রের ত্তাল মালা প্রতিহত হইয়া প্রভূত ফেণপুঞ্জ উদগীর্ণ করিত। গত সমাথিত ভীম ঝঞ্চাবায়ুর প্রপীড়নে [illegible] র্নন শৃঙ্গ কল টলায়মান হইত এবং কিংহংস ও সমুদ্র [illegible] বিহঙ্গের বিকট কর ইহাদের গাত্র সকল নিরন্তর শব্দায়মান হইত। কিন্তু এখন আ। সমুদ্র নাই, সে ভয়াবহ জলকল্লোলও নাই; সে ঝঞ্চাবাত নাই, লোচ্ছ্বাসও নাই; সে সমুদ্রচর বিহঙ্গকুল নাই এবং তাহাদের বিকট রও নাই। এখন সমস্ত নীরব ও প্রশান্ত। পর্ব্বতরাজি যেন মসমুদ্রকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া দূরে, বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া ছে এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয় মানবের উপকারের নিমিত্ত যেন আপনা অঙ্গের রক্ত-মাংস দ্বারাই আধুনিক বঙ্গভূমির সৃষ্টি করিয়া সমুদ্রের এবং চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এ।শান্ত ও রমণীয় প্রদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য শৈল ও পর্ব্বত বিদ্যমাহাদের মধ্যে একটী পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে, গাম্ভীর্য্যে ও উচ্চতায় সকলোও আকর্ষণ করিয়া থাকে। বহুদূর হইতে এই পর্ব্বতটি ঘনকৃষমালার ন্যায় লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে শুভ্র নীরদখণ্ডসকল ইহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়া ইহাকে দূর হইতে তুষারমণ্ডিত হিমাচলের অংশরূপে প্রতীয়মান করে। এই পর্ব্বতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ প্রস্থে এক ক্রোশ হইবে। ইহার শৃঙ্গাবলী, গাত্র,

ও সানুদেশ সমস্তই নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। গুহা, কন্দর, শৃ
অধিত্যকা, নির্ঝর ও লতাগুল্মাচ্ছন্ন স্বভাবখাত গভীর পয়োনালী
ইহা পরিশোভিত। পর্ব্বতের অনেকস্থল অতীব দুরারোহ ও দুর্গম
কোন কোন স্থানে পরমরমণীয় গুহাসকলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিম্বদ
ইহাদিগকে "ঋষিগুহা" নামে অভিহিত করে। কিন্তু বর্ত্তমানকা
তন্মধ্যে [illegible] বা তপস্বী দৃষ্ট হয়েন না। কথনও কথনও দু
চারিটি স[illegible]সিয়া এখানে বাস করেন বটে; কিন্তু স্থান অত্য
দুর্গম বলিয়া সেখানে সাধারণ জনমানবের কচিৎ সঞ্চার হইয়া থাকে
পর্ব্বতের উপরিভাগে একটি বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে স্বচ্ছসলিলা
এক হ্রদ আছে। এই হ্রদ প্রফুল্ল কমলদলে পরিশোভিত এবং নান
বিধ জলচর বিহঙ্গকুলের কলরবে শব্দায়মান। পর্ব্বতের উপরিভা
যে অরণ্য আছে, তন্মধ্যে মৃগ, বরাহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক ও বানরা
নানাবিধ জন্তু বাস করে। ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ আহারে
চেষ্টায় পর্ব্বত হইতে উপত্যকাভূমিতে কথন কথন অবতীর্ণ হয় বটে
কিন্তু বানরেরা তাহাদের নিরুপদ্রব বিহারভূমি কচিৎ পরিত্যাগ করি
থাকে। এই পর্ব্বতের নাম কুমারী। ইহার নাম কুমারী কেন হই
তাহা প্রথমে আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কি
একদিন পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে করিতে সহসা ইহার আকা
প্রকারে একটি অতিকায় কুম্ভীরের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া অত্য
বিস্মিত হইলাম। কুম্ভীরের সেই শুণ্ডাকৃতি মুখ, সেই চিপিটকাকা
মস্তক, সেই ঈষদানত স্কন্ধদেশ, সেই উন্নত সুদীর্ঘ পৃষ্ঠদণ্ড, সেই কণ্টক
দীর্ঘায়ত পুচ্ছ, সেই হ্রস্ব পদ—যেন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এই মহা

পৰ্ব্বতের আকারে দেদীপ্যমান। দেখিয়া মনে হইল যেন স্মরণাতীত যুগে, কোনও অতিকায় কুম্ভীর সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া এই স্থলে আসিয়া প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে; যেন কোনও আর্য্যঋষি সমুদ্রতটবর্ত্তী এই পৰ্ব্বতে তপস্যা করিতে আসিয়া ইহার আকারপ্রকারে কুম্ভীরের সৌসাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "কুম্ভীর"+ "কুম্ভীর পৰ্ব্বত" শব্দদ্বয় উচ্চারণের দোষে কালক্রমে যে "কুমারী পৰ্ব্বতে" পরিণত হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। নতুবা রুক্ষদেহ, ভীমদর্শন, কঠোর পৰ্ব্বতকে কুমারীবাচক শব্দে অভিহিত করা আর্য্যজাতির প্রথা ছিল বলিয়া আমি অবগত নহি।

সে যাহা হউক, এই পৰ্ব্বতটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্পদে পরম রমণীয়। এই পৰ্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশে আদিম অধিবাসিগণেরই বসতি সমধিক। ইহারা সাধারণতঃ অসভ্য অনার্য্য জাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য নামের যোগ্য কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয়। আর্য্যনামধারী অনেক পুরুষপুঙ্গব বংশানুক্রমে এতৎ প্রদেশের কোন কোন গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং এই সরল-প্রাণ আদিম অধিবাসিবর্গের উপর আধিপত্য করিতেছেন। কিন্তু বলিতে দুঃখ ও লজ্জা হয়, ইহাঁদের অধিকাংশই অসভ্য অনার্য্যগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পৰ্ব্বতের পাদদেশে একটী মনোহর প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা আছে। এই প্রদেশের ভূম্যধিকারী কলিকাতানিবাসী জনেক মহাশয় ব্যক্তি সেই বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখন পরলোকগত। তাঁহাদের সন্তানের মধ্যে কেবল একটী পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান। ভ্রাতা ও ভগিনীতে কলিকাতায় অবস্থান

করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন। মধ্যে মধ্যে অবকাশকালে তাঁহারা কুমারী পাহাড়ে আসিয়া কিয়দ্দিন যাপন করিয়া যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ঝর।

কুমারী পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের পাদমূলে একটি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝরের জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে নিরন্তর বারিপাত হইতেছে। ক্ষণেকের জন্যও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; কেবল সেই একই শব্দে অবিরল ধারায় বারিপাত। নির্ঝরের পার্শ্বে একবার দণ্ডায়মান হইয়া এই শব্দ শ্রবণ করিলে, মন সহসা কোন এক মহান্ ভাবসাগরে ডুবিয়া যায় এবং দেহ যেন স্থাণুবৎ নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। এই নির্ঝরের জল পূর্ব্বে একটি স্বাভাবিক প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া অদূরবর্ত্তী এক কঙ্করময় প্রান্তর মধ্যে বিশুষ্ক হইত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয় এই জলধারাকে একটি উর্ব্বর ভূমিতে প্রবাহিত করিয়া তাহাকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চ হস্ত ঊর্দ্ধস্থিত একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির অঞ্জলি হইতে নির্ঝরের বারিধারা ভূমিতলে পতিত হইতেছে। যে স্থলে ধারা পতিত হইতেছে, তাহা পাষাণময় ও চতুর্দ্দিক অনুচ্চ দৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বারিধারা প্রাচীরমধ্যস্থ একটী ছিদ্রযোগে বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে নিপতিত হইতেছে। সেই ছিদ্রটিকে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকালেপ দ্বারা বদ্ধ করিলে

অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাচীরবেষ্টিত সেই ক্ষুদ্র জলাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এ
স্নানেচ্ছু ব্যক্তি তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া স্বচ্ছ শীতল জলে অবগাহনে
পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

নির্ঝরের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ছায়াসমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষ আছে। সে
বৃক্ষগুলি শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া স্থানটিকে ঈষৎ অন্ধকারময়
গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যার সময়, এ
দিবাভাগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বক্ষণ, সেই বৃক্ষগুলি নানাবিধ বিহঙ্গের কলর
শব্দায়মান হয়। নির্ঝরের সম্মুখে ভগবান্ নৃসিংহদেবের একটী প্রস্তরম
মূর্ত্তি বিরাজিত। কোন্ কালে, কোন্ ব্যক্তি এই স্থানে এই মূর্ত্তি
সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এখন তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ম
হয়, যেন এই মূর্ত্তিটি এই ভীষণ গম্ভীর স্থানের নিতান্ত অনুপযোগী
নহে। জনসঞ্চারশূন্য ভীম পর্ব্বতের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নৃসিংহদে
তাঁহার ভীষণ বাম চক্ষু নির্ঝরের দিকে এবং দক্ষিণ চক্ষু দিগন্তপ্রসা
অরণ্যের দিকে স্থাপিত করিয়া সশঙ্ক পথিককে পর্ব্বতারোহণের ক্লেশ
কঠোরতা যেন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল হই
নীরব গম্ভীরভাবে যেন উৎসাহ এবং আশাবাণীও বিনিঃসৃত হইতেছে
বিশ্বাসী হউন আর অবিশ্বাসী হউন, বিদেশীয় পথিক পর্ব্বতারোহণের স
এই মূর্ত্তিটিকে যেন অতিক্রম ও অমান্য করিয়া যাইতে সাহস করেন না।

একদা মধুর হৈমন্তিক প্রভাতে, এই মনোরম নির্ঝরের পার্শ্বে, এক
অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্ট ছিল। মূর্ত্তিটি এরূপ স্থির ও নিস্পন্দ যে সহ
দেখিলে মনে হয়, তাহা যেন ভাস্করখোদিত শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তরের কোন
সুগঠিত প্রতিমা। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ আলুলায়িত। কেশগু

যদৃচ্ছাক্রমে পৃষ্ঠে, অংসে, স্কন্ধে ও বক্ষের উপর নিপতিত। উজ্জ্বল ক্ষুদ্র কপালের উপর চূর্ণ কুন্তলগুলি প্রাভাতিক মারুত-হিল্লোলে কম্পমান। বিশালায়ত কৃষ্ণতার চক্ষুদুটী নির্ঝরের বারিধারার উপর স্থাপিত। কিন্তু দৃষ্টি যেন তন্মধ্যে নিবদ্ধ নাই। তাহা যেন এই স্থূল মর্ত্তালোক পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব্ব শোভায় পরিতৃপ্ত হইতেছে। বদনমণ্ডল উজ্জ্বল,—প্রশান্ত—গম্ভীর—প্রসন্ন। তদুপরি একটি অপার্থিব দিব্য জ্যোতি ক্ষণপ্রভার আলোকের ন্যায় যেন মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। পরিধানে এক খানি শুক্ল বসন। অঞ্চলখানি বাহু, পৃষ্ঠ ও বক্ষের উপর সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বক্ষের আবরণ-বস্ত্রাংশটি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। দক্ষিণ হস্তখানি বাম হস্তের উপর ন্যস্ত হইয়া ক্রোড়দেশে স্থাপিত। যেন যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া কোনও দ্যুলোকবাসিনী তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন!

সূর্য্যদেব বহুক্ষণ পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইয়াছেন। কিন্তু পর্ব্বতের এই পশ্চিমাংশে এখনও তিনি দৃষ্ট হন নাই। দূরস্থিত গিরিশৃঙ্গ ও গিরি-গাত্র সকলি তাঁহার কনককিরণমালায় বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কুমারী পর্ব্বতের পশ্চিমভাগটি বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে উদ্ভাসিত। সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে, এই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি যেন আকাশচ্যুতা উষাদেবীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রমণী এরূপ ভাবনিমগ্না, যেন বিহঙ্গের কাকলী, নির্ঝরের ঝর্ঝর-শব্দ, বা বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-উচ্ছ্বাস, কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছিল না। সহসা অদূরে মানবকণ্ঠধ্বনিতে একটি শব্দ উচ্চারিত হইল!

অন্যমনস্ক না হইলে, প্রথম উচ্চারণেই যে কেহ এই শব্দ শুনিতে পাইত। কিন্তু রমণীর কর্ণকুহরে তাহা প্রবিষ্ট হইল না।

আবার সেই শব্দ উচ্চারিত হইল; কিন্তু রমণী পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কা।

তৃতীয়বারে সেই শব্দটি আর উচ্চারিত হইল না বটে; পরন্তু তৎপরিবর্ত্তে এক উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। এইবার রমণী সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। চমকিত হইয়া যে দিক্ হইতে হাস্যধ্বনি আসিতেছিল, সেই দিকে বিশাল চক্ষুদুটী সঞ্চালিত করিলেন। চক্ষু সঞ্চালন করিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল এক মধুর কমনীয় হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তেই রমণী উঠিয়া নির্ঝরপার্শ্বে অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

রমণীর মুখমণ্ডল সহসা গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া বালিকার কোমলতা, মাধুর্য্য ও ব্রীড়ায় অপূর্ব্ব লাবণ্যময় হইয়া উঠিল। এখন আর সেই রমণীমূর্ত্তিকে গাম্ভীর্য্যশালিনী পূর্ণাঙ্গী যুবতী বলিয়া বোধ হইল না; পরন্তু নবযৌবনা বালিকামাত্র বোধ হইতে লাগিল। উন্নত দেহযষ্টি; নাতিস্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; আলুলায়িত কেশপাশ; উজ্জ্বল কপাল; দীর্ঘ বিশাল চক্ষু; সুগঠিত নাসিকা; পরিপাটী অধরোষ্ঠ এবং মধুর হাস্যমণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল—যেন একটী সপ্তদশবর্ষীয়া নবযৌবনা বালিকা জীবনের মধুর প্রভাতকালে দণ্ডায়মান। যুবতী আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মধুরকণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমায় ডাকিতেছিলেন? আমি বুঝি আপনার আহ্বান শুনিতে পাই নাই?" এই বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল ব্রীড়ায় অবনত হইয়া পড়িল।

আগন্তুক যুবক হাসিতে হাসিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "হাঁ,

আমি তোমার নাম ধরিয়া দুইবার ডাকিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি আমার আহ্বান শুনিতে পাও নাই। তোমাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া, আমি তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হই, এবং এই নির্ঝরপার্শ্বে তোমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকি। কিন্তু তোমার চিন্তার অন্ত না দেখিয়া এবং অদ্য আমাদিগকে পাহাড়ে উঠিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া, বাধ্য হইয়া আমি তোমার চিন্তার ব্যাঘাত উপস্থিত করিলাম। প্রথমে, তোমার নাম ধরিয়া দুই বার ডাকিলাম ; কিন্তু তাহাতেও তোমার চেতনা হইল না দেখিয়া, আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রতিভা, আজ নির্ঝরের পার্শ্বে তোমার মনে কোন্ ভাবের উদয় হইয়াছিল ?"

প্রতিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ এই নির্ঝরের ধারায় প্রাতঃস্নান করিয়া এই স্থানে বসিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া নির্ঝরের ঝর্ঝরশব্দের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীদের কলধ্বনি শুনিতেছিলাম। তার পর মন যেন কোথায় ডুবিয়া গেল।"

যুবক বলিলেন, "তোমার মন কোথায় ডুবিয়াছিল, তাহাই আমি শুনিতে চাই ?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "আমি নির্ঝরের এই অবিশ্রান্ত ধারাপাত দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমি গত রজনীতে যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, রজনীর অন্ধকার যখন চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তখনও ঝর্ঝর-শব্দে এই নির্ঝর হইতে অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতেছিল। কেহ দেখিতেছিল না, কেহ শুনিতেছিল না, তবুও এক মনে একই ভাবে নির্ঝর ধারা উদ্গিরণ করিতেছিল। আমরা যখন

এখানে থাকি, তখন ইহার ধারাপাত হয়; আবার আমরা যখন এখানে থাকি না, তখনও ধারাপাতের বিরাম হয় না। আমাদের যখন জন্মই নাই, তখনও নির্ঝর এই একই ঝর্ঝর-শব্দে এমনি ধারা উদ্গিরণ করিয়াছিল, আবার আমরা যখন আর ইহসংসারে থাকিব না, তখনও নির্ঝর তাহাই করিবে। এই নির্ঝর কোন্ যুগ—কোন্ স্মরণাতীত যুগ হইতে যে এই মধুর অথচ ভীষণ ঝর্ঝর-শব্দ তুলিয়াছে, তাহা ভাবিয়াও আমি স্থির করিতে পারি নাই। সেই সময় হইতে ইহার আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কখন যে বিশ্রাম হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই।" এই বলিয়া যুবতী এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা গম্ভীর হইল। যুবকও নীরবে নির্ঝরের ধারাপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতিভার কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহারও হৃদয়ে একটী ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকিবে, যেহেতু বহুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সহসা প্রতিভা আবার বলিতে লাগিল, "দাদা, নির্ঝরের এই ঝর্ঝর-শব্দ শুনিয়া আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছিল। বড় উদাস হইতেছিল। আমার আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যে একটী মহোচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিতেছিল। সে আকাঙ্ক্ষা যে কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহার উদ্রেকে নিজের প্রতি আমার বড় ঘৃণা হইতেছিল। মনে করিতেছিলাম, হায় আমি কি করিতেছি? এই নির্ঝর কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে দিন নাই, রাত নাই, অবিশ্রান্তভাবে ক্রমাগত বারি ঢালিয়া যাইতেছে। কেহ দেখুক আর নাই দেখুক, কেহ জানুক আর না জানুক, কেহ প্রশংসা করুক আর নাই করুক, পর্ব্বতের এই নির্ঝর

কাণে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, ইহা ঝর্ঝর-শব্দে অনবরত বারি উদ্গিরণ রিতেছে। মুহূর্তের জন্যও যেন ক্লান্তি-অনুভব নাই, কোন দিকেই ন দৃক্পাত নাই. কেবল এক মনে, এক প্রাণে এবং একই ভাবে রন্তর বারি ঢালিয়া যাইতেছে। কত দিন, কত মাস, কত শত বৎসর, বং হয়ত কত কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গেল—কত রাজ্য উঠিল, বার লয় পাইল—কত কোটি কোটি মানব জন্মগ্রহণ করিল আবার তীতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল—কিন্তু নির্ঝরের আর পরিবর্ত্তন নাই, াহার ঝর্ঝর-শব্দের আর বিরাম নাই, তাহার বারিপাতের আর ত্রুটি ই। নির্ঝরের যেন তেমনই উৎসাহ রহিয়াছে, তেমনই একাগ্রতা হয়াছে, এবং তেমনই সমগ্র প্রাণ দিয়া কর্ত্তব্যসাধনের প্রতিজ্ঞা হয়াছে। নির্ঝর যেন তেমনই আপনার ভাবে আপনি বিভোর, ন তেমনই আপনার মধ্যে আপনি সংযত, যেন তেমনই আপনার বলে পনি বলীয়ান্। আর তাহার এই ঝর্ঝর-শব্দ? এই ঝর্ঝর-শব্দে কি উন্মত্ত সঙ্গীত, কি কঠোর বজ্রনিনাদ, কি ভীষণ বৈরাগ্যগীতি ং কি নৈরাশ্যজনক হায়-হায়-ধ্বনি এক মহান্ ঐক্যতানে মিলিত য়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না! নির্ঝরের এই মহান্ সঙ্গীত নতে শুনিতে আমি অত্যন্ত আকুল হইতেছিলাম; দেহ যেন অবসন্ন তেছিল; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল এবং আত্মার ীরতম প্রদেশ হইতে যেন এক ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছিল।" িতে বলিতে যুবতীর কণ্ঠরোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত য়া বলিতে লাগিল, "দাদা, আমার চক্ষে জল আসিতেছে—সামান্য র্বের এই একাগ্রতা, এই একপ্রাণতা—আর অমর আমরা—অমৃতের

সন্তান আমরা, হায়, হায় আমরা কি করিতেছি?" যুবতীর আর বাক্‌স্ফুরণ হইল না। বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাহার বিশাল চক্ষু দুটী শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি-ক্রোড়।

কোনও কবি কহিয়াছেন, সুন্দরীর চক্ষে অশ্রু দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রণয়িনী প্রণয়াভিমানে নীরবে যে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তাহা প্রণয়ী চক্ষে সুন্দর। আবার পরদুঃখে কাতর হইয়া সুন্দরী রমণী যে অশ্রুমোচন করেন, তাহা স্বর্গের শোভায় উদ্ভাসিত। সে শোভা দর্শন করিয়া দেবতাগণও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সুন্দরী এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবজীবনের অনিত্যতা ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অমৃতত্ব-লাভের জন্য ব্যাকুল হ'ন, এবং আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়া কাতর মুখে সাশ্রুলোচনে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই সুন্দরীর অশ্রুপরিপ্লুত নয়নের বুঝি আর তুলনা নাই। তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডলের শোভা বুঝি দেবতাগণের মধ্যেও দুর্লভ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ বুঝি সবিস্ময়ে অতৃপ্তনয়নে ও সানন্দচিত্তে এই শোভা বারম্বার দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার পবিত্র অশ্রুপাতে বসুন্ধরা বুঝি সত্যসত্যই পুণ্যবতী হ'ন, এবং দেবকন্যাগণও মণিময় হার পরিত্যাগ করিয়া বুঝি সেই পবিত্র অশ্রুমালা গলদেশে ধারণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন!

সুন্দরী কে? নানাজনে নানাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞ, যিনি বলিয়াছেন "সৌন্দর্য্যের অপর নাম পবিত্রতা।" বাস্তবিক, পবিত্রতাহীন সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নহে। তাহা সৌন্দর্য্যের অলীক ছায়া অথবা মরুভূমির মায়াবিনী মরীচিকামাত্র। সেরূপ সৌন্দর্য্যের অনুসরণে সন্তপ্তহৃদয় কখনও শীতল হয় না; পিপাসী প্রাণ কখনও তৃপ্তিলাভ করে না। যাহা প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তাহা নারিকেলাম্বুর ন্যায়, অথবা মণিময় খনির ন্যায়, কখনও উপরিভাগে দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যের প্রকৃত আবাসস্থল হৃদয়; তাহার অনন্ত উৎস আত্মা। যাঁহার হৃদয় ও আত্মা পবিত্র, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হইলেই যে রমণীমাত্র সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা নহে। সৌন্দর্য্যের যাহা প্রাণ, অর্থাৎ পবিত্রতা, তাহা বিদ্যমান না থাকিলে, রূপবতী রমণী ভাস্করখোদিতা পাষাণময়ী মূর্ত্তি মাত্র। অথবা তাহাই বা কেন বলি? পাষাণ-মূর্ত্তির মধ্যে যেরূপ পবিত্রতা নাই, সেইরূপ অপবিত্রতাও নাই। অতএব এইরূপ রমণী যে তদপেক্ষাও নিকৃষ্টা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

বাস্তবিক, পবিত্রহৃদয়া রমণী মাত্রই সুন্দরী। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের উপর আবার যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত, তিনি যে মানবীবেশে সাক্ষাৎ কোনও দেবতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভা রূপলাবণ্যময়ী এবং অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষিণী। মরি মরি, এরূপ মণিকাঞ্চন-সংযোগ বুঝি জগতে দুর্লভ! শুনিয়াছি, পুরাকালে ঋষিকন্যা ও মহীয়সী মহিলাগণের মধ্যে এইরূপ মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইত। কিন্তু এই পাপযুগে তাহা অতীব বিরল, এবং বিরল বলিয়াই তাহা যেন এরূপ চিত্তাকর্ষক। প্রতিভার

পবিত্র মূর্ত্তির সম্মুখে আমরা এতক্ষণ দণ্ডায়মান রহিয়াছি বলিয়া পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমরা প্রতিভাকে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই, সুতরাং আমাদের আচরণ তাদৃশ দোষাবহ না হইতেও পারে। কিন্তু ঐ যে যুবক সুশীলকুমার, যিনি আশৈশব প্রতিভাকে দেখিতেছেন—যিনি প্রতিভার সহিত এক মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছেন—তাঁহার এরূপ ভাবান্তর কেন? নিঝরপার্শ্বে দণ্ডায়মানা, অশ্রুপূর্ণলোচনা, বিষাদময়ী সহোদরার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ কেন? তিনিও কি প্রতিভার সৌন্দর্য্যে কিছু অপূর্ব্বত্ব দেখিতেছেন?

"সামান্য নিঝরের এই একাগ্রতা ও একপ্রাণতা—আর অমর আমরা অমৃতের সন্তান আমরা—হায়, হায়, আমরা কি করিতেছি?" প্রতিভার এই কাতর আক্ষেপোক্তি সুশীলকুমারের প্রসুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীকে সহসা যেন ঝঙ্কৃত করিয়া দিয়া বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল! বৃক্ষপত্ররাজি সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন বলিয়া উঠিল "অমৃতের সন্তান তোমরা—হায়, হায়, কি করিতেছ?" প্রতিধ্বনি দূরে যেন "হায়, হায়" করিয়া উঠিল! একদল ক্ষুদ্র পক্ষী যেন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে সহসা আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া গেল! ভগিনীর আক্ষেপোক্তিটি সুশীলকুমারের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাকে বিমনায়মান করিয়া তুলিল। কিন্তু সহসা নির্ঝরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সুশীলকুমার দেখিলেন, সত্য সত্যই নির্ঝরের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোনও কারণে কিছুমাত্র ঔদাস্য নাই, পরন্তু সে সমান তেজে ও সমান উৎসাহে বারিধারা ঢালিয়া যাইতেছে। ভাবিলেন, নির্ঝরই প্রকৃত কর্ম্মজীবনের জাজ্বল্যমান উদাহরণ। এই নির্ঝরের বারিধারা এবং গম্ভীর ঝর্ঝর-শব্দ

ভাবময়ী প্রতিভার মনকে যে আন্দোলিত করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। এইরূপ ভাবিয়া সুশীলকুমার কহিলেন, "প্রতিভা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব রচনা। তিনি এক মহাশক্তিরূপে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতোভাবে বিদ্যমান। সামান্য বালুকাকণা হইতে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, করুণা ও মহিমা বজ্রগম্ভীর রবে বিঘোষিত হইতেছে। আমরা অসার ক্ষুদ্র মানব। মায়ামোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া এবং সংসারের বৃথা কোলাহলে মুগ্ধ হইয়া বধিরের ন্যায় আমরা তাঁহার এই মহিমাগীতি শুনিতে পাই না। কিন্তু সংসারের কৃত্রিম কোলাহল হইতে দূরে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রকৃতিক্রোড়ে আসীন হইলেই, সেই অপূর্ব্ব গীতি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হইয়া উঠে। তখন আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই এবং আমরা সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, দূরে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি, তাহাও বুঝিতে পারিয়া যারপরনাই কাতর হই। প্রতিভা, এই নির্ঝর ইহার উন্মত্ত সঙ্গীত দ্বারা আজ আমাদিগকে আমাদের সেই ভ্রষ্ট লক্ষ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই কারণে, আমাদের উভয়েরই আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে আজ এক হাহাকার-ধ্বনি উঠিতেছে। নির্ঝর প্রকৃত প্রস্তাবেই আজ আমাদের শিক্ষাগুরুর পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু নির্ঝর জননী প্রকৃতিদেবীর একটী সামান্য অঙ্গ মাত্র।—সামান্য বলিলাম? না, না—এই জগতে কিছুই সামান্য নহে। একটী ক্ষুদ্র তৃণ, একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণার মধ্যেও যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং জ্ঞানীর গ্রন্থেও দেখিতে পাইবে না। জননী প্রকৃতিদেবী এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের

কর্ত্রী। তাঁহার ক্রোড়ে আসীন হইলে, তিনি করুণা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া একেবারে মুগ্ধ করেন। প্রতিভা, তুমি জান আমি বাল্যকাল হইতে জননী প্রকৃতি দেবীর উপাসক। হৃদয় যখনই বিশুষ্ক হইবার উপক্রম হয়, প্রাণে যখনই অশান্তি আসিয়া পড়ে, তখনই আমি বিরাম ও উৎসাহ লাভের জন্য জননীর ক্রোড়ে ছুটিয়া যাই। জননীর এমনই প্রগাঢ় স্নেহ ও করুণা যে, তিনি তাঁহার ভক্ত সন্তানকে একটীবারও নিরাশ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন না। ভগিনি, যেদিন প্রথমে কাতরহৃদয়ে, আমি জননীর শরণাগত হইয়াছিলাম, সে দিনের কথা আমার স্মরণ আছে। আমি অশ্রুপূর্ণলোচনে জননীর নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর :—

প্রকৃতি গো খুলহ দুয়ার,
দেখ এসে, উপনীত আমি
নিকটে তোমার।
আজ আমি করেছি মনন,
দেখিব না আর ছবি,
পড়িব না কাব্য, দেবি,
বিনা তব ছবি আর কবিতালিখন।
দেখিব না শুনিব না কিছু,
তোমা বিনা আর,
প্রকৃতি গো, জননি আমার,
খুলহ দুয়ার।

স্নেহময়ী জননীর পারা,
সোহাগের শিশুটির হাত
দেখাও ধরিয়া,
সাজায়েছ কেমন ভাণ্ডার—
কেমন অনন্ত জ্ঞান,
রাখিয়াছ মূল্যবান্,
সামান্য বালুকামাঝে, দেখিতে অসার।
দুটি আঁখি হ'তে অশ্রুধারা
পড়ুক ঝরিয়া।
প্রকৃতি গো, জননি আমার,
খুলহ দুয়ার।

হও মম শিক্ষাগুরু তুমি,
আর গুরু হইবে না কেহ,
শুন গো জননি,
গুরুপদে করিনু বরণ—
বসি তব পদতলে,
নিরন্তর অশ্রু ফেলে,
মহাবেদ মহাবাক্য করিব শ্রবণ
ভুলিব আপনে, আর
অনিত্য সংসার;
জননি গো খুলহ দুয়ার।

"ভগিনি, নির্ঝরের আকুল শব্দে, বায়ুর উচ্ছ্বাসে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে, তটিনীর কুলকুল তানে, পক্ষিকুলের কলরবে, প্রস্ফুটিত পুষ্পে, প্রশান্ত অরণ্যে, গম্ভীর পর্ব্বতে ও সামান্য বালুকাকণায় প্রকৃতিদেবী নিরন্তর যে মহাবেদ ও মহাবাক্য উচ্চারিত করিতেছেন, তাহা, যাঁহার কর্ণ আছে, তিনিই শুনিতে পান। আজ এই নির্ঝরের উন্মত্ত সঙ্গীতে প্রকৃতিদেবীর একটি সামান্য বাণী শুনিতে পাইয়া তুমি মহান্ ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছ। প্রতিভা, প্রকৃতিদেবীর যথার্থ সেবিকা হইতে পারিলে, তুমি যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইবে, তাহা বর্ণনার অতীত। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রকৃতিদেবীর উপাসনা করিয়া যথার্থ অমৃতত্বলাভের অধিকারিণী হও। তুমি যথার্থ আর্য্যা 'মহিলা' নামের যোগ্যা হও।" এই বলিয়া সুশীল-কুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইলেন। প্রতিভাও অগ্রজের সুমধুর কথা শুনিতে শুনিতে যেন অন্যমনস্কা হইয়া নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলকুমার কহিলেন, "ভগিনি, তুমি আজ কয়েক দিন হইতে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিলে। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে চল, অদ্যই পর্ব্বতে আরোহণ করি। নতুবা আর কোনও দিন আরোহণ করা যাইবে।"

প্রতিভা বলিল, "না, দাদা, আজই পাহাড়ে উঠিব। আজিকার প্রভাতটি বড়ই মনোরম বোধ হইতেছে। এখনও সূর্য্যদেব পাহাড়ের পশ্চিম দিকে দেখা দেন নাই। পাহাড়ে উঠিতে আমাদের কোনা কষ্ট হইবে না।"

"তবে চল," এই বলিয়া সুশীলকুমার অগ্রসর হইলেন। প্রতিভা অগ্রজের অনুসরণ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতশিখর।

নির্ঝরের সন্নিকটে নৃসিংহদেবের যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিদ্যমান, তাহার ঠিক সম্মুখভাগেই পর্ব্বতারোহণের একটি পথ আছে। এই পথটি অপ্রশস্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্বেই নিবিড় অরণ্য। পথটি বক্রভাবে না গিয়া ঠিক্ সরলভাবে পর্ব্বতশিখরের দিকে ধাবিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা অতীব দুরারোহ। সুশীলকুমার ও প্রতিভা এই পথই অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। পথটি ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তরে সমাকীর্ণ। কোনও কোনও প্রস্তর পর্ব্বতগাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এবং কোন কোনটি বা একেবারে অসংলগ্ন। এই সকল প্রস্তরের উপর সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে হয়। যদি দৈবাৎ পদস্খলন হয়, কিম্বা কোনও অসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড পদভরে সহসা স্থানচ্যুত হইয়া যায়, তাহা হইলে পর্ব্বতারোহীর বিষম বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সুশীলকুমার প্রতিভাকে সতর্ক করিয়া দিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং প্রতিভাও অগ্রজের উপদেশ যথাসম্ভব পালন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রথমে কিয়দ্দূর আরোহণ করিতে উভয়ের কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইল না। কিন্তু অল্পক্ষণ

পরেই সুকুমারী প্রতিভা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই হৈমন্তিক প্রভাতের শিশিরসীকরসিক্ত বায়ুসঞ্চালনেও প্রতিভার কপাল ও গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিভার সুকোমল পদতল প্রস্তরগাত্রে অভিহত হইয়া অলক্তকরাগরঞ্জিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং সহসা শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রতিভা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার এই স্থানে বসিব।" এই বলিয়া প্রতিভা একটি বৃহৎ প্রস্তরের উপর উপবেশন করিল। সুশীলকুমারও প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া ভগিনীর নিকট উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার স্বেদবিন্দু-শোভিত আরক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া কহিলেন, "প্রতিভা, পর্ব্বতারোহণ করিতে নিশ্চিত তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। যদি আর ইচ্ছা না থাকে, চল, ধীরে ধীরে নামিয়া যাই।" প্রতিভা বলিল, "দাদা, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পর্ব্বতের অধিত্যকার উপর সেই হ্রদ ও ঋষিগুহা প্রভৃতি আজ যেরূপেই হউক দেখিয়া আসিব। পর্ব্বতারোহণ করা কষ্টজনক বটে; কিন্তু সে দিন আপনিই বলিয়াছিলেন যে, কষ্ট ও আয়াস ব্যতীত কেহ উচ্চে আরোহণ করিতে পারে না।" এই বলিয়া প্রতিভা ঈষৎ হাস্য করিল।

প্রতিভার সম্মুখে পার্ব্বত্য পথটি পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেখান হইতে পর্ব্বতের পাদমূল, নির্ঝর কিম্বা নির্ঝরের চতুর্দ্দিকস্থ বৃহৎবৃক্ষরাজি, অথবা তাহাদের উচ্চচূড় কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে পক্ষিসঙ্ঘের একটি অস্পষ্ট

কলরব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল বটে; কিন্তু তাহা এরূপ ক্ষীণ যে, তাহাকে পক্ষীর কলরব বলিয়া কিছুতেই উপলব্ধি হইতেছিল না। সম্মুখে দূরবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় একটি মনোরম চিত্রপটের ন্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অরণ্যসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশোভিত উদ্যানের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল; পার্ব্বত্য নদীসকল বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় বক্রভাবে লম্বমান বোধ হইতেছিল। রাজপথটি একটি সূক্ষ্মরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল এবং সেই রাজপথে যে সকল মনুষ্য, গো, মহিষ ও শকটাদি চলিতেছিল, তাহারা বালক বালিকাদের ক্রীড়নক পুত্তলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। প্রতিভা এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সহসা হাসিয়া উঠিল। সুশীল-কুমার ভগিনীর হাস্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

প্রতিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা, আমরা কি তুচ্ছ ও হেয়! মানুষ ধনজন এবং বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্বে অপর মানুষকে কত ঘৃণার চক্ষে দেখে। মানুষ মানুষের উপর কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। কিন্তু ঐ দেখুন, মানুষের আকার! যেন ক্রীড়ার পুত্তল! এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মানুষ কি আবার পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই বিশাল জগতে কোনও গণনার মধ্যে আইসে? এখন বেশ বুঝিতেছি দেবতাদের চক্ষে আমরা সামান্য কৃমিকীট মাত্র। দেখুন, এই কৃমিকীটের মধ্যে আবার মান আছে, অভিমান আছে, অহঙ্কার আছে, ক্রোধ আছে, দ্বেষ আছে, হিংসা আছে এবং নরকের অভিনয় আছে। দাদা, আজ এই বিষয়ে যতই ভাবিতেছি, ততই আমার হাসি পাইতেছে। আমার বড়ই ইচ্ছা

হইতেছে, আজ মানুষ একবার এই স্থানে আসিয়া তাহার আক্রাত দেখিয়া যা'ক্। এই স্থানে আসিলে, তাহার যে দর্প চূর্ণ হইবে, তদ্বিষে আমার সন্দেহ নাই। ছি, ছি, এত তুচ্ছ আমরা—এত ক্ষুদ্র আমরা—আর সেই আমাদের দ্বারা সংসারে এত অনর্থের সংঘটন হয়?"

সুশীলকুমার ভগিনীর এই বাক্য শুনিয়া প্রসন্নগম্ভীরবদনে বলিলেন "ভগিনী, তুমি ঠিক্ কথাই বলিয়াছ। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমর যে কত নগণ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সংসারের অর্দ্ধেক পাপতাপ নিবারিত হইয়া যায়। আজ পর্ব্বতের এই উচ্চতা হইতে মানুষের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া তোমার মনে যেরূপ ভাবের উদ হইয়াছে, আমার মনেও একদা গভীর নিশীথে ঠিক্ এইরূপ ভাবে উদয় হইয়াছিল। আমি সেই নিশীথের কথা আজিও ভুলিতে পা নাই। তোমার বাক্য শুনিতে শুনিতে আমার মনে সেই ভাব জাজ্বল্যমা হইয়া উঠিল। তোমাকে তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না শ্রবণ কর। একদা গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাজালবিমণ্ডিত হইয়া এ পর্ব্বত এমনই মনোহর দেখাইতেছিল যে, আমি ইহার উচ্চচূড়ে আরোহ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পর্ব্বতের সে প্রশা গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। ম বড় আনন্দ হইতে লাগিল। আমি ক্রমাগত উচ্চ হইতে আরও উ উঠিতে লাগিলাম। উঠিতে উঠি ত আমি ইহার একটি শৃঙ্গে উপনী হইলাম। সেখান হইতে ধরার যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিলাম, তা স্বয়ং না দেখিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। সেই উ শৃঙ্গ হইতে ভূতলের কোন বস্তুই সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ন

যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাহা চন্দ্রালোকে যেন অলীক ও স্বপ্নময় বোধ হইতে লাগিল। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে যে দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করি, সেই দিকেই ধবল জ্যোৎস্না ও স্বপ্নময় রাজ্য দেখিতে পাই। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন সহসা কোলাহলময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক অপূর্ব্ব রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, যেন এই পর্ব্বত-শৃঙ্গ স্বর্গের দেবতাগণের বিহারভূমি এবং রক্তমাংসময় স্থূলদেহ মানব আমি, আমার যেন এখানে আসিবার কোনই অধিকার নাই। সেই মনোহর নিশীথে, সেই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গটি এরূপ নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল, যেন মনে হইতে লাগিল, আমার অনধিকার-প্রবেশে দেবতাগণ সহসা ক্রীড়া ও আলাপন বন্ধ করিয়া অলক্ষিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার প্রতি বিরক্তিসূচক ভ্রকুটীসঞ্চালন করিতে-ছেন! দেহ যেন এক একবার কণ্টকিতও হইয়া উঠিল। মহতের সন্নিধানে পাপাত্মার ন্যায়, আমি আপনাকে অতীব দীন ও ঘৃণিত মনে করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ অধম ও নিকৃষ্ট আমি যে, এই নীরব নিশীথে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পৃথিবীর এই অপার্থিব শোভাদর্শন করিবারও যোগ্য নহি। সহসা এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। অমনি জ্যোৎস্নাজাল শ্যামায়মান হইয়া সেই নিশীথ-শোভার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। অস্পষ্ট দৃশ্যাবলী আরও অস্পষ্টতর হইল; স্থানে স্থানে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যেন বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং দূরে—বহুদূরে—সেই সুবিস্তৃত তামসী মেঘচ্ছায়াচক্রের প্রান্তভাগে একটী শুভ্র জ্যোৎস্নারেখা, যেন নিষ্ফলা আশার ন্যায়, ম্লান মুখে হাস্য করিতে করিতে দৃষ্টিপথ হইতে অবসৃত

হইতে লাগিল। সে দৃশ্য এমনই মধুর ও ভীষণ যে, আমি বাক্যে তাহার বর্ণনা করিতে অসমর্থ। মনোমধ্যে কেমন একটী ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এই ভীষণ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া আমি গৃহে পলাইয়া যাই এবং প্রকৃতিদেবীর এই বিভীষিকাময়ী বিকট নৈশলীলা হইতে দূরে থাকি। সহসা মনে হইল, আমি তো জননী প্রকৃতিদেবীর এই স্নেহময় ক্রোড়েই বসিয়া আছি; সুতরাং আমার ভয় নিতান্ত অকারণ। হৃদয়ে অমনি সাহস আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমি সানন্দচিত্তে জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ আমি এই ভাবে বসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখিলাম, মস্তকের উপরিভাগে ধবলজ্যোতিঃ শশাঙ্ক এবং ধরা জ্যোৎস্নাপ্লাবনে হাস্যময়ী। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, সহস্র সহস্র তারকা চন্দ্রালোকে মিটি মিটি জ্বলিতেছে। ভাবিলাম এই যে অগণ্য তারকা, ইহারা কি? শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে এক একটী আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষাও কত শত গুণ বড়! এইরূপ সংখ্যাতীত গ্রহনক্ষত্র নভোমণ্ডলে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই যে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ড, ইহার প্রকাণ্ডত্বের ধারণা কে করিবে? ইহার কি অন্ত আছে? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে মনোমধ্যে সম্যক্ ধারণা করা কি এই কীটাণুকীট মানুষের সাধ্য? হায়, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মানুষ কতটুকু? ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তাহার এই পৃথিবী তো একটী সূক্ষ্ম ধূলিকণা মাত্র। সেই ধূলিকণার মধ্যে আবার কত দেশ মহাদেশ, কত সাগর মহাসাগর, এবং কত নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, অরণ্য, নদ, নদী প্রভৃতি বিদ্যমান

আছে। আবার তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও নগণ্য জীব আমিও আছি। হায়, হায়, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার কি কোনও অস্তিত্ব আছে? আমার আবার এত আস্পর্দ্ধা কেন? মান অভিমান কেন? অহঙ্কার কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয় সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং প্রতিভা, তোমায় বলিতে কি, সেই নীরব নিশীথে,—সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া বসিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলকুমার নীরব হইলেন এবং তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। অগ্রজের বাক্যে ভাবময়ী প্রতিভার হৃদয়তন্ত্রী আহত হইয়াছিল। সেও অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থ হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিভা বলিল, "দাদা, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমরা যে ক্ষুদ্র ও নগণ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশা ও আশ্বাসের কথা এই যে, যে মহাশক্তিসাগরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী এই অপূর্ব্ব লীলা হইতেছে, আমরাও তাহা হইতে পৃথক্ নহি। আমরা ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদের ন্যায় সেই মহাসাগরে কখনও ভাসিয়া উঠিতেছি, আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছি। সুতরাং আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আপনিই কতবার আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা অমৃতের সন্তান। ক্ষুদ্র হইলেও, আমরা সেই অমৃতত্বলাভের অধিকারী। পূজ্য-পাদ মুক্তপুরুষগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করিলে কি অমৃতত্বলাভ করা যায় না? আমি তাঁহাদের কথা মনে করিয়া হৃদয়ে উৎসাহ পোষণ করি। এই পর্ব্বতের অধিত্যকায় যে সমস্ত ঋষিগুহা আছে, তন্মধ্যে পুরাকালে অনেক ঋষি তপস্বী তপস্যা করিয়া নিশ্চিত অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। এই কারণে, সেই স্থানগুলি আমার নিকট অত্যন্ত

পবিত্র বোধ হইতেছে। আমি সেই পবিত্র গুহাগুলি দেখিবার জন্যও আজ তাঁই এত উদ্বিগ্ন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে। চলুন, পর্ব্বত শিখরে পুনর্ব্বার আরোহণ করি।” এই বলিয়া প্রতিভা দণ্ডায়মান হইয়া আবার ভ্রাতা ও ভগিনীতে পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অধিত্যকা।

পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে প্রতিভা ক্লান্ত হইয়া দুই একবার পর্ব্বতপৃষ্ঠে উপবেশন করিল, আবার অগ্রজের অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা একটী শৃঙ্গের পর আর একটী শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমিতে উপনীত হইল। সেই স্থানে উপনীত হইয়া তাহারা পর্ব্বতের সানুদেশ অথবা নিকটবর্ত্তী অরণ্য, নদী, গ্রাম প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দূরে, চতুর্দ্দিকে একটী নীলিমাময় অস্পষ্ট দৃশ্যরেখা এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পর্ব্বত ও মেঘমালার ন্যায় দূরবর্ত্তিনী গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইল। সেই অধিত্যকা ভূমিতে নিবিড় অরণ্য নাই এবং কোন কোন স্থান বেশ পরিষ্কৃত ও দীর্ঘ তৃণে সমাচ্ছন্ন। মধ্যস্থলে একটী হ্রদ আছে। তাহার জল অতীব স্বচ্ছ ও প্রস্ফুটিত কমলদলে সুশোভিত। নানাবিধ জলচর পক্ষী তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে ও কলরবে বায়ুমণ্ডল নিরন্তর মুখরিত হইতেছে। সেই নির্জ্জন-স্থলে এই সজীবতা দেখিয়া প্রতিভা বিস্মিত হইল। প্রতিভার মনে হইতে

লাগিল, যেন এই স্থান সজন এবং হয় ত ঋষি তপস্বীরা এখনও এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই কারণে ব্যগ্র হইয়া সে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এখান হইতে ঋষিগুহা কত দূরে?" সুশীলকুমার কহিলেন, "হ্রদের উত্তরদিকে বৃহৎ বৃক্ষসমাচ্ছন্ন যে পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতেছ, ঐ শৃঙ্গে গুহা আছে।" প্রতিভা অগ্রজের সহিত সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিল, স্থানটি কতকগুলি বৃহৎ ফলবৃক্ষে পরিশোভিত; তাহাদের তলদেশ প্রগাঢ় ছায়াসমন্বিত ও পরিস্কৃত। প্রস্তরের স্বাভাবিক সোপানপরম্পরা-সংযোগে অনায়াসে সেই শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়। সেই শৃঙ্গটি যেন একটী সুবিস্তৃত অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত; এই প্রস্তরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় গুহা বিদ্যমান। প্রত্যেক গুহার এক একটী দ্বার; কেহ যেন প্রস্তরগাত্র খোদিত করিয়া এই দ্বার কাটিয়াছে। গুহার ছাদ অধিক উচ্চ নহে। কিন্তু একটী দীর্ঘকায় মনুষ্য তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। প্রত্যেক গুহা আয়তনে দুই তিনটি মানুষের বাসের যোগ্য। প্রতিভা সসম্ভ্রমে ও রোমাঞ্চিতদেহে সেই গুহাসকলে প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু কোনটিতেই একটীও জনমানব দেখিতে পাইল না। গুহামধ্যে উপবেশন করিলে, সম্মুখস্থ হ্রদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভূতলের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই কোলাহলময়ী পৃথিবীকে বিস্মৃতির অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া চিত্তকে সুসমাহিত করিবার পক্ষে এমন সুন্দর স্থান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিভা মনে করিতে লাগিল, এই স্থানে কত তপস্বী তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র সত্ত্বায় এই স্থান যেন এখনও পরিপূরিত এবং এই স্থানের নির্ম্মল সুখসেব্য বায়ুও যেন তাঁহাদের ব্রহ্মঘোষনিনাদে এখনও ঝঙ্কৃত!

প্রতিভা একটি গুহামধ্যে উপবেশন করিয়া নিম্নস্থ হ্রদের রমণীয় শোভা দেখিতে লাগিল। হ্রদের প্রায় চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষরাজি নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। কোথাও কদলীবন, কোথাও মনোহর কানন এবং কোথাও পুষ্পবৃক্ষরাজি। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া প্রতিভা অগ্রজকে কহিল, "দাদা, সংসার ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতে ইচ্ছা হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, এই গুহার মধ্যে বাস করি, এই সরোবরের স্বচ্ছ জল পান করি এবং এই অধিত্যকার সুলভ ও প্রচুর ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করি। সংসারের অসার কোলা-হলে নিমগ্ন হইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। ধন-জন-মান লইয়া সুখ কি হইবে? তৎসমুদায় আমাদের অমৃতত্বলাভের সহায় হইবে না। দুই দিনের জন্য সংসারে আসিয়াছি; দুই দিন পরে, কোথায় চলিয়া যাইব। সুতরাং এই দুই দিনের মধ্যে জীবনকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নহে?"

সুশীলকুমার বলিলেন, "ভগিনি, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। কিন্তু সংসারত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে এই গুহামধ্যে বসিয়া থাকা আমার মত নহে। সংসার যে অসার কোলাহলময়, তাহা বুঝি। কিন্তু যিনি এই রমণীয় অধিত্যকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই এই সংসারও সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, এই অসার কোলাহলময় সংসারকেই স্বর্গধামে পরিণত করিবার জন্য কত শত মহাত্মা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাহার কল্যাণসাধনার্থ আপনাদের প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। দেখ, আমিই যে কেবল সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিব, আর তুমি যে চিরকাল তিক্ত-কটু-কষায় বস্তুর রসাস্বাদ করিতে থাকিবে,

ইহা জগতের রীতি নহে। আমার যাহা ভাল লাগে, তোমাকেও তাহার অংশ না দিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবে। মধ্যে মধ্যে এই অধিত্যকাভূমিতে আসিয়া আমি এরূপ পরমানন্দলাভ করিতাম যে, তোমাকেও তাহার অংশভাগিনী না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। তবে আমরা ক্ষুদ্র মানব এবং আমাদের জগৎও আমাদের ন্যায় অতীব সঙ্কীর্ণ। আমরা কেবল আমাদের আত্মীয়স্বজন ও স্নেহের পাত্র-দিগকেই আপনার মনে করি এবং তাহাদেরই সুখ ও মঙ্গলসাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, মহামনা ও মহাপ্রাণ, তাঁহারা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র সংসারকে আপনার মনে করেন এবং সমগ্র সংসারেরই মঙ্গলসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। পুরাকালে মহর্ষিগণ এইরূপই করিতেন। তাঁহারা মহারণ্যের নির্জ্জনতা-মধ্যে তপস্যা করিয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেন, তাহাদের প্রচার দ্বারা লোকসমাজের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত আবার লোকালয়েও আসিতেন। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আত্মহিত করিয়া পরে জগতের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন। মহর্ষিগণ জড়ভরতের ন্যায় কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। আর্যজাতির এখনও যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও পবিত্র আছে, তৎসমুদায় তাঁহাদেরই কর্ম্মজীবনের ফল মাত্র। আজ সে তপস্যা নাই, সে কর্ম্ম নাই, সে আত্মত্যাগও নাই; তাই আমাদের এই দুর্গতি!"

এই বলিয়া সুশীলকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রতিভা, সংসার পরিত্যাগ করা আমি কর্ত্তব্য মনে

করি না। তবে সংসারের অসার কোলাহলে নিমগ্ন হইয়া আমাদের লক্ষ্যচ্যুত হওয়াও উচিত নহে। আত্মচিন্তা ও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন তপস্যা করা আমাদের পক্ষে অতীব হিতকর। হৃদয় যখনই নীরস হইবার উপক্রম হয়, তখনই প্রকৃতির নিভৃতক্রোড়ে কিয়ৎকাল বাস করিলে আবার তাহা সরস হইয়া উঠে। নির্জ্জীবদেহ আবার নবজীবন প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয়ে আবার নববল ও নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে। পর্ব্বতের অধিত্যকায় এই হ্রদ রহিয়াছে ও ইহার পাদমূলে সেই নির্ঝর আছে। নির্ঝরের সেই অবিশ্রান্ত ধারাপাত দেখিয়া তোমার মনে কর্ম্মজীবনের কেমন একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্পষ্টীভূত হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, সেই অবিশ্রান্ত ধারাপাতের মূল কোথায়? এই হ্রদ। দেখ, নির্জ্জন অধিত্যকার উপর স্বচ্ছসলিল এই হ্রদ আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া বর্ষাবারি আপনার মধ্যে সযত্নে কেমন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং পর্ব্বতের পাদমূলে নির্ঝরের মুখ দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় সেই বারি কেমন নিঃসারিত করিয়া দিতেছে। সেই বারি পান করিয়া কত শত জীব পরিতৃপ্ত হইতেছে; সেই ধারায় স্নান করিয়া কত শত সন্তপ্ত দেহ সুশীতল হইতেছে এবং সেই বারিসেচনে কত স্থান কেমন নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মজীবনও এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানব নিভৃতে তপস্যা করিয়া আপনার জীবন উন্নত করিবে এবং পর্ব্বতের পাদমূলস্থ নির্ঝরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনবরত সংসারের কল্যাণসাধনে রত থাকিবে। প্রতিভা, সংসার পরিত্যাজ্য নহে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অধিত্যকার উপর এই হ্রদ ও পর্ব্বতের পাদমূলে সেই নির্ঝরের ন্যায় মানবের জীবনও সংগঠিত ও সুসম্বদ্ধ হওয়া উচিত।”

অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে প্রতিভার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই, হৃদয়ে কি একটী চিন্তা উদিত হইয়া তাঁহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডলকে পরিম্লান করিল।

প্রতিভাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সুশীলকুমার বলিলেন "ভগিনি, বেলা অধিক হইয়াছে। অতঃপর গৃহে গমন করা কর্ত্তব্য। চল, এই উচ্চ অধিত্যকা হইতে ভূতলে অবতরণ করি।" এই বলিয়া সুশীলকুমার অগ্রসর হইলেন। প্রতিভাও কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া ভ্রাতার অনুগমন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতের পাদমূল।

পর্ব্বতে আরোহণ করা যেরূপ কষ্টজনক, পর্ব্বত হইতে অবতরণ করা তাদৃশ কষ্টজনক না হইলেও, তাহা যে অতীব শঙ্কাজনক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, বিশেষতঃ পদদ্বয়, অতিশয় কম্পিত হইতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে পদস্খলনের আশঙ্কাও হয়। সুশীলকুমার পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল; কিন্তু প্রতিভা অবতরণ করিতে করিতে বড়ই ক্লান্তি ও ভয় অনুভব করিতে লাগিল। এক দুই পদ অগ্রসর হয়, আবার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করে। প্রতিভা এক একবার পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখে যে, জনশূন্য পার্ব্বত্য পথটি যেন একটি সরল রেখার ন্যায় শৃঙ্গাভিমুখে প্রলম্বিত রহিয়াছে।

তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কোনও হিংস্র জন্তু নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই পথে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের উপর লম্ফপ্রদান করিবে। প্রতিভার মনে কেন এরূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পর্ব্বতারোহণের সময় তো তাহার মনে এরূপ কোনও আশঙ্কা হয় নাই? প্রতিভা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া এক একবার উপবেশন করিতে লাগিল, আবার ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভূতলের পদার্থসকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং গো মহিষ ও মনুষ্যাদির কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহারা ঝর্ঝরায়মান সেই সুশীতল ছায়াসমন্বিত নির্ঝরের সমীপে উপনীত হইল। নির্ঝরটি দেখিবামাত্র প্রতিভার বিশুষ্ক ও মলিন মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সে তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "প্রিয়তম নির্ঝর, আজ তোমার জন্মস্থান দেখিয়া আসিয়াছি এবং তোমার ঝর্ঝরনাদের অর্থও বুঝিয়াছি। আজ তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।" এই বলিয়া প্রতিভা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

সূর্য্যদেব পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া মস্তকের প্রায় উপরিভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। রৌদ্রের উত্তাপও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পশুপক্ষি-নিচয় বিশ্রামলাভের নিমিত্ত বৃক্ষশাখায় ও বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। সুশীলকুমার মধ্যাহ্ন উপস্থিত দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং প্রতিভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগিনি, ভোজনের সময় উপস্থিত; চল গৃহে গমন করা যাউক।" এই বলিয়া প্রতিভার সমভিব্যাহারে অল্পক্ষণ মধ্যেই গৃহে উপস্থিত হইলেন।

ভগিনীর সহিত গৃহে উপনীত হইয়া সুশীলকুমার দেখিলেন যে, তাহাদের বৃদ্ধা ধাত্রীমাতা তাহাদের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির, এবং বৃদ্ধ ভৃত্য রামচাঁদ তাহাদের অন্বেষণে কোথায় বহির্গত হইয়াছে। ধাত্রীমাতা তাহাদিগকে নিরাপদে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আনন্দে ও অভিমানে একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, পরে তাহাদিগকে সস্নেহে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা ভাইবোনে ভোরের সময় উঠে কোথায় গিয়েছিলে? এত বেলা হ'য়ে গেল, তবুও তোমাদের দেখা নাই! তোমাদি'কে দেখ্‌তে না পেয়ে আমি এতক্ষণ আপনাতে আপনি ছিলাম না। বনে, জঙ্গলে ও পাহাড়ে বেড়ানো তোমাদের এক রোগ হ'য়েছে। কত দিন ব'লেছি, পাহাড় পর্ব্বতে কত জানোয়ার থাকে, একেলা যেও না। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুন না। তোমাদের আস্‌তে বিলম্ব দেখে, রামচাঁদ তোমাদি'কে খুঁজ্‌তে গিয়েছে। তা'র সঙ্গে কি তোমাদের দেখা হয় নাই? দেখ দেখি, প্রতিভার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গিয়েছে! সুশীলের কোনও বোধ নাই। কচি মেয়ে প্রতিভাকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়?"

ধাত্রীমাতার তিরস্কারবাক্য শুনিয়া, সুশীলকুমার ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই তাহার মুখখানি বড় মলিন ও বিশুষ্ক হইয়াছে। ক্লান্তি যেন তাহার মুখমণ্ডলে চিত্রিত রহিয়াছে। সুশীলকুমার তাহা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। প্রতিভা তাহা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, "দাদা আমি একটু ক্লান্ত হ'য়েছি বটে; কিন্তু আমার কোনও অসুখ হয় নাই। আপনি আহার

করুন। আমি অল্প বিশ্রাম করবো। ধাইমা, আমাকে একটু খাবার জল এনে দাও।"

এই সময়ে রামচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও ভ্রাতাভগিনীকে তিরস্কার করিতে ছাড়িল না। তাহাকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়া, সুশীলকুমার আহার করিতে গমন করিল। প্রতিভা কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া একবার গৃহসংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উদ্যানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রতিভা বেণুধ্বনির ন্যায় একটি মধুর শব্দ শুনিতে পাইল। সে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে দেখিল, মিনা ও অম্বা নাম্নী দুইটি সাঁওতাল বালিকা কেশপাশ পুষ্পদামে সুসজ্জিত করিয়া একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক একমনে গান গাহিতেছে। প্রতিভা তাহাদের গান শুনিবার আশায় নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং নিম্নলিখিত পদটি শুনিতে পাইল ঃ—

আমাকে ছাড়িয়া যাছ হে।
যা যা যাবি কুথাকে যাবি !*

গান শুনিয়া প্রতিভার হাসি পাইল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, "ও মিনা, ও অম্বা, তোদের এখনও বি'য়ে হয় নি ; তোদি'কে ছেড়ে কে কোথায় যাচ্চে ?"

মিনা ও অম্বা প্রতিভাকে তাহাদের সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া লজ্জায় অতিশয় সঙ্কুচিত হইল। প্রতিভা তাহা দেখিয়া বলিল, "তোরা গান গাচ্ছিলি, গা না। লজ্জা কি ? আজ হরিণগুলিকে পাতা ও জল দিয়েছিলি ?"

* সাঁওতালী ঝুমুরের সুর।

মিনা বলিল, "দিয়েছি বই কি? ঐ দেখ্ না, ওরা সব থেঁয়ে দেঁয়ে ব'সে আছে। আজ তুই কুথাকে গেল্‌ছিলি? ধাই তোর জন্যে বড় কান্দিল।"

প্রতিভা বলিল, "তোরা পাহাড়ে উঠিস্; আমিও আজ দাদার সঙ্গে পাহাড়ে উঠেছিলুম। কিন্তু তোরা কেমন ক'রে উঠিস্? আমার তো আজ পায়ে বড় বেদনা হ'য়েছে।"

প্রতিভার কথা শুনিয়া উভয়ে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিনা বলিল, "তোরা ভদ্দর লোকের মেয়্যা; তোদের কি পাহাড়ে উঠা কাজ? আমাদের পাহাড়ই ঘর। আমরা কেনে নাই পার্‌ব?"

প্রতিভা বলিল, "আচ্ছা, তোরা যে গানটি গাচ্ছিলি, সেইটি একবার গা না? তোদিকে ছেড়ে কে চ'লে যাচ্ছে?"

উভয়ে আবার হাসিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অম্বা বলিল, "মিনার মানুষ।"

প্রতিভা বলিল, "কি, মিনার বর? মিনার বি'য়ে হ'বে না কি? বি'য়ে হ'তে না হ'তেই, মিনার মানুষ মিনাকে ছেড়ে যাচ্ছে?"

অম্বা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা যাচ্ছে বই কি? মিনার মনে বড় দুক্কু হঁয়েছে। তাই মিনা গান গাচ্ছিল।"

মিনা অম্বার প্রতি ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া প্রতিভাকে বলিল, "না গো না, ইট্যার মিছ্যা কথা। উটা আমাদের একটা গান।"

এই সময়ে বনের মধ্য হইতে একটি বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া মিনা ও অম্বা উভয়েই যেন একটু অন্যমনস্কা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অম্বা হাসিয়া বলিল, "দিদিমণি, ঐ শুন্, মিনার মানুষ মিনাকে ডাক্‌ছে।" এই কথা বলিবামাত্র, মিনা রাগ করিয়া অম্বাকে

তাহাদের ভাষায় কি বলিল এবং তাহাকে মারিবার জন্য মুষ্টি উত্তোলন করিল। অম্বা খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্যান।

প্রতিভাদের উদ্যানটি চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচারের ধারে ধারে কতকগুলি সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ ছিল। মধ্যভাগে একটী পুষ্পোদ্যান; তন্মধ্যে অন্যান্য পুষ্পের মধ্যে গোলাপ পুষ্পই সমধিক। এই পুষ্পোদ্যানের ঠিক মধ্যভাগে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি উচ্চ চত্বর। এই চত্বরের উপরিভাগে কতকগুলি মৃণ্ময় পাত্রে, বিবিধজাতীয় পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ছিল এবং তৎসমুদয় এই সময়ে পুষ্পিত হইয়া পরম শোভাকর হইয়াছিল। চত্বরের উপরিভাগে বসিবার জন্য কতকগুলি লৌহময় আসনও সুবিন্যস্ত ছিল এবং ইহা চতুর্দ্দিকেই মনোহর লতাকুঞ্জে পরিশোভিত ছিল। পর্ব্বতের পাদমূলস্থ নির্ঝরের জলধারা কৃত্রিম পয়োনালদ্বারা এই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং উদ্যানের বৃক্ষলতাদিকে সজীব রাখা কঠিন কার্য্য ছিল না। পূর্ব্বোক্তা অম্বা ও মিনাই এই উদ্যানের পালিকা। প্রতিভা এই উদ্যানের অনেকগুলি ফলবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। পুষ্পোদ্যানের রচনাও তাহারই কার্য্য। সে অম্বা ও মিনাকে স্বয়ং উদ্যানপালনকার্য্যে শিক্ষা দিয়াছিল এবং তাহারাও তাহা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে সুদক্ষা উদ্যানপালিকা

হইয়াছে। প্রতিভা এখানে না থাকিলেও, তাহারা সর্ব্বদিন সমান যত্নে উদ্যানের বৃক্ষগুলিকে পালন করিয়া থাকে। প্রতিভা তাহাদিগকে ফলবৃক্ষ ও পুষ্পবৃক্ষের পালনকার্য্য শিক্ষা দিয়াই যে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু সে তাহাদিগকে নিত্যব্যবহার্য্য শাক এবং সাময়িক ফলমূলাদিও উৎপন্ন করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। সুতরাং প্রতিভার উদ্যোগ ও চেষ্টায় এবং উদ্যানপালিকাদের সহায়তায়, এই পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রতিভাদের কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইত না।

উদ্যানের এক পার্শ্বে, উচ্চ কাষ্ঠদণ্ডবেষ্টিত একটি বৃহৎ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে প্রতিভা কতকগুলি হরিণ পালন করিত। এই হরিণগুলি প্রতিভাকে তাহাদের স্বামিনী বলিয়া বিলক্ষণ চিনিত। অম্বা ও মিনা চলিয়া গেলে, প্রতিভা হরিণশালায় প্রবিষ্ট হইল। দুই একটি হরিণ তৃণভক্ষণ করিতেছিল, এবং কোন কোনটি উপবিষ্ট হইয়া রোমন্থনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। প্রতিভাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, যাহারা তৃণভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা মুখাবলীঢ় তৃণের সহিতই প্রতিভার নিকট ছুটিয়া আসিল; যাহারা রোমন্থন করিতেছিল, তাহারাও উঠিয়া আসিয়া প্রতিভার অঙ্গাঘ্রাণ করিতে লাগিল। দুইটী হরিণ-শিশুও লম্ফ দিয়া প্রতিভার ক্রোড়ে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রতিভা সকলেরই গাত্রে সাদরে করপল্লব সঞ্চালন করিয়া এবং সকলকেই মিষ্ট সম্বোধনে তুষ্ট করিয়া, একটি মৃগশিশুকে ক্রোড়ে লইল, এবং তাহাকে আদর করিতে করিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর মৃগশিশুটি যেন বাল্যোচিত হিংসাতেই অধীর হইয়া প্রতিভার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রতিভা তাহা বুঝিতে পারিয়া

তাহাকেও ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্নেহসূচকস্বরে আদর করিতে লাগিল।

এই সময়ে, উদ্যানের এক প্রান্তে উদ্যানপালিকাদের কুক্কুরটি একটি বন্য মার্জ্জারকে ধরিবার জন্য ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে চীৎকার করিয়া তাহার অনুধাবন করিল। সেই চীৎকার শ্রবণমাত্র হরিণশিশুদ্বয় নিমেষমধ্যে প্রতিভার ক্রোড় হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া বিদ্যুদ্বেগে জননীর নিকট ছুটিয়া পলাইল। প্রতিভা তাহাদের এই আচরণ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিকট উঠিয়া গেল এবং তিরস্কারসূচক স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "রবি, শশী, তোরা তো ভারি দুষ্ট। ভয় পেয়ে, একেবারেই মা'র কাছে দৌড়? কেন, আমার কাছেও তোদের ভয় হচ্ছিল না কি? আমার চেয়েও কি তোদের মা তো'দিকে রক্ষা ক'র্‌তে অধিক সমর্থ? আচ্ছা, থাক্ এখন মা'র কাছে। আর আমি তো'দিকে কখনও কোলে নেবো না, বা আদর ক'র্‌বো না।" এই বলিয়া প্রতিভা গমনোদ্যতা হইল। তাহা দেখিয়া, হরিণশিশুগুলি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবার ছুটিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিভা সস্মিতমুখে তখন প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং জানু পাতিয়া ভূমিতলে উপবেশন পূর্ব্বক, দুই বাহুদ্বারা দুইটিকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইল। হরিণশিশুদ্বয় এইরূপ আদর পাইয়া প্রতিভার বক্ষের উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক তাহার মুখের উপর বিশ্বাসপূর্ণ কোমল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রতিভা তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়া তাহাদের মুখচুম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল "দেখ্, তোরা আর অমন ক'রে আমার কোল থেকে পালা'স্ নে; কেমন? মনে রাখ্‌বি, আমিই

তোদের মা। তোদের মা তো দু'দিন পরেই তো'দিকে ভুলে যাবে। কিন্তু আমি তো'দিকে কখনও ভুলবো না। বুঝ্‌লি?" এই বলিয়া প্রতিভা আদর করিতে করিতে তাহাদিগকে স্বীয় বক্ষে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ওগো হরিণদের মা জননি, বলি, তোমার সাধের হরিণদের আদর কর্‌বার কি আর সময় পাও নাই? কত খানি বেলা হ'ল দেখ্‌ছ না? খাওয়া দাওয়া সব ভুলে গে'ছ না কি? দেখ্‌'ছি, এখানে এসে তোমাদের কেমন এক ধারা হ'য়েছে। খাবার সময়ের ঠিক নেই; না'বার সময়ের ঠিক্ নেই। এই রকম ক'র্‌লে, তোমরা সব দিন ভাল থাক্‌বে না কি?"

প্রতিভা সলজ্জবদনে হরিণশালা হইতে বহির্গত হইয়া বলিল, "ধাই মা, ব'ক্‌চো কেন? চল, বাড়ীর মধ্যে যাই। আজ আমার খাবার তত ইচ্ছে নেই। তাই এখনও খাই নি।"

"কেন, ইচ্ছে নেই কেন? কি হ'য়েছে?"

"আমার একটু অসুখ বোধ হ'চ্চে।"

এই কথা শুনিবা মাত্র, ধাত্রীমাতা একেবারে শিহরিয়া উঠিল। "অসুখ! কি অসুখ?" প্রশ্ন করিতে করিতে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

প্রতিভা বলিল, "এমন কিছু নয়। তবে হাতে পায়ে সামান্য বেদনা হ'য়েছে। আর একটু শীত-শীতও বোধ হ'চ্চে।"

কথা শুনিয়াই ধাত্রীর চক্ষে জল আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এত লোকের মরণ হয়; আমার আর হয় না? তোদের জন্য ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি গেলাম। তোরা কেউ আমার কথা শুন্‌বি না; যা ইচ্ছে, তাই ক'রবি। তারা গেছে, জুড়িয়েছে। তারা আমাকেই সত্যে

বেঁধে তোদের জন্য জ্বালাতন পোড়াতন হ'তে রেখে গেল। হা ভগবান্, যেমন আমার কর্ম্ম!" এই কথা বলিতে বলিতে ধাত্রীর চক্ষে অশ্রু প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রতিভা তাহা দেখিয়া বলিল "ধাই মা, কাঁদ্ছো কেন? পাহাড়ে উঠেছিলুম, তাই হাতে পায়ে একটু বেদনা বোধ হ'চ্চে। এ রকম সকলেরই হ'য়ে থাকে। এখন খিদে নেই, তাই খাচ্চি না। এর জন্য তোমার কান্না কেন?"

"কাঁদ্‌বো না? আইবুড়া মেয়ের পাহাড়ে উঠা ভাল নাকি? পাহাড়ে কত ঠাকুর দেবতা থাকে, তা কি জান না? কিসে কি হয়, তা কেউ কি জানে? তোরা তো কিছুই মানিস্ নে। যেমন সুশীল, তেমনি তুইও। এখন কিছু হ'লে বুঝ্‌তে পারবি।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "ধাই মা, তার জন্য কোনও ভাবনা নেই; কিছু হ'বে না। তোমারা এখন খাওগে যাও। আমি ওপরের ঘরে এখন একটু শুয়ে থাক্‌বো।" এই বলিয়া প্রতিভা উপরের ঘরে গেল। ধাত্রীও আপন মনে বকিতে বকিতে অন্যত্র গমন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিভার কক্ষ।

প্রতিভা দ্বিতলে নিজ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করিল। কক্ষের পশ্চিমদিকের বাতায়নটি উন্মুক্ত ছিল। প্রতিভা সেই

বাতায়নপথে বহির্ভাগে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বাটীর নিম্নভাগে অনতিদূরে সুবিস্তৃত কমলদহ দেখিতে পাইল। কমলদহ পর্ব্বতের সর্ব্ব নিম্নভাগে একটী স্বভাবখাত সুবিস্তৃত হ্রদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ষার বারিধারা পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের গাত্র বহিয়া এই কমলদহে সঞ্চিত হয়। দহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, অতিরিক্ত জলরাশি একটি প্রণালী দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। সেই প্রণালীটি প্রথমে একটি সামান্য খাল, পরে একটি "জোড়" বা ক্ষুদ্র নদী, এবং ক্রমে বহুক্রোশ দূরে একটি স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছে। এই স্রোতস্বিনী, নিজ উৎপত্তিস্থানের নাম হইতে, কমলা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কমলা বৎসরের মধ্যে প্রায় আট মাস বিশুষ্ক থাকে। কিন্তু বর্ষার সময় ইহার কূলে কূলে জল ভরিয়া উঠে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে কমলদহ সহসা উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে কমলার মধ্যে হঠাৎ বন্যা উপস্থিত হয়। এই বন্যার নাম "হড়কা"।* এতৎ প্রদেশের লোকেরা "হড়কা বান"কে যেরূপ ভয় করে, তদ্রূপ আর কিছুকেই ভয় করে না। হড়কা প্রকৃতিতে ব্যাঘ্রীর ন্যায়। পথিক নিঃশঙ্কমনে শুষ্কপ্রায় নদী উত্তীর্ণ হইতেছে, সহসা হড়কা আসিয়া তাহাকে প্রাণরক্ষা করিবার অবসর দিল না। বীরদর্পে ভীমগর্জ্জনে হড়কা তাহার উপর পড়িয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! যেমন তাহার বিদ্যুদ্বেগ, তেমনই তাহার খরধার। কাহার সাধ্য, হড়কার সময় নদী সমুত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে? মৃত নদী সহসা সঞ্জীবিত হইয়া যেন গর্জ্জন করিতে

* হড়্‌কা অর্থাৎ হঠাৎ বন্যা। হড়্ হড়্ শব্দে সহসা নদীতে জল আসিয়া পড়ে, এই কারণে ইহার নাম "হড়্‌কা" হইয়া থাকিবে। ইংরাজীতে ইহাকে Freshet বলে।

থাকে। কিন্তু হড়কার এই বেগ ও গর্জ্জন অল্পকালব্যাপী। দুই এক ঘণ্টার পরেই নদী আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, প্রতিভা বাতায়নপথে এই কমলা নদী দেখিতেছিল না। তাহার দৃষ্টি কমলদহের উপর নিপতিত হইয়াছিল। কমলদহ বর্ষাতে স্ফীত ও পূর্ণ হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার কৃষ্ণজলরাশি ক্বচিৎ নয়নগোচর হইতেছিল। কমলদহ কমলবনে ও কমল পত্রে আচ্ছন্ন হইয়া এক বিস্তৃত হরিৎশোভার আধার হইয়াছিল। হরিৎপত্ররাজির উপর সহস্র সহস্র রক্ত ও শ্বেত কমল প্রস্ফুটিত হইয়া অতীব মনোহর দেখাইতেছিল। প্রতিভা কমলদহের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই তাহাকে কমলাদেবীর অধিষ্ঠানভূমি মনে করিতে লাগিল।

প্রতিভা কমলদহের এই চমৎকারিণী শোভায় মুগ্ধ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, "আহা, কি মনোরম প্রদেশ! এই নিভৃত প্রদেশে, প্রকৃতিদেবী যেন তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন। পর্ব্বত, নির্ঝর, অরণ্য, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, এই হ্রদ ও কমলবন যাহাই দেখি, তাহাতেই যেন বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত রহিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে কেবল অট্টালিকার পর অট্টালিকা, আর লোকের অরণ্য। কোথায় মানুষের সৃষ্টি, আর কোথায় ভগবানের সৃষ্টি! দাদা সত্য সত্যই বলিতেছিলেন, প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিলে, বিশুষ্ক হৃদয় সরস হয় এবং মৃতদেহে প্রাণ আইসে। পিতৃদেব এই মনোহর প্রদেশে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও এই পর্ব্বতমূলে বাটীনির্ম্মাণ করিয়া এই স্থলেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশে থাকিতে থাকিতে, জননীদেবীও তাঁহার অগ্রগামিনী হইয়াছেন। বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাব-

ধান উপলক্ষে দাদাকেও নিশ্চিত এই অঞ্চলে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতে হইবে। কিন্তু আমি? হায়, আমি কোথায় যাইব? আমাকে এখান হইতে উৎপাটিত করিয়া কোথায় রোপণ করিবে? সেখানে কি আমি বাঁচিব? সে দেশ কি আমার প্রকৃতির অনুকূল হইবে? বিদ্যাধ্যয়নের জন্য বাধ্য হইয়া কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে তো আমি তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া গিয়াছি। সেখানে দিনের মধ্যে দশবার আমি কুমারী পাহাড়ের কথা ভাবিতাম; অ... হরিণগুলির কথা চিন্তা করিতাম; ও সাঁওতাল বালিকাদের ন্যায়, বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতাম। দাদার বিদ্যাধ্যয়ন তো সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এখন তিনি আমাকে কলিকাতায় থাকিতে বলেন। কিন্তু, আমি সেখানে থাকিব না। এই খানেই থাকিয়া তাঁহার কাছে পড়িব। কিন্তু এই খানেই কি আমার চিরদিন থাকা ঘটিবে?"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রতিভার মনের প্রসন্নতা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাহার গাত্রে; হস্তপদে এবং মস্তকেও যেন বেদনা অধিক অনুভূত হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছে... ।

স্বপ্ন।

প্রতিভা পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া অবধি অসুস্থতা বোধ করিতেছিল; এক্ষণে, তাহার দেহে জ্বর ফুটিয়া উঠিল। নির্ঝরের ধারায়

অতি প্রত্যূষে স্নান, তৎপরে পর্ব্বতারোহণ ও তাহা হইতে অবতরণ-জনিত শ্রম, মনোমধ্যে নানা প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস—এই সমস্ত সুকুমারী প্রতিভার কুসুমকোমল দেহের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। স্নেহ স্বভাবতঃ পাপশঙ্কী হইলেও, এক্ষেত্রে তাহার ধাত্রীমাতার আশঙ্কাই যথার্থ হইয়া উঠিল। মস্তকের যন্ত্রণা থাকায়, তাহার নিদ্রা বিরামদায়িনী না হইয়া, নানা প্রকার বিকৃত দুঃস্বপ্নে বিভীষিকাময়ী হইয়াছিল। প্রতিভা ঘুমাইতে ঘুমাইতে মনে করিতে লাগিল, সে যেন এক জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে কুমারী পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। কিন্তু, এই বার সুশীল-কুমার তাহার সঙ্গে নাই। সুশীলের পরিবর্ত্তে আর একটি যুবক প্রতিভার সমভিব্যাহারে চলিয়াছে। যুবকটি প্রতিভার পরিচিত। যুবক প্রতিভার করধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। প্রতিভা যুবকের করে নিজ কর রাখিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু যুবক তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন সহাস্যমুখে তাহার কর আরও চাপিয়া ধরিতে লাগিল। প্রতিভা সুশীলকুমারের সহিত পর্ব্বতারোহণ করিবার সময় যে পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল, এই যুবকের সহিত তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। প্রতিভার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে সহসা একটু বলপ্রয়োগ দ্বারা যুবকের হস্ত হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিয়া বলিল, "রাজকুমার, আমার হাত ধরিও না; তুমি আগে আগে চল; আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি।" রাজকুমার প্রতিভার এই ব্যবহারে যেন একটু অপ্রতিভ ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন, প্রতিভা, আমি কি তোমার হাত ধরিয়া যাইবার উপযুক্ত নই?" প্রতিভা কোনও উত্তরপ্রদান করিল না। তাহা দেখিয়া, রাজকুমার দৃঢ়স্বরে

বলিল, "প্রতিভা, আমি আমার প্রশ্নের **উত্তর** চাই।" রাজকুমারের বাক্য শুনিয়া, প্রতিভার চক্ষে জল আসিল। সে একবার কাতর নয়নে সহচরের দিকে চাহিল; কিন্তু দেখিল, রাজকুমারের সুন্দর মুখমণ্ডল এক ভীষণ বিকৃতাকারে পরিণত হইয়াছে! দেখিয়া, প্রতিভার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। ভয়ে তাহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। প্রতিভা অতি কষ্টে বলিল "রাজকুমার, তুমি আমাকে এরূপ ভয় দেখাইতেছ কেন?" প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এক বিকট বিদ্রূপাত্মক হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই ভীষণ সহচর প্রতিভাকে বলিল "তুমি আমাকে তোমার হাত ধরিতে দিবে না; আর তুমি রাজরাণী হইতে চাও? কি আস্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার!" প্রতিভা কাতরস্বরে বলিল "রাজকুমার, আমি অহঙ্কৃত নই; কিন্তু তুমি আমার হাত ধরিও না। আমি পাহাড়ে উঠিব না। তুমি আমাকে গৃহে পহুঁছাইয়া দাও।" আবার এক বিকট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। সেই মূর্ত্তি বলিল "কেন, এই পাহাড় তোমার অত্যন্ত প্রিয় নহে কি? এখান হইতে বাড়ী যাইবে কেন? এই খানেই থাক না?" এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি হঠাৎ অদৃশ্য হইল। সহসা পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। চতুর্দ্দিকে শত বজ্রনিনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ টলটলায়মান হইতে হইতে পর্ব্বতগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিভা সহ সহসা আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গ সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নক্ষত্রবেগে আকাশপথে ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। এক ভীষণ বাত্যা উঠিয়া প্রতিভাকে সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিভা দৃঢ়রূপে পর্ব্বতশৃঙ্গ ধরিয়া রহিল।

সহসা অন্ধকার দূরীভূত হইয়া আলোক দৃষ্ট হইল। প্রতিভা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, উত্তাল-তরঙ্গময় বিশাল বারিধি! পর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশমার্গ হইতে বিদ্যুদ্‌বেগে অবতীর্ণ হইয়া সেই বারিধি-মধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। প্রতিভা প্রাণভয়ে শৃঙ্গের সর্ব্বোচ্চ চূড়ে আরোহণ করিল। কিন্তু তাহাও নিমজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন প্রতিভা প্রাণরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখিয়া কাতরস্বরে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। সহসা প্রতিভা দেখিল, পর্ব্বতশৃঙ্গ বিশাল বারিধি-মধ্যে নিমজ্জিত না হইয়া কমলদহের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে! সেখান হইতে সে তাহাদের বাটী ও বাটীর ছাদে তাহার অগ্রজ সুশীলকুমারকে দেখিতে পাইল। প্রতিভা অগ্রজকে দেখিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল "দাদা গো, আমাকে রক্ষা কর।"

সহসা প্রতিভার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়াই দেখিল, অগ্রজ সুশীলকুমার, রামচাঁদ ও ধাত্রী তাহার নিকট বসিয়া আছে। তাহার চীৎকার শ্রবণ পূর্ব্বক সুশীলকুমার ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল "কি হ'ল, প্রতিভা, কি হ'ল?"

প্রতিভার গাত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত। তাহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবল হইয়াছে। প্রতিভা বিমূঢ়ার ন্যায় একবার সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল এবং অঞ্চলে মুখচক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতিভা বাগ্‌দত্তা।

বাল্যবিবাহের দোষগুণের বিচার করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য নহে। বাল্যবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, এবং নানাপ্রকার বাগ্‌বিতণ্ডাও করেন। তাঁহাদের এই বাগ্‌বিতণ্ডায় যোগদান করিতেও আমাদের ইচ্ছা নাই। উভয় পক্ষের যুক্তিমার্গ কি প্রকার, এস্থলে তাহাই অবগত হওয়া আমাদের এই আখ্যায়িকার পক্ষে একটু প্রয়োজনীয় হইতেছে।

যুবকগণের বিবাহ একটু অধিক বয়সে হউক, তাহাতে কোন পক্ষের আপত্তি নাই। যত আপত্তি ও বিতণ্ডা কন্যাদের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম লইয়া। এক পক্ষ বলেন, সমাজে আদর্শ মনুষ্যের সৃষ্টি করাই আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। পুরাকালে, বালকেরা উপনয়নের পর গুরু-গৃহে বাস করিত এবং সেখানে গুরুর আদেশানুসারে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক উচ্চ জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত করিত। এতদ্দ্বারা যুবকগণের যুগপৎ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হইত। যুবকেরা কেহ পঞ্চবিংশ এবং কেহ বা ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় কঠোরভাবে কালযাপন করিয়া পরে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইত। তখন তাহাদের দৈহিক ও

মানসিক বিকাশ এক প্রকার সম্পূর্ণ হইত এবং তাহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সংসারধর্ম্ম পালনের যোগ্য বিবেচিত হইত। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ কন্যাদের বিবাহ-যোগ্য বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের পক্ষপাতিগণ বলেন যে, যুবকদের ন্যায় কন্যাদেরও গুরুগৃহে থাকিয়া কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের তাদৃশ সুবিধা ও সম্ভাবনা ছিল না। গৃহই তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মভূমি ও শিক্ষাস্থল। এই কারণে, তাহারা বাল্যে পিতা মাতার এবং যৌবনে ভর্ত্তার অধীনে থাকিয়া নীতি ধর্ম্ম ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিত। তবে তাহাদের অল্প বয়সে বিবাহ জন্য যে কুফল উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার নিরাকরণের নিমিত্ত কতকগুলি সুন্দর লৌকিক ও সামাজিক রীতি নীতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ স্থির করিয়াছিলেন, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বালিকারা জননী হইলে, তাহাদের এবং তাহাদের সন্তানগণেরও শারীরিক এবং মানসিক নানা প্রকার অকল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে, এই বয়সের পূর্ব্বে বালিকাদের স্ত্রীধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত নহে।* এ সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত অধীতশাস্ত্র ও সংযতেন্দ্রিয় যুবকগণের সহিত বালিকাদের বিবাহ হইত বলিয়া এই নিয়মপালনের অনেকটা

* শাস্ত্রকারগণের এই মত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। কোনও যুবতী ষোড়শ বর্ষে গর্ভিণী হইলে, গৃহস্থগণ নানা প্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষে গর্ভিণী হইলে, কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয় না।

সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং, প্রাচীন আর্য্যসমাজে বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ জন্য কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না।

বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া, তাঁহারা বলেন যে, অধুনা যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরুগৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান না করিলেও এবং পুরাকালের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত না হইলেও, অধিক বয়সে, বালিকাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বালিকারা বিবাহের পূর্ব্বে প্রাপ্তযৌবনা হইলে, পূর্ব্বপুরুষগণ নিরয়গামী হইবেন, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। এই উক্তির মর্ম্ম আর কিছুই নহে। পিতৃগৃহে কুমারীরা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, তাহাদের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। কুমারীরা বিপথে গমন করিলে, পিতৃকুলের কলঙ্ক ও লোকসমাজের সমূহ অকল্যাণ হয়। সুতরাং, তাঁহাদের মতে, যৌবনের পূর্ব্বেই, অর্থাৎ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাদের বিবাহ দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এই গেল এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষ বলেন, বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কিছু সত্বর উপস্থিত হইলেও, এই বিকাশ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের আদৌ বিবাহ হওয়া উচিত নহে। বিবাহ হইলেই, অপ্রাপ্তকালে তাহাদের স্ত্রী-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ হইলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইতে না পাইয়া সহসা স্থগিত হইয়া যায়, এবং তাহারা যে সকল সন্তানের জননী হয়, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে অপূর্ণ মানবই হইয়া থাকে। এই অপূর্ণ মানবের বংশধরেরা আরও অপূর্ণ হয় এবং কালক্রমে মানব-সমাজ অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। আর্য্যজাতির বর্ত্তমান বংশধরগণ

এইরূপে অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে হয় ত তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

বিবাহের পূর্ব্বে, বালিকারা প্রাপ্তযৌবনা হইলে, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার নিমিত্ত ইঁহারা তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গৃহেই হউক আর বিদ্যালয়েই হউক, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা পাইলে, বালিকারা আপনাদিগকে আপনারাই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। প্রাপ্তযৌবনা হইয়া বিবাহসূত্রে স্বামীর সহিত সঙ্গত হইলে, তাহারা যোগ্যতার সহিত সংসারধর্ম্ম পালন করিবে এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পদে বলীয়ান্ সুসন্তানগণের জননী হইতে সমর্থ হইবে।

স্থূলতঃ উভয়পক্ষের মত এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। এই মতের সহিত আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার যে সম্বন্ধ আছে, অতঃপর তাহারই উল্লেখ করা যাউক।

প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে, নবকুমার ভট্টাচার্য্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় নামক দুইটী যুবক কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে, আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অধঃপতনের বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। এই আলোচনার ফলে, ইঁহারা উভয়েই সিদ্ধান্ত করেন যে, আর্য্যগণের অধঃপতনের কারণসমূহের মধ্যে প্রচলিত বাল্যবিবাহ-প্রথাও অন্যতম। অতএব, সমাজ হইতে এই প্রথাকে উন্মূলিত করা কর্ত্তব্য। বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলদায়ক বলিয়া তাঁহারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহাদের কন্যা-সন্তান হইলে, তাঁহারা কদাপি অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিবেন না। এই দুই বন্ধুর মধ্যে নবকুমার শান্ত, বুদ্ধিমান্ ও

ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান হইলেও, সরলহৃদয় এবং উৎসাহী ছিলেন।

আমাদের আখ্যায়িকার সুশীলকুমার ও প্রতিভা এই নবকুমার বাবুর পুত্রকন্যা। পাঠকপাঠিকাবর্গ ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতা ও ভগিনীর যে চিত্র দেখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নবকুমার বাবু এবং তাঁহার পত্নীরও যে যৎসামান্য পরিচয় পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারা যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং পুত্রকন্যার সুশিক্ষার জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নবকুমার বাবুর চারিত্র্য, যোগ্যতা, উচ্চশিক্ষা ও ধর্ম্ম-ভীরুতার পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের রাজোপাধিবিশিষ্ট কোনও ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ সমগ্র বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য যে, নবকুমার বাবুর তত্ত্বাবধানে রাজা বাহাদুরের উত্তরোত্তর উন্নতিই হইয়াছিল। নবকুমার বাবু এই রাজসংসারে কার্য্য করিতে করিতে, প্রতিভার জন্ম হয়। প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই সুন্দরী ও সুশীলা। সকলেই তাহাকে যার পর নাই স্নেহ করিত। রাজাবাহাদুরও করিতেন। রাজাবাহাদুর স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন ; সুতরাং তিনি প্রতিভাকে স্বীয় রাজকুমারের সহিত পরিণীত করিয়া রাজবধূ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথও প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাহার সহিত ক্রীড়াদি করিত। প্রতিভাকে রাজবধূ করা বাঞ্ছনীয় হইলেও, নবকুমার বাবু অতি শৈশবে তাহার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজাবাহাদুর বাল্যবিবাহের পক্ষ এবং নবকুমার বাবু বিপক্ষ ছিলেন। একদা রাজসভায় সভাপণ্ডিতগণের সহিত নবকুমার বাবুর পূর্ব্বোক্ত প্রকার তর্ক হয়। নবকুমার পণ্ডিতদিগকে বলিয়াছিলেন "যখন পূর্ব্বকালের ন্যায়

যুবকগণের আর ব্রহ্মচর্য্য নাই, তখন বালিকাবিবাহের দোষ কিরূপে নিবারিত হইতে পারে?" পণ্ডিতেরা ইহাতে নিরুত্তর ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা নবকুমার বাবুকে বলিয়াছিলেন, "বালিকারা প্রাপ্তযৌবনা হইয়া যদি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোনও যুবকের প্রতি অনুরক্ত হয়, এবং ভবিষ্যতে সেই যুবকের সহিত তাহার পরিণয় না ঘটে, তাহা হইলে, সেই বালিকা মানসিক ব্যভিচারদোষে দুষ্টা হয় কি না? এবং এইরূপ দুষ্টা বালিকা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মমার্গে প্রতিষ্ঠিতা থাকিতে পারে কি না?" নবকুমার বাবু এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন; এরূপ বালিকারা আজীবন কুমারী থাকিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিলে যে কোনও দোষ হয় না, একথা তাঁহার মনে হয় নাই; তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "এই দোষ-নিবারণের নিমিত্ত দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে বালিকাদিগকে বাগ্‌দত্তা করা যাইতে পারে, এবং ষোড়শ বর্ষের পর তাহাদের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।" এই উত্তর রাজাবাহাদুরের মনে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং তিনি নবকুমার বাবুকে স্বীয় মতানুসারে প্রতিভাকে রাজকুমারের সহিত বাগ্‌দানে আবদ্ধা করিতে অনুরোধ করেন। নবকুমার বাবু রাজাবাহাদুরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা প্রতিভাকে বাগ্‌দত্তা করেন। সেই বাগ্‌দান মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তদবধি প্রতিভা ভবিষ্যৎ রাজবধূরূপে গণ্যা হইত।

এই বাগ্‌দানের দুইবৎসর পরে, রাজাবাহাদুরের মৃত্যু হয়। রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং সম্পত্তি কোর্ট-অভ্‌-ওয়ার্ডসের অধীনে আসিল এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার এক নূতন ম্যানেজারও নিযুক্ত হইলেন। তখন নবকুমার বাবু সেই কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কুমারী পাহাড়ের সন্নিকটে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সেই স্থানেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রতিভার বয়ঃক্রম সেই সময়ে প্রায় দ্বাদশবর্ষ হইয়াছিল। দুইবৎসর পরে প্রতিভার জননীর এবং তাহার কিয়দ্দিন পরে তাহার জনকেরও মৃত্যু হইল। ভ্রাতা ও ভগিনীতে এইরূপে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থানপূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল। রাজকুমারও কলিকাতাতেই বিদ্যাধ্যয়ন করিত। কলিকাতায় অবস্থানকালে, সে প্রায়শঃ প্রতিভাদের বাটীতে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইত। প্রতিভা রাজকুমারের সহিত বাগদত্তা হইয়াছে, তাহা সে জানিত, সুতরাং রাজকুমারকেই আপনার ভাবী স্বামী জানিয়া মনে মনে ভক্তি করিত। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে রাজকুমারের প্রতি প্রতিভার যে যথেষ্ট অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজ-কুমার।

যাহা নিত্য দেখা যায়, তাহাতে কোনও নূতনত্ব থাকে না। সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কি বিস্ময়জনক বস্তু! কিন্তু, আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ইহাদিগকে নিত্য দেখিতেছি; তাই ইহাদের মধ্যে বিস্ময়জনক কিছুই দেখিতে পাই না। প্রকৃতির লীলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সামান্য মৃত্তিকার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বীজ পতিত হইয়া কি অদ্ভুত শক্তিবলে তাহা হইতে কেমন সুন্দর বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে; সেই

বৃক্ষে কেমন পরম রমণীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ; সেই পুষ্পে আবার কি মনোহর সৌরভ সঞ্চিত হইতেছে ! পুষ্প হইতে ফল, ফলের মধ্যে বীজ এবং বীজ হইতে আবার বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। এই সমস্তই কি অত্যন্ত বিস্ময়জনক নহে ? ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর মনোহর বস্তু কি আর কেহ সৃষ্টি করিতে পারে ? কিন্তু মানুষ এই সমস্ত বস্তু ও ব্যাপার নিত্য দেখে বলিয়া, ইহাদের মধ্যে বিস্ময়জনক বা নূতন কিছুই দেখিতে পায় না। মানুষ নূতনত্ব দেখিতে পায় কেবল মানুষের ক্ষীণ অনুকরণে। তোমার সম্মুখে একটী মনোহর বৃক্ষ রহিয়াছে ; কিন্তু তুমি তাহার কোনও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছ না, এবং ভ্রমেও একবার সেই বৃক্ষের রচনাকারীর রচনা-নৈপুণ্যের কথা চিন্তা করিতেছ না। পরন্তু ঐ যুবকটী সেই বৃক্ষের অনুকরণে যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, তুমি সবিস্ময়ে তাহাই দেখিতেছ এবং তজ্জন্য শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেছ। মোহাচ্ছন্ন মানবের প্রকৃতিই এইরূপ। মানব চিরদিনই সত্য অপেক্ষা মিথ্যার, বাস্তব অপেক্ষা তাহার ছায়ার, এবং জল অপেক্ষা মায়াবিনী মরীচিকার অধিকতর পক্ষপাতী। সংসারের যত অনর্থ-সংঘটনও কেবল এই জন্য।

সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে হইলে, উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যজ্ঞানই হউক, আর পবিত্রতাজ্ঞানই হউক, সমস্তই মনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মন সুন্দর ও পবিত্র না হইলে, তুমি কোথাও সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দেখিতে পাইবে না. এই কারণে সর্ব্বাগ্রে মনকে মার্জ্জিত ও কর্ষিত করা উচিত। এই মার্জ্জন ও কর্ষণ উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। যাহার মন মার্জ্জিত নহে, বুঝিতে হইবে, তাহার আদৌ সুশিক্ষা হয় নাই।

কুমারা।

রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথ বাল্যকালে বুদ্ধিমত্তা ও সংস্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল। রাজাবাহাদুর নবকুমার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সুশিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং নবকুমার বাবুর আশা হইয়াছিল যে, কালক্রমে রাজকুমার সুশিক্ষিত হইয়া সদ্ব্যক্তি এবং প্রতিভার উপযুক্ত স্বামী হইবে। রাজাবাহাদুর জীবিত থাকিলে, নবকুমার বাবুর এই আশা নিতান্ত অমূলক হইত না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, রাজসম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভিন্ন হস্তে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে, রাজকুমারের শিক্ষাভারও ভিন্ন হস্তে অর্পিত হইল। কোনও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অনুগৃহীত জনৈক ব্যক্তি রাজকুমারের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। এই অভিভাবকটি শিক্ষিত হইলেও, তাদৃশ উন্নতমনা ছিলেন না। তিনি নিজ স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত রাখিয়া নিরন্তর কার্য্য করিতেন। রাজকুমারকে স্বয়ং সর্ব্বসময়ে যথাপথে পরিচালিত না করিয়া, তিনি প্রায়শঃ তাহাকে নিজ প্রবৃত্তিমার্গেই গমন করিতে দিতেন। রাজকুমারের প্রিয় হওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাজকুমারের প্রিয় হইলে, ভবিষ্যতে তিনি রাজসংসারের প্রধান কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, এইরূপ স্বার্থময় উদ্দেশ্যের পরিচালনে, অভিভাবক মহাশয় রাজকুমারের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইলেন।

রাজকুমার কলিকাতার ন্যায় প্রলোভনময়ী মহানগরীতে একপ্রকার নিরঙ্কুশ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইল। সে কলিকাতার নাট্যশালাসমূহের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিল। কৃত্রিম অভিনয়ের কৃত্রিম ভাব, কৃত্রিম আড়ম্বর ও কৃত্রিম প্রেমলীলা প্রভৃতি তাহার নিকট যেন যথার্থ বোধ হইতে লাগিল। অহর্নিশ এই কৃত্রিম প্রেম ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বিষয়

চিন্তা করিতে করিতে স্বাভাবিকতার প্রতি তাহার কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিল। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সংসারে যে সমস্ত ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ে তাহার হৃদয় যেন তৃপ্তিলাভ করিত না। তৎসমুদায় তাহার নিকট যেন গুরুত্বহীন সামান্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়-মান হইত। প্রচলিত বিবাহপ্রথা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি কিছুতেই যেন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। সুতরাং রাজকুমার নাট্যশালায় অভিনয়-দর্শন এবং গৃহে নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক-পাঠেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই যে প্রতিভার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ইহা রাজকুমার জানিত। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে এবং কলিকাতায় আসিয়াও, অনেক দিন পর্য্যন্ত সে-প্রতিভার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিত। প্রায় প্রত্যহই সে প্রতিভাদের বাটীতে আসিয়া, সুশীলকুমার ও প্রতিভার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া যাইত। প্রতিভা রাজ-কুমারের সহিত অতি সাবধানে, লজ্জা, বিনয় ও সম্মানের সহিত কথোপ-কথন করিত। কিন্তু বয়োধর্ম্মানুসারে বাল্যকালের ন্যায় প্রতিভার আর চপলতা, সরল হাস্য এবং অসঙ্কোচ ব্যবহার ছিল না। প্রতিভা বিনীত, সলজ্জ, সংযত ও অল্পভাষিণী হইয়াছিল। সুশীলকুমার গৃহে না থাকিলে, অসুস্থতার ছলনা করিয়া, প্রতিভা রাজকুমারের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ করিত না। রাজকুমার প্রতিভার এই ব্যবহার যে বুঝিতে পারিত না, তাহা নহে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়া, প্রতিভার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অল্পে অল্পে তৎপ্রতি তাহার অনুরাগের যেন হ্রাস হইতে লাগিল। রাজকুমার বুঝিত যে প্রতিভা অনিন্দ্য সুন্দরী এবং তাহার

চরিত্র অনুপম। কিন্তু সে বাগ্দত্তা হইয়াও কেন যে তাহার সহিত অসঙ্কোচে বাক্যালাপ করে না, ইহা সে কোন মতেই বুঝিতে পারিত না। না বুঝিতে পারিয়া, রাজকুমার স্থির করিল যে, প্রতিভা নিজ রূপ ও গুণের গর্ব্বে গর্ব্বিতা, এবং সেই কারণেই সে তাহার সহিত এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে! কিম্বা সম্ভবতঃ সে রাজকুমারের প্রতি আদৌ অনুরক্তাই নহে! এইরূপ মনে হইলে, রাজকুমার একদিন প্রতিভাকে নিভৃতে পাইয়া প্রশ্ন করিল "প্রতিভা, তুমি কি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ? তুমি যেন কিছু গর্ব্বিতা।" বাক্য শুনিয়াই প্রতিভা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রাজকুমারের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার চক্ষু দুটী অশ্রুভারাবনত হইয়া ভূমিতলে নিবদ্ধদৃষ্টি হইল। মূর্খ রাজকুমার এই লক্ষণকে অহঙ্কারের আর একটী নূতন পরিচয় মনে করিল।

হৃদয় বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া, রাজকুমার প্রতিভাকে ঠিক বুঝিতে পারিল না। প্রতিভাই যে ভবিষ্যৎ রাজবধূ, তৎসম্বন্ধে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রতিভার সহবাসে সে যে প্রকৃত সুখ-সম্ভোগ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। রাজকুমার এক একবার মনে মনে ভাবিত, "হায়, প্রতিভা যদি বাল্যকালের ন্যায় আমার সহিত সরল ও অসঙ্কোচ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে, আমি কত সুখী হইতাম। প্রতিভার যেরূপ সৌন্দর্য্য, তাহাতে সে যে রাজবধূ হইবার যোগ্যা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতিভাকে বহুদিন হইতে, আমি আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবতা করিয়াছি; কিন্তু প্রতিভার, বোধ হয়, আমার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই। নতুবা সে আর তেমন প্রফুল্লভাবে আমার

সহিত কথাবার্ত্তা কহে না কেন ? যখন সে আমার সহিত একদিন অতি-অবশ্যই পরিণীতা হইবে, তখন আর তাহার সঙ্কোচের কারণ কি ?" এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া রাজকুমার মধ্যে মধ্যে বড় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। পরিশেষে সে সিদ্ধান্ত করিল যে, প্রতিভা নিশ্চিত গর্ব্বিতা এবং সম্ভবতঃ তাহার সহবাসে প্রকৃত সুখেরও আশা নাই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিভা।

মুখের ভাষা হইতে হৃদয়ের ভাষা স্বতন্ত্র নহে। হৃদয়ই বাক্য বলে ; মুখ তাহা প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ হৃদয়ের ভাষাকে গোপন করিয়া মৌখিক ভাষারই আশ্রয়গ্রহণ করে। তখন হৃদয়ের সহিত মুখের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। এই কারণে, সেই ভাষা শ্রোতারও হৃদয় পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে না। একজনকে তুমি মনে মনে যারপরনাই ঘৃণা কর, কিন্তু তুমি মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে তাহার প্রতি তোমার অকপট শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিয়া থাক। তোমার মৌখিক ভাষাটি তোমার হৃদয় হইতে প্রণোদিত নহে বলিয়া তাহা তোমার শ্রোতারও হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। তোমার যাহা প্রকৃত মনোভাব, সে তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিয়া লইতে পারে। অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধনের ন্যায়, সত্যকে গোপন করাও সহজ কর্ম্ম নহে।

প্রতিভার সহিত বাহ্য আচরণে রাজকুমার বিশেষ কোনও পরিবর্তন না দেখাইলেও, প্রতিভা তাঁহার অন্তরের পরিবর্তন অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রতিভা দেখিত, রাজকুমার পূর্ব্বের ন্যায় মুখে বাক্যালাপ করিলেও, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যেন কোনও কথা গুপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রতিভা মনোমধ্যে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিল। কিন্তু আন্দোলনে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, প্রতিভা রাজকুমারের নিকট আরও সঙ্কুচিতা ও সলজ্জা হইয়া পড়িল। আর প্রতিভারই বা অপরাধ কি? যেদিন রাজকুমার তাহাকে গর্ব্বিতা মনে করেন, সেই দিন হইতে বালিকা প্রত্যহ নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিত। প্রতিভা রাজকুমারকে কত ভক্তি করে ও ভাল-বাসে। কিন্তু, হায়, রাজকুমার তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে গর্ব্বিতা বলেন! সত্যসত্যই কি প্রতিভা রাজকুমারের সহিত বাক্যা-লাপে ও ব্যবহারে কোনও গর্ব্বের পরিচয় দিয়াছে? প্রতিভা বহুবার আত্মানুসন্ধান করিয়াও কোথাও গর্ব্বের লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। তবে রাজকুমারের এরূপ ধারণা হইল কেন? প্রতিভা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, ইহা রাজকুমারের ভ্রমমাত্র। যদি ভ্রমই হয়, তবে তাহার অপনোদন করা কি প্রতিভার কর্ত্তব্য নহে? প্রতিভা স্থির করিল, সুযোগ পাইলেই সে রাজকুমারের এই ভ্রম দূরীভূত করিয়া দিবে। একদিন এইরূপ সুযোগ উপস্থিতও হইল; কিন্তু, হায়, কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া সহসা তাহার মুখরোধ করিল। প্রতিভার আর কোনও কথা বলা হইল না। এদিকে রাজকুমারেরও যে ভ্রম, তাহাই থাকিয়া গেল।

এই সময়ে, প্রতিভার মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর রাজকুমারের সহিত তাহার পরিণয়কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়। কিন্তু প্রতিভা মুখ ফুটিয়া কাহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিবে? আর কেই বা উদ্যোগী হইয়া তাহার বিবাহ দিবে? প্রতিভা মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিল। কিন্তু নানা প্রকার আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় ঘোর অশান্তিময় হইয়া উঠিল।

প্রতিভা অবসর পাইলেই, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে ভাল বাসিত। এই সকল গ্রন্থপাঠ করিয়া প্রতিভা বুঝিয়াছিল যে, মানসিক পবিত্রতাই ধর্ম্মলাভের প্রথম ও প্রধান সোপান এবং মানসিক ব্যভিচারই প্রকৃত ব্যভিচার। যে ব্যক্তি কায়মনো-বাক্যে পবিত্র, প্রতিভার ধারণায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পবিত্র। মহাভারতে সাবিত্রীর উপাখ্যান-পাঠে এই ধারণাটি তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। যে স্থলে সাবিত্রী দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার জনকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অল্পায়ু সত্যবানকেই পতিরূপে বরণ করিবার নিমিত্ত অকাট্য যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রতিভা সেই স্থলটি স্মরণ করিয়া সাবিত্রীর পবিত্র বাক্যগুলি উল্লাসের সহিত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিত এবং তৎসম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করিয়া নৈপুণ্যের সহিত তাহা এক সুদৃশ্য কার্পেটে তুলিয়াছিল। কবিতাটি এইরূপ :—

হে সাবিত্রি, দাঁড়াইয়া পিতার সম্মুখে,
তেজোদীপ্ত কলেবরে, দেবর্ষির পাশে,—
প্রদীপ্ত বিশাল নেত্রে—স্থির দৃঢ় মুখে—
যে দিনে কহিলা তুমি মনের উল্লাসে :—

—"হে পিতঃ কন্যাকে দান করে একবার,
'দদানি' বচন বলা একবার যায়—
দত্তধনে কেহ কভু ফিরে নাহি চায়—
সত্যবানে কেমনে গো করি পরিহার ?
পতিরূপে যবে তাঁরে বরিয়াছি, হায় !
অল্পায়ু, দীর্ঘায়ু, কিম্বা কুরূপ, সুন্দর—
তিনিই আমার পতি। কহি, শুন, সার—
কর্ম্মের নিশ্চয় মনে, ব্যক্তি রসনায়;
কার্য্যে অনুষ্ঠান ; তাই প্রমাণ অন্তর—"
সেই দিনে রাখিলে গো মান মহিলার।

প্রতিভার বিশ্বাস হইয়াছিল, সাবিত্রী সত্যসত্যই মহিলাকুলের সম্মান রাখিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তিনি চিরকাল মহিলাসমাজের পূজা পাইবার যোগ্যা। এই কারণে, প্রতিভা প্রায় প্রত্যহই সাবিত্রীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করিত।

যাহার মনের এই প্রকার ভাব, তাহার মনে স্বভাবতঃই যে নানাবিধ আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ? প্রতিভা ভাবিত, রাজকুমার তাহার গুণে অপ্রীত হইয়া যদি কোনও কারণে তাহার পাণিগ্রহণ করিতে না চান, তাহা হইলে, তাহার দশায় কি হইবে ? এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হইলে, প্রতিভা সংসার অন্ধকারময় দেখিত এবং কোনও নিভৃতস্থলে উপবেশন করিয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিত। প্রতিভা তো রাজকুমারকে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছে। এক্ষণে রাজকুমার যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে, তাহার গতি কি হইবে ?

প্রতিভা অনেক চিন্তার পর স্থির করিয়াছিল, সেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, কুমারী পাহাড়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়-স্থল হইবে। প্রতিভা সেই স্থানেই ধর্ম্মসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে। কিন্তু কুমারী পাহাড়ে চিরদিন বাস করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, বালিকা এইরূপ চিন্তায় অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান।

রাজকুমারের শিক্ষক ও অভিভাবক মহাশয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজকুমার তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর অধীনে থাকিয়া কোনও প্রকার সুশিক্ষা তো লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, অধিকন্তু যত প্রকার কুশিক্ষা আছে, তৎসমুদায়ে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং যখন রাজকুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হইল, তখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। অভিভাবক মহাশয় সেই সময়ে একটু যত্নবান্ হইলে, তাহাকে বিষয়কর্ম্ম-পরিচালনে অনেকটা অভিজ্ঞ করিতে পারিতেন। কিন্তু, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা করিলেন না; অধিকন্তু বিষয়ী লোকের জীবন যে অতিশয় চিন্তাপূর্ণ ও দুঃখময়, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। রাজকুমার তাঁহারই শিক্ষাগুণে আরও বুঝিল যে, বিষয়ী লোকের জন্ম কেবল সুখভোগেরই নিমিত্ত। অতএব এই

সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে অভিভাবক ও শিক্ষক মহাশয়কেই আপনার সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির কর্ত্তা করিয়া দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিল।

এইরূপে নবীন দেওয়ান মহাশয় রাজসংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রাজকুমারকে তাঁহার ক্রীড়নক পুত্তলে পরিণত করিলেন। রাজকুমার সহচরবর্গের সহিত অহোরাত্র কেবল আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিত এবং স্বয়ং একটীবারও কোনও বিষয়-কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করিত না। কিন্তু, এইরূপ আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়াও, রাজকুমার হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করিত না। সকলেই তাহাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ দেখিতে পাইত। দেওয়ান মহাশয় রাজকুমারের বয়স্যগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে এই বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বীয় একটী গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনে যত্নবান্ হইলেন।

দেওয়ানজী রাজকুমারের সহিত প্রায়শঃ নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এক্ষণে, মধ্যে মধ্যে বালিকাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই আলোচনাদ্বারা তিনি রাজকুমারকে বুঝাইলেন যে, স্ত্রীচরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়; আর্য্যশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীচরিত্রের জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই সামাজিক পবিত্রতারক্ষার নিমিত্ত নারীগণের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধ্য পক্ষে সেই ব্যবস্থার বিপরীত দিকে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। করিলে, হয়ত, আজীবন অসুখী হইতে হয় এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণ নরক-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। প্রতিভার কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলিতেন "প্রতিভার রূপগুণের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাহাকে অসামান্যা ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূতা

বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্ত্রীচরিত্র এমনই দুজ্ঞের্য় যে, বাল্যকালে তুমি তাহার মনের ভাব যেরূপ অনায়াসে জানিতে পারিতে, এখন নিশ্চিত আর সেরূপ জানিতে পার না। প্রতিভার মন যে এখন কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা এক সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে।”

স্ত্রীচরিত্রের এই সূক্ষ্মতম তত্ত্ব অবগত হইয়া রাজকুমার একটু চমকিত হইয়াছিল। সে প্রতিভার শৈশবের ও বর্ত্তমান সময়ের আচরণের তুলনা করিয়া বুঝিল যে, দেওয়ানজীর বাক্য নিতান্ত অযথার্থ নহে। কিন্তু তাহার মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট সংশয় উপস্থিত হইলেও, প্রতিভার সৌন্দর্য্য-মোহ তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই কারণে, দেওয়ানজীর স্ত্রীচরিত্র-সম্বন্ধীয় অদ্ভুত আবিষ্কার সত্ত্বেও, রাজকুমার প্রতি-ভার সহিত পরিণয়কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত দুই একবার আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল ; কিন্তু দেওয়ানজী মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বিবাহকার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিতে হইলে, প্রভূত অর্থের প্রয়োজন. গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাজাবাহাদুরের সঞ্চিত অর্থরাশি প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঋণগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু এক বৎসর পরে, বিষয় সম্পত্তির আয় হইতেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। অতএব, রাজকুমারের এক বৎসর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাজকুমারও তাহাই বুঝিয়া এক বৎসরের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিল।

রাজসংসারের যে সকল প্রাচীন কর্ম্মচারী পূর্ব্বতন দেওয়ান বিজ্ঞ বকুমার বাবুর প্রশংসা করিত, নূতন দেওয়ানজী মহাশয় সহসা তাহাদের

উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। উৎপীড়িত কর্ম্মচারিবর্গ রাজকুমারের নিকট আপনাদের দুঃখ জানাইতে লাগিল ; কিন্তু রাজকুমার তাহাদের দুঃখকাহিনীতে কর্ণপাত না করিয়া সমস্তই দেওয়ানজীর সদ্বিবেচনার উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল। তখন প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলে সাশ্রু নয়নে একে একে রাজসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল।

সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞতম, তাঁহারা বুঝিলেন যে, রাজসংসারে রাজলক্ষ্মী নাই বলিয়াই যত অনর্থপাত হইতেছে। তাই তাঁহারা একদিন রাজকুমারকে বাগদত্তা রাজবধূ প্রতিভার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিবাহ করিতে রাজকুমারের কোনও আপত্তি ছিল না। কেবল দেওয়ানজীর কথিত প্রয়োজনীয় অর্থাভাবের উল্লেখ করিয়া তখন উদ্বাহকার্য্য-সম্পাদনের অসামর্থ্য জানাইল।

রাজকুমারকে যে যাহা বলিত বা প্রস্তাব করিত, দেওয়ানজীর তাহা অবগত হইতে অধিক বিলম্ব হইত না। পণ্ডিতেরা প্রতিভার পাণিগ্রহণ করিতে রাজকুমারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাও দেওয়ানজী যথাসময়ে অবগত হইলেন। অবগত হইয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজীর কৌশল।

বুদ্ধিমান দেওয়ানজী দেখিলেন, প্রতিভা-সম্বন্ধে রাজকুমারের মনে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলেও, সে তাহাকে বিস্মৃত হইতে অথবা তাহার পাণিগ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। প্রতিভা যেরূপ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বয়ঃস্থা, তাহাতে সে রাজসংসারে রাজবধূরূপে একবার অধিষ্ঠিতা হইলে, অল্প দিন মধ্যেই যে রাজকুমারের উপর যথেষ্ট আধিপত্যস্থাপনে সমর্থা হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, রাজকুমারের মতিগতিরও পরিবর্ত্তন হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এবং রাজকুমার একবার চক্ষুষ্মান্ হইলে, দেওয়ানজীরও আর একচ্ছত্র রাজত্ব থাকা অসম্ভব হইবে! মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দেওয়ানজী মহাশয় প্রতিভার সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হইলেন।

রাজকুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার এক বৎসর পরে, এক দিন দেওয়ানজী মহাশয় অবসর বুঝিয়া রাজকুমারকে রাজএষ্টেটের আয় ব্যয়ের হিসাব বুঝাইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে, সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের পরেও রাজকোষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। রাজকুমার জটিল হিসাবপত্র কিছু বুঝিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে যে তাহার তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং দেওয়ানজীরও কার্য্যদক্ষতা, পরিশ্রম প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিল।

দেওয়ান মহাশয় রাজকুমারের মুখে নিজ প্রশংসা-শ্রবণে যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "রাজকুমার, আমি তোমার প্রশংসার যোগ্য নহি। আমি কেবল নিজ কর্ত্তব্যপালন করিতেছি মাত্র। তোমার কার্য্যে দেহপাত করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। এক্ষণে যাউক সে কথা। উপস্থিত, রাজকোষে তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তুমি অতঃপর আপনার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার।"

রাজকুমার আনন্দিত হইয়া বলিল, "আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া বিবাহের শুভদিন স্থির করুন এবং যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে, প্রতিভার দিব্য রূপরাশি রাজকুমারের মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল এবং উল্লাসে তাহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দেওয়ানজী বলিলেন, "উদ্যোগ আয়োজন করিতে আর অধিক কি বিলম্ব হইবে? মুখ হইতে একবার হুকুম খসিলেই, দুই দিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে, দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রতিভারই সহিত তো বিবাহ হওয়া স্থির?"

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, "তা স্থির বই কি? আমি আর নূতন স্থিরতা কি করিব? পিতাঠাকুর মহাশয় স্বয়ং তাহা বহুকাল পূর্ব্বে স্থির করিয়া গিয়াছেন।"

দেওয়ানজী শুষ্কমুখে এক নীরস হাস্যের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা জানি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। প্রতিভা

তোমার যে যোগ্যা পাত্রী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই বিবাহ লইয়া কোনও গোলযোগ না হইলেই মঙ্গল।”

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গোলযোগ কি?”

“গোলযোগ? গোলযোগ এমন কিছুই নয়। তবে সমাজ ও জাতি লইয়া যদি কোনও কথা উঠে, তাহারই আশঙ্কা করিতেছি।”

“সমাজ ও জাতি লইয়া কি কথা উঠিবে? প্রতিভা বহুদিন ধর্ম্মানুসারে বাগ্দত্তা হইয়াছে। সে যে ভবিষ্যৎ রাজবধূ, তাহা সকলেই জানে। লৌকিক নিয়মানুসারে, তাহার সহিত আমার পরিণয়-কার্য্যটি সম্পন্ন হওয়া অবশিষ্ট আছে মাত্র। এখন আবার এ বিষয়ে কথাই বা কি, আর গোলযোগই বা কিসের, তা তো বুঝিতে পারিতেছি না।”

দেওয়ানজী গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন, “রাজকুমার, তুমি কি সব কথা শুনিতে পাও? না, সাহস করিয়া কেহ তোমাকে সব কথা বলিতে পারে? আমার কাণে, নানা সময়ে নানা কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাই তোমাকে বলিতেছিলাম।”

রাজকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি কথা শুনিয়াছেন, বলুন। আমি তাহা শুনিতে চাই।”

দেওয়ানজী বলিলেন, “রাজকুমার, তুমি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেলিতেছ। সে সমস্ত কথা তোমার না শুনাই কর্ত্তব্য। আমি ও সকল কথা আদবে বিশ্বাস করিনা। তবে মোটামুটি তোমাকে এই মাত্র জানাইতেছি—(আর ইহা তোমাকে জানানও আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম)—যে প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণসমাজ তোমাকে পতিত করিবে এবং কেহ তোমার সহিত আহার ব্যবহারও করিবে না।”

"কেন? অপরাধ কি? পণ্ডিতেরাই তো মত দিয়া প্রতিভাকে বাগ্দত্তা করিয়াছিলেন এবং বাগ্দত্তা কন্যাব সহিত পরে বিবাহ হইলে যে কোনও দোষ জন্মিবে না, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছিলেন। এখন আবার অন্যমত হইতেছে না কি?"

দেওয়ানজী মহাশয় বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিলেন, "না, সভাপণ্ডিত মহাশয়দের অবশ্য অন্য মত হয় নাই। আর হইলেই বা কি? ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখিয়া যাঁহারা কেবল অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাঁহাদের মতের আবার মূল্য কি? প্রতিভাকে তোমার সহিত বাগ্দত্তা করা রাজাবাহাদুরের ইচ্ছা হইয়াছিল। অমনই পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বাগ্দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বাগ্দত্তা বয়ঃস্থা কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যায় কি না, তাহা তাঁহারা একবার বুঝিয়া দেখিলেন না। না বুঝিয়া শুঝিয়া তাঁহারা একটা গুরুতর কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন।"

রাজকুমার বুলিল "এরূপ বিবাহে কি কোন প্রকার দোষ জন্মে?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "জন্মে বই কি? পাতিত্য-দোষ।"

"আপনার কি কোনও প্রমাণ আছে?"

"তা আর নাই?" এই বলিয়া দেওয়ানজী হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র বাহির করিলেন।

রাজকুমার ব্যগ্রমনে তৎসমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা বয়ঃস্থা বাগ্দত্তা কন্যাকে বিবাহ করা পাতিত্য-জনক বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া দেওয়ান-জীকে বলিলেন, "আপনি কখন এই সমস্ত ব্যবস্থাপত্রের সংগ্রহ করিলেন?"

দেওয়ানজী হাসিয়া বলিলেন, "রাজকুমার, দেওয়ানী করা বড় কঠিন কার্য্য। চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া না চলিলে, পদে পদে ঠকিতে হয়। তোমাদের এই রাজবংশ অতীব প্রাচীন। ইহাকে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়ও বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়া অবধি প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে নানা জনের মুখে নানা কথা শুনিতে লাগিলাম। শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সহসা কোনও কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্' ইহা অবগত আছ। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াই তুমি প্রতিভাকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলে। আমি প্রয়োজনীয় অর্থাভাবের কথা জানাইয়া তোমাকে তখন নিরস্ত করিলাম। নিরস্ত করিয়াই যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, তাহা নহে। আমি সাধারণভাবে একটী প্রশ্ন ঠিক্ করিয়া, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতির প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট তাহা পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে সকলের নিকট হইতে, এই উত্তর আসিয়াছে। প্রশ্ন এবং উত্তর, দুইই পাঠ করিয়া এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।"

রাজকুমার বিমর্ষচিত্তে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তাদ্বারা তখন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া দেওয়ানজীকে বলিল, "দেখুন, আজ এসব কথা থাক্। আমি দুই চারি দিনের মধ্যে যাহা হয়, একটা সিদ্ধান্ত করিব।"

কৌশল সফলপ্রায় হইতে দেখিয়া, দেওয়ানজী মহাশয় মনে মনে উল্লসিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আন্দোলন।

ভূপেন্দ্রনাথের মনে একটি গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হই ভূপেন্দ্র প্রতিভার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য সম্যক্ ধারণা করিতে না পার্ তাহাকে কখন কখন গর্ব্বিতা মনে করিত, এবং এই কারণে, এক এ বার ভাবিত, হয় ত প্রতিভাকে বিবাহ করিয়া সে পবিত্র দাম্পত্যসু ভোগে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু এই এক কল্পিত গর্ব্ব ব্যতীত, ভূপেন্দ্রন প্রতিভাচরিত্রে আর কোনও দোষ দেখিতে পায় নাই। প্রতিভা অনিন্দ সুন্দরী; প্রতিভা যেন স্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি; পাপের ছায়া কখন যে প্রতিভার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, ইহা ভূপেন্দ্রনাথের ধারণা অতীত। প্রতিভাকে সে যদি কখনও চক্ষে না দেখিত, তাহা হইলে দেওয়ানজীর ঘৃণিত ইঙ্গিতে সে একদিন বিশ্বাস-স্থাপন করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু প্রতিভা রাজকুমারের বাল্যসহচরী। বাল্যকালের উভয়ের পবিত্র ভালবাসা এখন প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ যুবতী প্রতিভাকে কতবার দেখিয়াছে; দেখিয়া, তাহার রূপ-গুণে আরও মুগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং দেওয়ানজীর ঘৃণিত ইঙ্গিতে রাজ-কুমারের মনে সহজে ভাবান্তর উপস্থিত হইবে কেন? দেওয়ানজীও তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রতিভাকে বিবাহ করা যে সামাজিক-পাতিত্য-জনক, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দেওয়ানজীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত

সামাজিক-রহস্য-ভেদে সমর্থ হইল না। রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, প্রতিভা ব্রাহ্মণকন্যা ও সদ্বংশজাতা; প্রতিভা নির্ম্মলস্বভাবা; প্রতিভা বাগ্দত্তা; প্রতিভা ভবিষ্যৎ রাজবধূ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিতা। উভয় বংশের মধ্যে কত উপঢৌকনের বিনিময় হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। প্রতিভা রাজকুমারকে স্বামী রূপে গণ্য করিয়া থাকে; রাজকুমারও প্রতিভাকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী বলিয়া কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিভাকে বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণসমাজ তাহাকে পতিত করিবেন কেন? পাপের জন্যই পাতিত্য জন্মে। এখানে পাপ কোথায়? রাজকুমার বা প্রতিভা বিবাহ দ্বারা কোন্ সামাজিক পাপের অনুষ্ঠান করিবে?

রাজকুমার এই পাতিত্য-রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। প্রতিভার প্রতি রাজকুমারের অনুরাগস্রোত স্বাভাবিক গতিতে বহিতে থাকিলে, তাহা যে শেষ পর্য্যন্ত কোন্ দিকে যাইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু দেওয়ানজী মহাশয়ের সৃষ্ট এই কৃত্রিম বাধা পাইয়া, সেই অনুরাগস্রোত সহসা প্রবল হইয়া উঠিল এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য কলকলনাদে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। ভূপেন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিল, ব্রাহ্মণসমাজ তাহাকে পতিতই করুন্ আর যাহাই করুন, প্রতিভা তাহার এবং প্রতিভাকে সে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। প্রতিভাকে সে যদি না পায়, তাহা হইলে ধনজনসম্পত্তি কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাজকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। রাজকুমার ইতঃপূর্ব্বে মাতৃহীন হইয়াছিল। সুতরাং অন্তঃপুর এক

প্রকার শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক বৃদ্ধা পিতামহী ব্যতীত আপনার বলিতে ভূপেন্দ্রনাথের আর কেহই ছিলেন না। বৃদ্ধা ভূপেন্দ্রনাথকে যারপরনাই স্নেহ করিতেন এবং ভূপেন্দ্রনাথও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। রাজকুমার পিতামহীর সহিত একবার এই বিষয়ে বাক্যালাপ করিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু তাঁহাকে পূজায় নিযুক্তা দেখিয়া, জননীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

জননীর শয়নকক্ষ! হায়, এই কক্ষে আজ কত দিন ভূপেন্দ্রনাথ প্রবেশ করে নাই! এই কক্ষে প্রবেশ করিলেই, ভূপেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিত এবং নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইত। আজ অন্যমনে ভূপেন্দ্রনাথ জননীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিবামাত্র, সম্মুখস্থ ভিত্তিবিলম্বিত জনকজননীর দুই খানি তৈলচিত্রের উপর সহসা তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ভূপেন্দ্রনাথের মনে হইল যেন, স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী জননী চিত্রের মধ্য হইতে রাজকুমারের উপর স্নেহকারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রাজকুমারের চক্ষুর্দ্বয় সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। জনক-জননীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজকুমার সংসারে এখন একাকী। তেমন করিয়া আর কেহ তাহাকে ভালবাসে না; তেমন করিয়া আর কেহ তাহাকে মিষ্ট বচন বলে না এবং তেমন করিয়া আর কেহ তাহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত আলাপ করিয়া আজ তাহার হৃদয় সহজেই ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার উপর, জনক-জননীর স্নেহ কারুণ্য প্রভৃতি সহসা স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে তাঁহাদের অভাব রাজকুমারের মনে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল।

পিতৃমাতৃশোক পুনরুজ্জীবিত হইয়া রাজকুমারের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল, এবং সে বহুক্ষণ নীরবে অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিল।

শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, রাজকুমার গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিল। সহসা অপর এক ভিত্তিবিলম্বিত দুইটি চিত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। রাজকুমার দেখিল, সেই দুইটি চিত্রের মধ্যে একটি তাহার ও অপরটি প্রতিভার। রাণীমাতা সেই চিত্রদ্বয় স্বহস্তে সেই স্থানে বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিম্নদেশে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, "রাজকুমার শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ ও রাজবধূ শ্রীমতী প্রতিভা।" চিত্রদ্বয় দেখিতে দেখিতে একটি পুরাতন কথা রাজকুমারের মনে পড়িল। রাজকুমারের সহিত প্রতিভার বিবাহ সুসম্পন্ন দেখিবার জন্য রাণীমাতা অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজাবাহাদুর বর-কন্যার অল্পবয়সের উল্লেখ করিয়া রাণীকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষান্ত করিয়াছিলেন। স্বামীর ইচ্ছানুসারে পুত্রের শুভ বিবাহ স্থগিত থাকিল বটে, কিন্তু রাণী এই কারণে সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ থাকিতেন। রাজাবাহাদুর তাহা বুঝিতে পারিয়া সহধর্ম্মিণীর সন্তোষসাধনের নিমিত্ত প্রতিভার বাগ্দানকার্য্য মহান্ সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সেই দিনের একটি কথা রাজকুমারের মনে পড়িল। প্রতিভা তখন একাদশবর্ষীয়া বালিকা এবং ভূপেন্দ্রনাথ সপ্তদশবর্ষীয় যুবক মাত্র। প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকলিকার ন্যায় অতুল শোভাময়ী। বাগ্দানের দিন প্রতিভা সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া রাজবাটীতে আসিলে, তাহার সৌন্দর্য্যে রাজবাটী যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাণীমাতা প্রতিভাকে ক্রোড়ে বসাইয়া ভাববিহ্বলচিত্তে আনন্দাশ্রু বি

করিয়াছিলেন এবং তাহাকে ও রাজকুমারকে একত্র দণ্ডায়মান করিয় তাহাদের আলোক-চিত্র তুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রতিভ লজ্জায় গ্রীবা ও মস্তক এরূপ অবনত করিয়াছিল যে, দুই চারিবা চেষ্টা সত্ত্বেও, একটিবারও তাহার মুখের সম্পূর্ণ চিত্র উঠে নাই। তাহ দেখিয়া, রাণীমাতা রাজকুমার ও প্রতিভার চিত্র স্বতন্ত্র ভাবে উঠাইয় দুইটী চিত্র একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিম্নদেশে স্বহস্তে উভয়ের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজকুমার সেই দুইটি চিত্র ও জননীর হস্তাক্ষর দেখিয়া ভাবিলেন, "জনক-জননী যখন আমা দিগকে একত্র করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, কাহার সাধ্য? প্রতিভা নরকের কীট হইলেও, তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। সে বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, হইবেও না।"

রাজকুমার এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে, পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "রাজকুমার, রাণীঠাকুর-মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" ভূপেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জননীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতামহীর মত।

উপর, ভূপেন্দ্রনাথ পিতামহীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল হওয়াতে দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। রাজকুমারের মলিন মুখ দেখিয়া তিনি

গাংকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, তোমার মুখখানি আজ এমন শুকিয়ে গিয়েছে কেন? তোমার স্নান আহারের কোনও সময় ঠিক্ নাই। কোথায় থাক, কোথায় যাও, কি খাও, তা আমি কিছুই জান্‌তে পারি না। তুমি আর বাটীর মধ্যেও প্রায় এস না। আমি তোমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই না। বলি, এমন ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন, ভাই?"

ভূপেন্দ্রনাথ পিতামহীর বাক্যের উত্তরে বলিল, "ঠাকুরমা, আমার খাওয়া দাওয়ার কোনও কষ্ট হয় না। সে জন্য, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি ক'এক দিন থেকে একটি কথা ভাব্‌ছি। তোমাকে তাই ব'ল্‌ব ব'লে আজ এখানে এসেছি।"

"কি কথা, ভাই, বল?"

"কথা আর কি? বেশী কিছু নয়। আমি তোমার নাতবৌকে এ বাটীতে শীঘ্র আন্‌তে চাই।"

"নাত-বৌ?—নাত-বৌ? আ মরি মরি, আমার কি তেমন ভাগ্যি হ'বে যে, নাতীকে নাত-বৌয়ের সহিত সুখে ঘরকন্না ক'র্‌তে দেখে যাব?". কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার কণ্ঠরোধ হইল এবং পুত্র ও পুত্রবধূর স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত হইবা মাত্র দুই চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, আত্মসংযম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! মার আমার মনের সাধ মনেই র'য়ে গেল। বৌ নিয়ে ঘরকন্না ক'র্‌বার কত সাধ ছিল। আহা, তা'দিকে কি এখন পালাতে হয় রে? হরির কি এম্‌নি বিচার? কোথায় আমি তা'দের কোলে ম'র্‌ব? না, আমাকে এই সব দেখ্‌তে হ'ল? হরি, তুমিই সব জান। তোমারই সব ইচ্ছা। এখন আমাকে শীঘ্র পার কর, হরি, আমাকে শীঘ্র পার কর।"

বৃদ্ধার শোকোচ্ছ্বাসে রাজকুমারেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিল। রাজকুমার সংযতচিত্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "ঠাকুরমা, যা হ'বার, তা হ'য়ে গেছে। এখন গত বিষয়ের অনুশোচনা ক'রে আর ফল কি? ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হয়। বাবা মা তো বউ নিয়ে ঘর করতে পেলেন না; এখন তুমি যাতে নাত-বৌকে নিয়ে দু'দিন ঘর ক'র্‌তে পাও, তারই উদ্যোগ কর।"

"হারে, ভূপেন, আমার কি সে সাধ ছিল না? আমি তোমার বাপকে কত দিন ব'লেছিলাম্‌ 'বাবা, ভূপেনের বিয়ে দাও; যেন নাত-বৌ দেখে মরতে পাই।' আহা, বৌমারও কত সাধ ছিল। কিন্তু তা হ'ল কই? বৌ-মা নবকুমার বাবুর মেয়ে পিতিমেকে বৌ করবে ব'লে যেন ক্ষেপে উঠেছিল। আহা, আমার বৌমা যেমন ছিল, তার পছন্দও তেমনই হ'য়েছিল। পিতিমে তো পিতিমেই বটে। পিতিমে তখন এগার বছরের। সেই বিয়ের সময়। ওমা, তার বাপ বল্লে, এত ছোট মেয়ের এখন বিয়ে দেব না। আমরা তো কথা শুনেই অবাক্‌। তার পর ভট্‌চায্যিরা না কি বল্লে, যদি বিয়ে না দাও, তবে বাগ্‌দান কর। বাগ্‌দান কা'কে বলে, তা তো জানি না; আমরা তো এক বিয়েই জানি। যেমন আজকাল ছিষ্টিছাড়া লোক হ'য়েছে, তেমনি ছিষ্টিছাড়া শাস্তরও হ'য়েছে। আমি তখন তোমার বাপকে ব'ল্‌লাম 'বাবা, যদি বিয়ে দিবে তো দাও; ও সব বাগ্‌দান টাগ্‌দান বুঝি না।' তোমার বাপ বল্লে, 'মা, এ এক রকম বিয়েই বটে; তবে তোমার নাত-বৌ এখন তোমার ঘরকন্না ক'র্‌তে আস্‌বে না। দুই চার বছর পরে ঘর ক'র্‌বে।' আমি বল্‌লাম, 'বাবা, আমি ও সব কিছু বুঝি শুঝি না; তোমরা যা ভাল বোঝ,

তাই কর গে।' হা রে ভূপেন, সেই বাগ্দানের পর তো আজ ছ বছর হ'ল। নাত-বৌ ঘর ক'র্তে এল কই? বাগ্দান কি আবার বিয়ে? সাত পাক না ঘুরোলে কি কখনও বিয়ে হয়? পিতিমেকে তখন ঘরে আন্লে, সে কি এখন কলকাতাতে মেম সাহেবের মতন গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়া'তে পার্তো, না বেটাছেলেদের সঙ্গে ইস্কুলে প'ড়্তে যেতো? ও মা, কত কথাই শুনচি! ভাগ্যে তখন সাত পাক ঘুরে নাই; তা না হ'লে, আজ এই বংশে কলঙ্ক রাখ্বার ঠাঁই হ'তো না।' যখন বাগ্দান হয়, তখনি আমার মনে কেমন কেমন ঠেকেছিল।"

পিতামহীর বাক্যে বাধা দিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বলিল, "ঠাকুরমা, তুমি কি শুনেছ আর কিই বা ব'ল্ছ? কে তোমাকে ব'লেছে যে প্রতিভা মেম সাহেবের মতন কলিকাতায় গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ায়, আর বেটা-ছেলেদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ে? ও সব মিথ্যা কথা। আমি কলিকাতায় গিয়ে প্রায়ই যে তা'দিকে দেখে আসি! প্রতিভা বেটাছেলেদের ইস্কুলে পড়্বে কেন? সে ইস্কুলে পড়্তো বটে, ইস্কুলটি মেয়েদের। এখন আর ইস্কুলে পড়্তে যায় না। বাড়ীতেই পড়ে।"

"তা হ'লে হ'তে পারে, ভাই; আমি তো অত শত জানি না। তবে পিতিমের বয়স হ'ল এখন সতের বছরের কাছাকাছি। এত বড় মেয়ে এখনও আয়বুড়ো আছে? ছিঃ ছিঃ, শুনে ঘেন্না হয়। তার বাপ মা তো মারা প'ড়েছে। তার ভাই কি এখনও বোনের বিয়ে দেয় নাই?"

"বিয়ে এর আগেই দিত। কেবল আমাদেরই মত হয় নাই বলেই তো এত বিলম্ব হ'য়েছে।"

"মত আমাদের কেমন ক'রে হ'বে ? সব পণ্ডিতে যে এখন মানা করছে। আর মানা না ক'রলেই কি আমি একটা সতের বছরের মাগীকে নাত-বৌ ক'রবো? কেন, তোমরা পিতিমের ভাইকে সে কথা এখনও জানিয়ে দাও নাই?'

"কি কথা?"

"পণ্ডিতের মত? আমি তো তখনই তোমার বাপকে ব'লেছিলাম যে, এ সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড ক'রো না। শেষকালে একটা গোলযোগ হ'বে। ঘোঁট হ'বে। দেশ জুড়ে নিন্দে হ'বে। আমাদের বংশে বাগ্দান টাগ্দান কেহ কখনও করে নাই। দেশের লোকও কোথাও ক'রে না। হয় বিয়ে দিবে, দাও, তা নইলে কিছু ক'রো না। বাবা তখন আমার কথা শুনলে না। শেষ. কালে পৃথিবী জুড়ে লোক-হাসি হ'ল।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল, "পণ্ডিতদের কি মত?"

"ওঁমা, তা তুমি শোন নাই? এ কথা নিয়ে কত দিন যে ঘোঁট হ'চ্ছে। পিতিমের আর তাব ভাইয়ের নিন্দে শুনতে শুনতে তো আমার কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেল। তারা না কি ব্রেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছে, খেষ্টান হ'য়েছে। তা'দের নাকি আর জাত নাই। অত বড় মেয়ে ঘরে আইবুড় রাখলে কি কখনও জাত থাকে? আমাদের জ্ঞাতকুটুম্ব সকলেই এই কথা নিয়ে চর্চ্চা ক'রছে। তুমি তো ভাই দু'দণ্ড ঘরে এস না। বাইরে বাইরেই থাক। তোমার বিয়ে দেবার জন্য আমি আজ কতদিন থেকে চেষ্টা ক'রছি। দেওয়ান বল্লে—'পিতিমের যে এত কথা শুনচি, তার কি?' আমি কহিলাম, 'বাবা, আমি অতশত জানি না। পণ্ডিতদের

মত জিজ্ঞাসা কর।' দেওয়ান বল্লে, 'পণ্ডিতেরা সব আগে মত দিয়েছিল; এখনও দিবে।' আমি ব'ল্‌লাম, 'যদি নিন্দে ও দোষ না হয়, যা ভাল হয়, করগে।' দেওয়ান নাকি সব পণ্ডিতদের মত জিজ্ঞাসা ক'রেছিল; এখন তারা ব'লেছে,—'না, পিতিমের সঙ্গে বিয়ে হ'বে না; হ'লে সমাজে পতিত ক'রবে।' ওমা, কথা শুনেই তো আমার গায়ের রক্ত জল হ'য়ে গেছে। দেওয়ান বলে, 'মা, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি; কি ক'রবো, তাই বল।' আমি বল্‌লাম, 'বাবা, ওসব বিয়ের কথা ছেড়ে দাও। ভূপেনের জন্যে ভাল ঘরের একটী ভাল মেয়ে দেখ।' সেই অবধি, মেয়ের সন্ধান ক'রে একটী মেয়ে পাওয়া গেছে। আহা, মেয়ে তো নয়, যেন পারুল ফুলটি। সেই মেয়েই আমি ঠিক্ ক'রেছি। তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ'বে। সেই আমার নাত-বৌ হ'বে। নাত-বৌয়ের মতন নাত-বৌ! তা'কে দেখ্‌লে, একেবারে ভূলে যাবে।"

ভূপেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায় সেই মেয়ে? একবার দেখ্‌তে পাই না?"

"পাবে না কেন? দেখা'ব ব'লেই তো তাকে এখানে তাদের দেশ থেকে আনি'য়েছি। আজ বিকেল বেলায় এখানে আনিয়ে রাখ্‌বো। দেখ্‌বে এখন।

ভূপেন্দ্রনাথ বিমর্ষচিত্তে "আচ্ছা" বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্ধুর উপদেশ।

ভূপেন্দ্রনাথ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার প্রিয়বয়স্য নরেশচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাজকুমারকে আসিতে দেখিয়া নরেশচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কি, আজ অন্তঃপুরে অনেক ক্ষণ থাকা হ'য়েছিল যে! তবু এখনও অন্তঃপুরবাসিনীর অভাব! অন্তঃপুরবাসিনীর আবির্ভাব হ'লে, দেখ্‌ছি ভায়ার আর টিকিটী পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। কি, আজ ব্যাপারখানা কি? মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত হ'য়েছে যে!"

রাজকুমার বলিল, "তা না হওয়াই বিচিত্র! এখনও যে মেঘ হইতে বারি বর্ষে নাই, ইহা আরও বিচিত্র! সত্য বল্‌ছি, নরেশ, আজ যে রকম কাণ্ডকারখানা হ'য়েছে, তা'তে আমার ভারি কান্না পাচ্চে।"

"কান্না পাচ্চে? বল কি হে! ব্যাপার কি? তোমার রাণী প্রতিভার সমস্ত মঙ্গল তো?"

"আর রাণী প্রতিভা? রাণী প্রতিভার দফা রফা হ'তে ব'সেছে! প্রতিভাকে বুঝি আমি হারা'তে ব'সেছি"; এই কথা বলিতে বলিতে ভূপেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নরেশচন্দ্র রাজকুমারের কথাবার্ত্তায় কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "প্রতিভার কি আবার কোনও অসুখ হ'য়েছে? আজ কি কোনও পত্র পে'য়েছ?"

রাজকুমারের চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আজ প্রতিভার পত্র পেয়েছি বটে; তা তোমাকে দেখা'বে এখন; প্রতিভার আর কোনও অসুখ হয় নাই। এখন বেশ ভাল আছে। আমি মনে ক'রছিলাম, দুই এক দিনের মধ্যেই কলিকাতায় গিয়ে তা'কে দেখে আস্‌ব আর আমাদের বিয়ের কথাও ব'ল্‌ব। কিন্তু এদিকে এক গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে। তা'তে দেখ্‌ছি, সমস্তই বা পণ্ড হয়। আমার ও প্রতিভার ভারি বিপদ্ উপস্থিত। আমি কিছু স্থির করতে পার্‌ছি না। তোমাকে ডাকা'ব মনে ক'রছিলাম। কিন্তু তুমি আপনিই এসে'ছ, ভাল হ'য়েছে। এখন আমাকে এই বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে চেষ্টা কর। দেখ, তুমি এসে অবধি আমার অনেক উপকার ক'রেছ। আমি সব মন্দ সঙ্গ ছেড়েছি। প্রতিভার সম্বন্ধে আমার যে মন্দ ধারণা হ'য়েছিল, তা তুমিই দূর ক'রেছ। প্রতিভা যে কিরূপ গুণবতী রমণী, তা তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ। আমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমি প্রতিভার যোগ্য নই। কিন্তু ভগবানের কেমন লীলা, যাই প্রতিভাকে বুঝ্‌তে পেরে, তার জন্য লালায়িত হ'লাম, অমনি তিনি তাকে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছেন।" এই বলিয়া বিবাহ সম্বন্ধে দেওয়ানজী ও পিতামহীর সহিত যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ভূপেন্দ্রনাথ তৎসমুদয় নরেশচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিল।

নরেশ সমস্ত কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, "দেখ, আমি তোমাকে কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে চাই না। কিন্তু তুমি যদি রাগ না কর, তবে বলি।—এ সমস্তই তোমার দেওয়ানজীর ষড়যন্ত্র ব'লে আমার বিশ্বাস।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল, "দেওয়ানজীর দোষ দাও কেন ভাই? তাঁর কোনও দোষ নাই। আমি ঠাকু'মার কাছে যা শুনেছি আর দেওয়ানজীরও সহিত কথাবার্ত্তা ক'য়ে যা বুঝেছি, তা'তে তাঁর দোষ দেওয়া চলে না। বরং যাতে এই বিবাহ হয়, তার জন্যই তাঁর আন্তরিক চেষ্টা আছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে মত দিয়ে'ছেন, সে মতের বিরুদ্ধে তিনি কিরূপে কার্য্য করবেন? তিনি আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কার্য্য ক'রছেন। এতে তাঁর দোষ দাও কিরূপে?"

নরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তোমার এরূপ ধারণা না হ'লে, আজ এরূপ বিপদে প'ড়বে কেন? যা'ক্ তোমার বিশ্বাস তোমার কাছেই এখন থাক্। আমি সে সম্বন্ধে এখন আর কিছু বল্‌তে চাই না। সময় হ'লে বল্‌বো। এখন পণ্ডিতদের মতের কথা বল্‌ছো। তার জন্য আর চিন্তা কি? যে পণ্ডিতেরা বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, একটু চেষ্টা ক'রলে তাঁরাই আবার বিবাহের পক্ষে মত দিবেন।"

"সে কি রকম?"

"রকম আর কি? কিছু টাকা খরচ কর, তা'হলেই হ'বে।"

"তুমি যে কি বল, নরেশ, তা তো বুঝ্‌তে পারি না। পণ্ডিতেরা এমনই অপদার্থ যে, টাকার লোভে, শাস্ত্রের মর্ম্ম উল্টিয়ে দিবেন?"

"ওহে ভায়া, দেখ্‌ছি তুমি সেই ত্রেতাযুগের জীব। আমাদের দেশটা যে কতদূর অধঃপাতে গেছে, তার কোনও খবর রাখ না। শাস্ত্র হ'তে তুমি যেমন মতটি চা'বে, তেমনিটিই পাবে। আর আমাদের পণ্ডিতেরা একদিনের মধ্যে একটা কথার দশ রকম ব্যাখ্যা ক'রতে পারেন। তা না

পারলে পণ্ডিত কি? দেওয়ানজী পণ্ডিত মহাশয়দের কাছে একটা মতের যোগাড় ক'রেছেন। তুমিও চেষ্টা ক'রলে তার ঠিক্ বিপরীত আর একটা মত সংগ্রহ ক'রতে পারবে। সেই মত সংগ্রহ ক'রে তোমার দেওয়ান মহাশয়কে আর ঠাকুরমাকে বলবে যে, বাগ্দত্তা কন্যাকে বিবাহ করাই উচিত। না ক'রলে বরং প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হয়। বুঝলে?"

ভূপেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সে নরেশচন্দ্রের শ্লেষবাক্য ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। দেওয়ানজী অর্থ দ্বারা পণ্ডিতগণকে বশীভূত করিয়া প্রতিভার সহিত বিবাহ হওয়ার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত সংগৃহীত করিবেন কেন? ইহাতে তাঁহার স্বার্থ কি? প্রতিভার প্রতি তাঁহার আক্রোশ হইবারই বা কারণ কি? ভূপেন্দ্রনাথ বুঝিল, নরেশচন্দ্র দেওয়ানজীর উপর অন্যায় দোষারোপ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, "আচ্ছা, যদি প্রতিভার সহিত বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতদের একটী অনুকূল মত-সংগৃহীত করিতে পারা যায়, তবে তাহা সংগৃহীত করা কি তুমি কর্ত্তব্য মনে কর?"

"কেন মনে ক'রব না? যদি প্রতিভাকে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা কর, তবে তাহা সংগৃহীত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু তা হ'লে, দেওয়ানজীর অপমান করা হ'বে এবং তিনি চটিবেন।

"যদি দেওয়ানজীকে চটাইতে না চাও, তাহা হইলে প্রতিভাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমি সোজাসুজি যাহা বুঝিতেছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার উপর রাগ করিও না।"

"না, না, রাগের কথা কিছু নাই। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি; তাই তোমার উপদেশ চাহিতেছি।"

"আমি তোমার কোনও বিপদ দেখিতেছি না; সুতরাং বিশেষ কোনও উপদেশের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতগণের একটী অনুকূল মত সংগৃহীত কর এবং জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে কিছু টাকা দাও; তাহা হইলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে।"

"তাহা হইলে, এই দুইটী কাজই গোপনে সম্পন্ন করিতে হয়।"

"যদি গোপনে করিতে চাও, কর। কিন্তু আমি বলিয়া রাখিতেছি, তাহা কদাপি গুপ্ত থাকিবে না। তার চেয়ে প্রকাশ্যেই করা ভাল।"

"প্রকাশ্যে করিলে দেওয়ানজী চটিবেন।"

"চটিবেন ত চটিবেন। তাহার জন্য চিন্তা কি? কাল যদি দেওয়ানজীর অভাব ঘটে, তোমার কাজকর্ম্ম কি অচল হইবে?"

"অচল কি কিছু হয়? তবে কথা কি, জান—দেওয়ানজী বড় যোগ্য ও বিশ্বাসী ব্যক্তি; আমি বিষয় কর্ম্ম কিছু বুঝি না; তিনিই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতেছেন; আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তাঁহার অভাব ঘটিলে, সত্য সত্যই আমাকে মুস্কিলে পড়িতে হইবে।"

নরেশচন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। নরেশ বলিল, "ভাই ভূপেন, তুমি আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হ'য়ে নিজের যথেষ্ট অধোগতি ক'রেছ এবং সর্ব্বনাশও ক'রতে বসেছ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তোমার প্রতি আমার আন্তরিক টান আছে। তাই এত কথা বলিতেছি। রাগ করিও না। তুমি বিবাহের সঙ্কল্প এখন পরিত্যাগ কর। এখন বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা কর। বিষয়-কর্ম্ম না শিক্ষা

করিলে, প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ ঘটিবে না, ইহা আমি তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি।"

"বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার সহিত বিবাহের কি সম্বন্ধ আছে?"

"তোমার পক্ষে আছে। বিষয়কর্ম্ম শিখিলে, তোমার দেওয়ানজীর ভয় তিরোহিত হইবে এবং তুমি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে। দেওয়ানজীই প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহের প্রধান অন্তরায়, ইহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। আশা করি, তুমিও একদিন ইহা বুঝিতে পারিবে।"

ভূপেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "নরেশ, তোমার মাথার মধ্যে কেমন একটা ভাব ঢুকিয়াছে যে, কিছুতেই তাহা বাহির হইতেছে না। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, দেওয়ানজীর কোন দোষ নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। প্রতিভার সহিত আমার বিবাহ হইলে, তিনি সুখী বই দুঃখিত হইবেন না। তিনি নিজমুখে কতবার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এই বিবাহের অন্তরায় হইবেন কেন?"

"তোমার জন্য যে আর একটী কন্যা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে কন্যাটি কি দেওয়ানজীর সম্পর্কে কেহ হয়?"

"তা জানি না!"

"জানিবে। যদি সে দেওয়ানজীর সম্পর্কে কেহ হয়, তাহা হইলে, তাঁহার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সম্ভবতঃ, সে দেওয়ানজীর কেহই নহে।"

"তুমি কিরূপে বুঝিলে?"

"যদি ইহা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে লোকচরিত্র এখনও বুঝিতে

পারি নাই। যাহা হউক, আমি দেখিতেছি, তুমি বেড়া জালের মধ্যে পড়িয়াছ। ইহা হইতে তোমার নিষ্কৃতিলাভ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু আমি তোমার জন্য তত দুঃখিত নই। আমার দুঃখ কেবল প্রতিভার জন্য। সে তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। নিরপরাধা বালিকার সর্ব্বনাশ হইবে।"

কথা শুনিয়া ভূপেন্দ্রনাথের মুখ বিশুষ্ক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, "যাহাতে কাহারও সর্ব্বনাশ না হয়, তুমি তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর।"

"উপায় আর কি উদ্ভাবন করিব? তুমি এখন বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়কর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর। বিষয়কর্ম্ম নিজে চালাইবার দক্ষতা জন্মিলে, প্রতিভাকে বিবাহ করিবে। তৎপূর্ব্বে, বিবাহ করিবার চেষ্টা করিলেই গোলে পড়িবে। দেওয়ানের ভয়ে তুমি স্বাধীনভাবে কখনও কার্য্য করিতে পারিবে না।"

"আচ্ছা, তোমারই উপদেশ অনুসারে যদি চলা যায়, তাহা হইলে আজ যে ঠাকুরমা একটী নূতন মেয়ে দেখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কি করা যায়, বল দেখি?"

"মেয়ে দেখিও না।"

"কেন? দেখিতে হানি কি? তাহাকে বিবাহ তো আর করিতেছি না।"

"যদি বিবাহই না কর, তবে দেখিবার আবশ্যকতা কি? ভূপেন, রাগ করিও না। তোমার পূর্ব্বতন সহচরগণের রীতিনীতি আমি পছন্দ করি না। তা'রাই তোমার দেবোপম চরিত্রকে কলুষিত করেছে। তুমি

যদি প্রতিভাকেই বিবাহ করিবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া থাক, তাহা হইলে অপর স্ত্রীলোকের মুখপানে চাহিবে কেন? এরূপ করিলে, আপনার কাছে, প্রতিভার কাছে এবং ভগবানের কাছেও অপরাধী হইবে। যাহা ধরিবে, তাহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক। মুষ্টিবন্ধন শিথিল করিও না। অবশ্য যাহা কিছু ভাল, তৎসম্বন্ধেই আমি এই কথা বলিতেছি। মন্দ বস্তুকে কখনও ধরিবে না; যদিই ধর, ধরিবামাত্র তাহা ত্যাগ করিবে।"

ভূপেন্দ্রনাথ নরেশের এই বাক্যের কোনও উত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, নরেশ বলিল, "আজ তবে আমি আসি। আমি আজ কাল কিছু ব্যস্ত আছি। বি-এল্ পরীক্ষা খুব নিকটে। সময় এক রকম নাই বলিলেই হয়। তবু, তোমার যখন প্রয়োজন হইবে, আমাকে ডাকাইতে পাঠাইলেই, আমি আসিব।" নরেশ উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে রাজকুমারের একটী পূর্ব্বতন বয়স্য আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেশ তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিল না এবং রাজকুমারকে অভিবাদন করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সংসর্গের দোষ।

রাজকুমারের এই আগন্তুক বয়স্যটির নাম মনোমোহন। মনোমোহনের পিতার বেশ সম্পত্তি ছিল; কিন্তু সে পিতার মৃত্যুর পর সমগ্র বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিলাসস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেয় এবং অল্প

দিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলে। এখন রাজকুমারের মোসাহেবী করাই তাহার প্রধান কার্য্য। দেওয়ানজীর সহিত মনোমোহনের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। রাজকুমারকে অধঃপাতের পথে লইয়া যাইতে মনোমোহনের বিশেষ চেষ্টা এবং সে চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হইয়াছিল।

নরেশ বাবু উঠিয়া গেলে, মনোমোহন ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিল "কি—আজকাল নরেশ যে তোমার কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসা ক'র্‌ছে! কোনও চাকরীর উমেদার না কি?"

রাজকুমার বলিল, "না, না, চাকরীর উমেদার হ'বে কেন? নরেশের সঙ্গে আমি একত্র কলেজে প'ড়েছিলাম। নরেশ খুব ভাল ছেলে; যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই সচ্চরিত্র। সে বি-এল্ পাশ করেই হাইকোর্টে ওকালতী ক'র্‌বে। তার সঙ্গে অনেক দিন আমার দেখা হয় নাই। এবার সে বাড়ী এসেছে শুনে আমি তাকে একদিন ডেকে পাঠাই। সেই থেকে সে মাঝে মাঝে আসে।"

"আর তোমাকে সাধু হ'বার জন্যে নানা প্রকার উপদেশ দেয়।"

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, "কি রকম?"

মনোমোহন বলিল "আরে, ন্যাকামি ছেড়ে দাও। আমি কিছু শুনি নাই বুঝি? ঐ ছোঁড়া তোমার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা কচ্ছিল সব আমি শুনেছি। বাপু, এখনও লোক চিন্‌তে পার্‌লে না?"

"লোক চিন্‌বো না কেন? নরেশকে আমি বেশ জানি। তার মতন বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র লোক অতি অল্পই আছে।"

বুদ্ধিমান্ যে বটে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তা নইলে কি এক ঢিলে দুটো পাখী মার্‌তে পারে?"

"কি রকম?"

"তা এখন বল্‌ছি না, বাবা; পরে বুঝ্‌তে পারবে। এখন রাণী ঠাকুরমা তোমার জন্যে যে পরীটি এনে রেখেচেন, তাকে দেখার কি ক'রচো?"

"তুমি তার কথা জানলে কি ক'রে?"

"আরে আমি জানবো না তো জান্‌বে কে? আমি তাকে এর আগে অনেক বার দেখেছি। কিন্তু তখন সে ছিল কুঁড়িটি; এখন হ'য়েছে ফোটো ফোটো ফুলটি। সত্যি বল্‌ছি, আমি তাকে দেখেই তো অবাক্! তোমার প্রতিভাকেও আমি দেখেছি। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা! কোথায় সরোবরের প্রফুল্ল কমলিনী, আর কোথায় এঁদো ডোবার সুঁদি ফুল! দেখেছো কি ম'রেছো! বুঝলে ভায়া?

রাজকুমার উৎসুকচিত্তে বলিল, "বল, কি হে?"

"বলবো আর কি? যা বলছি, তা সত্য কি না, একবার দেখেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর।"

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, "দেখ, আমি মনে ক'রেছি, আমি এই মেয়েটিকে দেখ্‌বো না। তোমার কথা সত্য হ'তে পারে। প্রতিভার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে যে থাকৃতে পারে না, তা আমি মনে করি না। এই সংসারে কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু প্রতিভার সহিত আমার বিয়ে হ'বার কথাবার্ত্তা অনেক দিন হ'তে স্থির হ'য়ে আছে। আমাদের লৌকিক বিবাহ না হ'লেও, প্রতিভা আমাকেই তার স্বামী ব'লে জানে আর আমিও তাকে আমার স্ত্রী ব'লে জানি। দেখ, আমি স্থির ক'রেছি, প্রতিভাকেই আমি বিবাহ ক'র্‌বো।

যখন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বেই, তখন অপর মেয়ে দেখার প্রয়োজন কি?"

মনোমোহন হাসিয়া বলিল, "প্রয়োজন আছে কি না আছে, তা পরে দেখা যাবে। এখন চোখে একবার মেয়েটি দেখ্‌তে হানি কি?"

"হানি? হানি আছে বই কি? পাপ হ'বে।"

রাজকুমারের এই কথা শুনিবামাত্র, মনোমোহন হো হো শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "ভায়া, তোমার এ জ্ঞান কবে থেকে হ'ল? বলি, তুমি যে একেবারে পাদ্‌রী সাহেব হ'য়ে উঠ্‌লে! ঐ বেহ্মজ্ঞানী ছোঁড়াটা যে তোমাকে একদম গিলে ফেলেছে দেখ্‌ছি! হাঃ হাঃ হাঃ! আজ তোমার মুখে ভারি মজার কথা শুন্‌লাম যে হে! মেয়ে দেখ্‌লে পাপ হ'বে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ভারি মজার কথা! এ মজার কথা কা'কে শুনাই হে! হাঃ হাঃ হাঃ! বাপ্‌! হেসে হেসে যে দম্‌ আট্‌কে গেল!"

রাজকুমার মনোমোহনের এই আকস্মিক উচ্চহাস্যে প্রথমে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; পরে তাহার হাস্যের সহিত নিজেও যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমার আত্মসংযম করিয়া বলিল, "ভায়া থাম; হেসে যে একেবারেই খুন্‌ হ'লে। কেউ কিছু মনে করবে; চুপ কর। আচ্ছা, এই যে মেয়েটির কথা বললে, এটি কার মেয়ে? কত বড়? নাম কি?"

মনোমোহন হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, "হাঁ; পথে এস, সোণার চাঁদ। কাজের কথা কও। পাদ্‌রিগিরি রাখ, সংসারের মজা দেখ।

যত দিন বাঁচ, সুখভোগ কর। পাপ আবার কি? প্রতিভাকে তো অনেক দিন থেকে দেখ্ছো। প্রতিভার সঙ্গে তো নিত্যই মান অভিমান হ'চ্চে। বড়লোকের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছে; মনে অহঙ্কার কত! তাকে কি পোষমানানো সোজা কথা? বুড়ো শালিক কি পোষ মানে? একটী ছোট বুল্‌বুলি পোষ। নাম বল্‌বে; গান গাবে; ফুড়ৎ ক'রে উড়ে যাবে, আবার ডাক্‌লেই হা'তে এসে ব'স্‌বে। এটী গরিবের মেয়ে। বাপ নাই, মা নাই। তুমি একটু আদর ক'ল্লেই, তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে। তার উপর অদ্বিতীয় সুন্দরী। নাম উমাসুন্দরী। উমা তো উমাই বটে। বয়স চোদ্দ বছর। স্বর্গের পরী হে, স্বর্গের পরী!"

মনোমোহনের কথা শুনিতে শুনিতে রাজকুমারের মনে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। নরেশচন্দ্র তাহার মনে যে সদ্ভাবটুকু অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। উমাসুন্দরীকে দেখিবার জন্য রাজকুমারের মনোমধ্যে ইচ্ছা সহসা বলবতী হইয়া উঠিল এবং সে অন্ততঃ তৎকালের জন্যও প্রতিভাকে বিস্মৃত হইল। হায় প্রতিভা!

দশম পরিচ্ছেদ।

কন্যা-নিরীক্ষণ।

সেই দিন বৈকালে কন্যা-নিরীক্ষণের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে আহূত হইল। বিমলা পরিচারিকা রাজকুমারকে ডাকিতে আসিল। বিমলা

মধ্যবয়স্কা ও সর্ব্বদাই হাস্যমুখী। সে হাসিতে হাসিতে বলিল "রাজকুমার, মেয়েটিকে রাণী ঠাকুরমা বাড়ীতে আনিয়েছেন ; ঘর যেন আলো হ'য়েছে ; প্রতিভার চেয়েও সে দেখ্‌তে বেশ। ডাগর এবং সেঁয়ানাও বটে। একেই পছন্দ কর।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল "কেন, বিমলা, প্রতিভার দোষ কি ? প্রতিভাও কি সুন্দরী নয় ?"

"সুন্দরী হ'বে না কেন ? তবে, এমনটি নয়।"

রাজকুমার আর কোনও কথা না কহিয়া বিমলার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরে রাণী ঠাকুরমা ও পরিচারিকাগণ ব্যতীত, প্রতিবেশিনী অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারকে দেখিবামাত্র, তাঁহারা সকলে এক অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং যে কক্ষে কন্যা উপবিষ্ট ছিল, সে কক্ষের দ্বার ও বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমার বিমলার সহিত কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, একখানি বিস্তৃত কার্পেটের উপর কতিপয় সমবয়স্কার সহিত কন্যাটি বসিয়া আছে এবং গৃহের মধ্যে পিতামহী ও কতিপয় বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী উপস্থিত আছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বৃদ্ধা পিতামহীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইল এবং একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কন্যাটিকে দেখিয়া লইল। ভূপেন্দ্রনাথ যাহা দেখিল, তাহাতেই বুঝিল, বিমলা পরিচারিকার কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কন্যাটির যেরূপ সুগঠিত নাসিকা, পরিপাটী অধরৌষ্ঠ, উজ্জ্বল ক্ষুদ্র কপাল, কৃষ্ণতারার স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিশাল চক্ষু ও মনোহারিণী ভ্রূভঙ্গী, সেইরূপ কমনীয় মুখশ্রী বিনয়-

লজ্জা-বিজড়িত অপূর্ব্ব লাবণ্য ও রমণীয় অঙ্গশোভা। কন্যার দুই পার্শ্বে দুইটী সুগঠিত শুভ্র বাহুলতা সুবিন্যস্ত, এবং মনোহর রক্তিম করপল্লব-দ্বয় ক্রোড়দেশে স্থাপিত। ভূপেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কন্যাটি লজ্জায় অবনতমুখী ও সঙ্কুচিতা হইল, এবং তাহার গণ্ড ও কপোলদ্বয় সহসা রাগরঞ্জিত হইয়া রাজকুমারের কৌতূহলপূর্ণ শীলতা-বর্জ্জিত দৃষ্টিকে যেন তিরস্কৃত করিতে লাগিল। বালিকার বক্ষঃস্থলও ভাবাবেগে ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া যেন গৃহমধ্যে রাজকুমারের উপস্থিতির প্রতিবাদ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য সেই উদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার সৌন্দর্য্যরাশি রাজকুমারকে এরূপ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, সে ক্ষণকালের জন্য স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা রাজকুমারের চৈতন্য হইল। সে পিতামহীর দিকে চাহিয়া বলিল "ঠাকুর মা, মেয়েটির নাম কি ?"

"নাম ? তুমিই তা জিজ্ঞাসা কর না, ভাই ?"

রাজকুমার অপ্রতিভ হইল; বালিকাও লজ্জায় আরও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।

উপস্থিত মহিলারা বালিকাকে নিজ নাম বলিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সমবয়স্কারাও তাহার কোমল অঙ্গে নিজ নিজ কোমল অঙ্গুলি নিপীড়িত করিয়া নাম বলিবার জন্য বারম্বার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। এইরূপে বালিকা চতুর্দ্দিক্ হইতে অনুরুদ্ধ, ভর্ৎসিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া অবনতনেত্রে, মধুর হাস্যবিমণ্ডিত মুখে, সুমধুর কণ্ঠে বলিল "আমার নাম উমাসুন্দরী।"

মরি, মরি, কি মধুর হাস্য, কি মধুর কণ্ঠস্বর ও কি রমণীয় দন্তরুচি!

বালিকার অসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি রাজকুমারের হৃদয়কে সহসা অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া রাজকুমার সহসা সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সৌন্দর্য্য-মোহ।

রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে বহির্ব্বাটীর বিশ্রাম-কক্ষে উপনীত হইল। রাজকুমারের মুখমণ্ডল দেখিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। রাজকুমার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিল এবং অনুচর ভৃত্যকে কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বহির্দ্দেশে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিল। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

রাজকুমার পর্য্যঙ্কে বহুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে সমর্থ হইল না। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল এবং শয্যায় শয়ন করিয়াই সে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল।

কিন্তু রাজকুমারের নিদ্রা প্রগাঢ় হইল না। উমাসুন্দরীর সৌন্দর্য্য-মোহ তাহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সে মোহ অতীব যন্ত্রণাদায়ক,—বিরামদায়ক নহে। এই কারণ, রাজকুমার নিদ্রাবেশে নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

রাজকুমারের মনে হইল, সে যেন এক নবীন তপস্বী হইয়া কোনও মনোরম পর্ব্বতময় প্রদেশে একটী কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। অরণ্যের ফল মূল খাইয়া ও কলনাদিনী তটিনীর নির্ম্মল জল পান করিয়া, ভগবচ্চিন্তনে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে।

কিন্তু সেই পর্ব্বতময় প্রদেশে রাজকুমার একাকী নহে। সেখানে তাহার একমাত্র সঙ্গিনী তাহার সহধর্ম্মিনী প্রতিভা! প্রতিভা তপস্বিনী-বেশে স্বামীর সহিত তপশ্চর্য্যা করিয়া পরম আনন্দে কাল যাপন করিতেছে।

সহসা একদিন তাহাদের আশ্রমে অসামান্য রূপ-লাবণ্যময়ী উমাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত! উমাসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে নবীন তপস্বী মুগ্ধ হইল। উমাসুন্দরীও, জ্যোতির্লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তপস্বীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রেম ভিক্ষা করিল। কিন্তু তপস্বী সহসা সংযত হইয়া উমাসুন্দরীকে প্রত্যাখ্যান করিল। অভিমানিনী সেই ক্ষোভে তটিনীর নীরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিল! এই দুর্ঘটনায় অতীব কাতর হইয়া তপস্বী রোদন করিতে লাগিল।

সহসা ভূপেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভূপেন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে রোদন করিতেছিল। স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্তই তাহার মনে জাজ্বল্যমান। শোকাবহ-ঘটনা-পূর্ণ হইলেও, স্বপ্নটি ভূপেন্দ্রনাথের কেমন ভাল বোধ হইতে লাগিল।

আহা! কি মনোরম পর্ব্বতময় প্রদেশ! কি চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য! পর্ব্বত, কুটীর, তটিনী, প্রতিভা, তপস্বি-জীবন—সমস্তই যেন ভূপেন্দ্রনাথের নিকট যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উমাসুন্দরীও তো

মিথ্যা নহে? তবে কি তাহার সৌন্দর্য্যমোহ, তাহার প্রেমভিক্ষা এবং প্রত্যাখ্যানজনিত অভিমানে দেহত্যাগ—এই সমস্তই সত্য?

ভূপেন্দ্রনাথের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উমাসুন্দরীর জন্য তাহার হৃদয় করুণাপূর্ণ হইল। আবার পরমুহূর্ত্তেই কেমন একটী অনিশ্চিত ভীতি আসিয়া তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। হায়, কেন উমাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? যদি তাহার জন্ম না হইত, তাহা হইলে, হয়ত তাহাদের সেই পবিত্র তপস্বি-জীবন সফল হইত! ভূপেন্দ্রনাথের মনে স্বপ্নের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, সে তাহার ধন, মান, বিষয়, সম্পত্তি—সমস্তই যেন অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনাথ এই সমস্তের পরিবর্ত্তে যদি সেই তপস্বি-জীবন ও প্রতিভাকে পায়, তাহা হইলেই যেন তাহার সুখের মাত্রা পূর্ণ হয়। কিন্তু উমাসুন্দরী কেন তাহাদের সুখের পথে কণ্টক হইতে আসিল?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, উমাসুন্দরীর অতুলনীয় রূপরাশি ভূপেন্দ্রনাথের হৃদয়ে পুনর্ব্বার মোহ বিস্তার করিল এবং পুনর্ব্বার তাহার মনে অশান্তি ও যন্ত্রণার আবির্ভাব হইল। ভূপেন্দ্রনাথ আবার স্বপ্নময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে-লাগিল, সে যেন রাজা হইয়াছে এবং প্রতিভা রাণী হইয়াছে। রাজ-বাটীতে মহোৎসব চলিতেছে। কত দীন দরিদ্রকে ধনরত্ন বিতরণ করা হইতেছে। সেই দীন দরিদ্রগণের মধ্যে উমাসুন্দরী ভিখারিণী-বেশে কাতর-নয়নে দণ্ডায়মান। ভূপেন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল। আবার উমাসুন্দরী! ভূপেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া ব্যগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা

করিল "উমাসুন্দরি, তুমি এখানে? তুমি কি চাও?" উমাসুন্দরী প্রশ্ন শুনিয়াই একবার সেই সুমধুর হাসি হাসিল এবং বলিল "কি চাই? জান না? তোমাকে!" উত্তর শুনিয়াই ভূপেন্দ্রনাথের মুখ শুকাইয়া গেল এবং তাহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "আমাকে চাও? আমাকে? তুমি এখনও আমাকে ভুলিতে পার নাই? তুমি একবার আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ। আবার আমার সুখের পথে কণ্টক হইতে আসিয়াছ? দেখ, তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না। তুমি এই ধনসম্পত্তি সমস্তই লও এবং আমাকে ভুলিয়া যাও। আমি ও প্রতিভা বনে ফলমূল খাইয়া তপস্যা করিব। তুমি এইখানে সুখে থাক।" ভূপেন্দ্রনাথের বাক্য শেষ হইতে না হইতে, উমাসুন্দরী হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বলিল "তোমার ধনসম্পত্তি সমস্তই প্রতিভাকে দাও; আমি কেবল তোমাকে চাই। তোমাকে না পাইলে, আমি আবার মরিব।" এই বলিয়া সে একদিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিল। ভূপেন্দ্রনাথ সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, সেই পর্ব্বত-তটিনী, বর্ষাগমে স্ফীত হইয়া কল-কল-নাদে ছুটিয়াছে! ভূপেন্দ্রনাথ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দৈব।

ভূপেন্দ্রনাথ যখন জাগরিত হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত তাহার বয়স্যেরা আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার নিদ্রিত থাকার কথা অবগত হইয়া সকলেই একে একে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গিয়াছে। রাজকুমার কন্যা-নিরীক্ষণ করিয়া সহসা অন্তঃপুর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পিতামহী ও অপর মহিলাবর্গ কন্যা-সম্বন্ধে তাহার মতামত অবগত হইতে পারেন নাই। এই কারণে, তাঁহারা রাজকুমারের নিকট দুই একটী পরিচারিকাকে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজকুমার নিদ্রিত আছে, জানিয়া, তাহারাও অন্তঃপুরে প্রত্যাগত হইয়াছে। রাজকুমারের সহসা অন্তঃপুর-ত্যাগ ও অসময়ে নিদ্রাগমন সম্বন্ধে মহিলাগণের মধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা হইয়াছিল।

রাজকুমার জাগরিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোর তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সেই পর্ব্বতময় প্রদেশ, সেই মনোহর ক্ষুদ্র কুটীর, সেই কলনাদিনী তটিনী, সেই তপস্বি জীবন ও সেই নবীনা তপস্বিনী প্রতিভা—সমস্তই প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় তাহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রতিভার সেই তপস্বিনী মূর্ত্তি! মরি, মরি, কি সুন্দর! কি পবিত্র! প্রতিভার এরূপ সৌন্দর্য্য তো রাজকুমার কখনও দেখে নাই! আবার প্রতিভার সেই রাণী-মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী তাহার সম্মুখে প্রতিভা-বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন!

প্রতিভার এই দুই মূর্ত্তির সম্মুখে উমাসুন্দরী যেন দীনা, মলিনা ও হীনপ্রভা—যেন সে প্রতিভার দাসী হইবারও যোগ্যা নহে। কিন্তু উমাসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে যে একটী তীব্র মাদকতা-শক্তি আছে, তাহাও সে হৃদয়ঙ্গম করিল। হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র রাজকুমারের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

স্বপ্নকে আমরা অনেক সময় অলীক বলি। কিন্তু যে সময়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, সে সময়ে আমরা স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনাকেই প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় মনে করি। যে দেশ, যে প্রাকৃতিক দৃশ্য-নিচয়, যে মনুষ্য ও যে ঘটনাবলী আমরা কখনও বাস্তবিক দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে অনেক সময় আমরা তৎসমুদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া থাকি এবং মনে করি যেন সেই দেশ, সেই দৃশ্য-নিচয় ও সেই মনুষ্য ইত্যাদি আমাদের বহুকালের পরিচিত—যেন কোন্ জন্মান্তরে আমরা তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম! স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী দ্বারা অনেক সময় অনেকের জীবন-স্রোতও যে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

রাজকুমার জাগরিত হইয়া মনে করিল, উমাসুন্দরী সত্য সত্যই কোনও জন্মে তাহার সহিত পরিচিত হইয়া তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং এজন্মেও সে তাহার অনুসরণ করিতেছে! কি সর্ব্বনাশ! এক জন্মের অতৃপ্ত প্রেম কি পরজন্মেও অতৃপ্ত থাকিয়া যায়? উমাসুন্দরী প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া জন্মান্তরেও তাহার অনুসরণ করিতেছে, আর সে তাহাকে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিতেছে! রাজকুমারের হৃৎপিণ্ড পুনর্ব্বার ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সহসা মনোমধ্যে

কি একটী ভাব উপস্থিত হইবা মাত্র, রাজকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; অন্তঃপুরের কক্ষগুলি উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্ভাসিত। পিতামহী তাঁহার কক্ষে বসিয়া জপমালায় অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া একেবারে জননীর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানে উমাসুন্দরী ও বিমলা পরিচারিকাকে দেখিয়া তাহার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। রাজকুমার ও প্রতিভার চিত্রপটের সম্মুখে একটী কৌচের উপর উমাসুন্দরী সুখাসীনা। বিমলা পরিচারিকা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সেই চিত্রপট-সম্বন্ধে তাহাকে যেন কি বলিতেছিল, এমন সময়ে কক্ষমধ্যে সহসা কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্ব্বক রাজকুমারকে দেখিবামাত্র একেবারে শিহরিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। উমাসুন্দরীও কৌচ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে রাজকুমার তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল "ব'স, উমাসুন্দরি, তুমি যেও না।"

উমাসুন্দরী লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া সহাস্য মুখে, পরন্তু অধোবদনে, সেই কৌচের উপর বসিয়া ব্যস্ততাসহকারে অসংযত বেশ সংযত করিতে লাগিল।

সেই দীপালোকোজ্জ্বল নিভৃত কক্ষে, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর সম্মুখে, রাজকুমার চিত্রার্পিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল। এ কি অপূর্ব্ব রূপ ও লাবণ্য! এমন রূপলাবণ্য সে তো আর কখনও কোথাও দেখে নাই! এ রূপলাবণ্যের কি ভয়ঙ্কর উন্মাদিকা শক্তি! সহসা

রাজকুমারের হৃদয় মধ্যে কিসের একটী প্রবল জোয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই জোয়ারে, মুহূর্ত্তমধ্যে, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা যেন সমস্তই তৃণবৎ কোথায় ভাসিয়া গেল! তাহার চিত্ত যেন একটী প্রবল মত্ততায় আচ্ছন্ন হইল! সে সহসা স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গিয়া কোচে উমাসুন্দরীর পার্শ্বে উপবেশন করিল এবং বাহুদ্বারা তাহার কোমল দেহ-লতাকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল!

সহসা ভয়ঙ্কর ঝনাৎশব্দে তাহাদের সম্মুখের ভিত্তি হইতে কি একটা খসিয়া পড়িল! উভয়েই ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া দেখিল, রাজকুমার ও প্রতিভার চিত্রপটখানি ভিত্তিচ্যুত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে এবং তাহার আবরণ কাচখানি সহস্র খণ্ডে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে! সেই কাচের একখণ্ড উমাসুন্দরীর কপালে লাগি তাহা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে! উমাসুন্দরী ও রাজকুমার ভয়ে, বিস্ম ও আতঙ্কে কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। এমন সময়ে চিত্রপটের প্রবল পতন-শব্দ শুনিয়া বিমলা পরিচারিকা ত্রস্তভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজকুমার তাহাকে দেখিবামাত্র ব "বিমলা, উনার কপাল কেটে গেছে; শীগ্গীর বেঁধে দাও।" এই ব ভীতি-বিহ্বল অপরাধী তস্করের ন্যায় রাজকুমার বিদ্যুদ্বেগে অন্তঃপুর হই নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় প্রতিভা।

কলিকাতা নগরীর কোনও ভদ্রপল্লীর মধ্যে মধ্যম আয়তনের একটী সুন্দর দ্বিতল বাটী। এই বাটীটি প্রতিভাদের। প্রতিভার পিতা কলিকাতায় বাসের জন্য এই বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বৈকালিক রৌদ্রপাতে এই বাটীর একটী কক্ষ আলোকিত। সেই কক্ষটি কার্পেট্-মণ্ডিত। তাহার এক পার্শ্বে মেহোগিনি কাষ্ঠের একটী সুন্দর টেবিল। টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটী সুদৃশ্য চেয়ার। টেবিলের উপর কাচের একটী সুন্দর মস্যাধার। সেই মস্যাধারে দুই একটী কলম পেন্‌শিল্ প্রভৃতিও রহিয়াছে। টেবিলের এক পার্শ্বে মেহোগিনি কাষ্ঠের একটী সুন্দর র‍্যাক্ দণ্ডায়মান। সেই র‍্যাকে স্বর্ণাক্ষর-বিভূষিত কতকগুলি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক মনোহররূপে সজ্জিত। গৃহের চতুষ্কোণে কাষ্ঠের চারিটি সুদৃশ্য হোয়াট্-নট্ (what-not)। সেই হোয়াট্-নটের প্রত্যেক স্তবকে নানাবিধ পুত্তল ও ক্রীড়ণক সুসজ্জিত। কোনও স্তবকে দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত বিচিত্র কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ মূর্ত্তি; কোনও স্তবকে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের নানাবিধ পুত্তলিকা; কোনও স্তবকে চীনা মাটীর সুদৃশ্য পুত্তল এবং সর্ব্বোচ্চ স্তবকে কাচের

মনোরম পুষ্পাধার। সেই পুষ্পাধার-সমূহে কতকগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ এবং অন্যান্য পুষ্পের গুচ্ছ বিদ্যমান রহিয়াছে। দুইটী পরস্পর-সম্মুখীন ভিত্তির উপরে দুইটী তৈলচিত্র বিলম্বিত। একটী প্রতিভার পিতার, অপরটী তাহার জননীর। অপর দুইটী ভিত্তির ঠিক্ মধ্যভাগে দুইটী বড় আলোক-চিত্র। একটী প্রতিভার দাদা সুশীলকুমারের, অপটি রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথের। ভূপেন্দ্রনাথের চিত্রের. দুইদিকে প্রতিভার স্বহস্ত-রচিত, শিল্পকার্য্যশোভিত ফ্রেমমণ্ডিত দুইটী চিত্রময় কার্পেট। একটী কার্পেটে বাঙ্গলা অক্ষরে "সাবিত্রী" নামধেয় একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিত। অপর কার্পেটে দুইটী হরিণ-শিশুর মুর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিদ্বয়ের নিম্নে "রবি ও শশী" লিখিত আছে। সুশীলকুমারের চিত্রের দুই পার্শ্বেও সুন্দর পত্র-পুষ্পফলাঙ্কিত দুইটী চিত্র-কার্পেট ভিত্তির শোভা সম্পাদন করিতেছে। একটী কার্পেটের মধ্যে বাঙ্গলা অক্ষরে "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" এবং অপর কার্পেটের মধ্যে "পিতৃদেবো ভব; মাতৃদেবো ভব" এই বাক্যদ্বয় লিখিত রহিয়াছে। জনক ও জননীর তৈলচিত্রের দুই পার্শ্বে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষুদ্রায়তন চিত্রচতুষ্টয় বিলম্বিত রহিয়াছে।

কক্ষটি দক্ষিণ-দ্বার বিশিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বদিকেও দ্বার আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব উভয় দিকেই বারাণ্ডা। এই কক্ষের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে আর একটী কক্ষ। সেটি প্রতিভার শয়ন-কক্ষ। দুইটী কক্ষের মধ্যে দ্বার আছে। পশ্চিম কক্ষের পরেই রাজপথ।

প্রতিভার যেরূপ দুইটী কক্ষ, তাহাদের ঠিক্ উত্তর ভাগে সুশীল-কুমারেরও সেইরূপ দুইটী কক্ষ আছে। তন্মধ্যে একটীতে সুশীলকুমার

বসিয়া অধ্যয়ন ও বিষয়কর্ম্ম করে এবং অপরটিতে শয়ন করে। এই দুইটী কক্ষও সুশীলকুমারের নিজ রুচি-অনুসারে সুসজ্জিত।

এই দুইটী কক্ষেরও পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে বারাণ্ডা। উত্তর ও দক্ষিণ বারাণ্ডার পরই দুই দিকে উন্মুক্ত ছাদ। উভয় ছাদেই টবের উপর অনেকগুলি সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ। প্রতিভা প্রত্যহ স্বহস্তে সেই পুষ্পবৃক্ষগুলিতে জলসেচন করিয়া লালন পালন করে। নিম্নের সদর দ্বার হইতে দ্বিতলে আসিতে হইলে প্রথমে সুশীলকুমারের বসিবার ঘরেই উপস্থিত হইতে হয়।

প্রতিভার কক্ষদ্বয়ের দক্ষিণ দিকে যে ছাদ আছে, সেই ছাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিবার সোপানাবলী আছে। নীচে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও ভৃত্যদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি। সুশীলকুমারের শয়নকক্ষের নিম্নের ঘরটি বৈঠকখানা। সদর দ্বারের বামদিকে, উত্তরদিকের ছাদের নিম্নে, একটী সুসজ্জিত কামরা।

বাটীতে ভৃত্যের মধ্যে রামচাঁদ ও ধাই মা। ধাই মা রাত্রিতে প্রতিভার শয়ন-কক্ষেই শয়ন করিয়া থাকে। ধাই মাই প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহের কর্ত্রী। তাহার যত্নে গৃহখানি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং তৈজসপত্রাদিও যথাস্থানে বিন্যস্ত থাকে। ধাই-মাই প্রতিভার গৃহকার্য্যের প্রধান সহায়। এতদ্ব্যতীত তাহার আর একটী সহকারিণী ছিল। তাহার নাম নিরুপমা এবং বয়ঃক্রম ১৩।১৪ বৎসর। যথা সময়ে পাঠকপাঠিকাবর্গ ইহার পরিচয় পাইবেন।

প্রতিভা গৃহে কোনও পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত হইতে দেয় নাই। সে প্রত্যহ নিজ হস্তে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিত এবং দাদাকে স্বহস্তে

পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে আনন্দ অনুভব করিত। দাদা পরিতৃপ্তরূপে আহার না করিলে, সে কোনও দিন সন্তুষ্ট হইত না। সে দাদার জন্য প্রাতঃকালে স্বহস্তে চা ও খাবার প্রস্তুত করিত, মধ্যাহ্নে অন্নব্যঞ্জন এবং বৈকালে জলখাবার প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। প্রতিভা গৃহকার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহান্বিতা ও প্রফুল্লা। সুশীলকুমার পাচক বা পাচিকা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে, প্রতিভা বড়ই ক্ষুব্ধা হইত।

প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রতিভা স্নান করে; পরে দাদার জন্য চা ও জলখাবার প্রস্তুত করিয়া দেয়। তৎপরে ধাই-মা যখন রন্ধনের আয়োজন করিতে থাকে, সেই অবসরে, প্রতিভা বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে প্রতিভা গীতাই পাঠ করিতে অতিশয় ভাল বাসিত। রন্ধনের যোগাড় হইলে, প্রতিভা রন্ধনগৃহে গিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিত। সুশীলকুমার যাহা যাহা খাইতে ভালবাসে, প্রতিভা, সেই সেই দ্রব্য অতিশয় যত্নের সহিত প্রস্তুত করিত। বেলা ১০টার মধ্যে সুশীলকুমার আহার সমাপ্ত করিয়া কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইত। তৎপরে সে ধাই-মা ও রামচাঁদকে আহার করাইয়া সর্ব্বশেষে নিজে আহার করিত। সর্ব্বশেষে আহার করিত বলিয়া ধাই-মা ও রামচাঁদ প্রতিভার সহিত কত কলহ করিত। কিন্তু প্রতিভা তাহাদের অগ্রে আহার করিতে কিছুতেই সম্মত হইত না।

আহারের পর, পাঠগৃহের মেজের উপরে বসিয়া প্রতিভা শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিত। প্রতিভা মোজা ও কম্ফর্টার বুনিত এবং কার্পেটের উপর নানাবিধ পুষ্প ও পশুপক্ষীর চিত্র তুলিত। সে প্রতিবাসিনী মহিলাবর্গের শিশুসন্তানগণের জন্য জামা ও পিনি প্রভৃতিও সেলাই করিয়া

দিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিত। বলা বাহুল্য যে, এই কারণে সে পাড়ার বালকবালিকাগণের ও তাহাদের জনকজননীগণের অতিশয় প্রিয়-পাত্রী হইয়াছিল।

দ্বিপ্রহরের সময়, সুশীলকুমার গৃহে থাকিত না বলিয়া, প্রতিবাসিনী মহিলাবর্গ প্রায়ই প্রতিভাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিত। অল্পবয়স্কা বালিকারা ও সমবয়স্কা যুবতীরা তাহার নিকট শিল্পশিক্ষা করিতে আসিত; কেহ কেহ বা প্রতিভার পবিত্র সাহচর্য্যের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে আসিত। প্রতিভা সকলকেই বিনয়নম্র ব্যবহারে ও মধুর বচনে তুষ্ট করিত। সকলেই প্রতিভাকে ভাল বাসিত এবং প্রতিভাও সকলকে ভাল বাসিত।

বৈকালে সঙ্গিনী নিরুপমার সাহায্যে পুষ্পবৃক্ষগুলিতে স্বহস্তে জলসেচন পূর্ব্বক প্রতিভা আবার রন্ধন-শালায় প্রবিষ্ট হইয়া রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত এবং সন্ধ্যার পর, সকলকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। আহারের পর, প্রতিভা কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিত, অর্থাৎ সে পিয়ানো ও বেহালা এই দুইটী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কোনওটি কিয়ৎক্ষণ বাজাইত। তৎপরে সে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পুস্তকপাঠে মনো-নিবেশ করিত। রাত্রি ১০টার পর ধাই মার সহিত প্রতিভা শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইত।

কলিকাতায় প্রতিভার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইহাই স্থূল বিবরণ। মধ্যে মধ্যে প্রতিভা সুশীলকুমারের সহিত আলিপুরের পশুশালায় অথবা যাদুঘরে যাইত। কখনও বা শিবপুরের উদ্যানে নানাজাতীয় বৃক্ষ দেখিয়া উভয়ে প্রচুর আনন্দলাভ করিত। প্রতিভা অবসরক্রমে কখনও কখনও

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহার পবিত্র উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইত।

প্রতিবাসিনী মহিলাগণের মধ্যে মনোরমা প্রতিভার সমবয়স্কা। মনোরমাদের বাটী প্রতিভাদের বাটীর সংলগ্ন। উভয় বাটীতে যাতায়াত করিবার একটী দ্বারও ছিল। সুতরাং মনোরমা ও প্রতিভা উভয়ে অবসরক্রমে পরস্পরের বাটী যাতায়াত করিত। পল্লীগ্রামে মনোরমার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু তাহার স্বামী কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করায়, সে পিত্রালয়েই অধিকাংশ সময় যাপন করিত। স্বামী কলেজের ছাত্রাবাসে থাকিত; মধ্যে মধ্যে মনোরমাদের বাটীতে আসিত। মনোরমার স্বামী আর কেহই নহে, রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথের বয়স্য নরেশচন্দ্র, যাহার কথা পাঠকপাঠিকাবর্গ ইতঃপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। মনোরমার মুখেই নরেশচন্দ্র প্রতিভার দেব-চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছিল। নিরুপমা মনোরমারই কনিষ্ঠা ভগিনী। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমা।

মনোরমা ও প্রতিভার মধ্যে প্রকৃত সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। উভয়েই তুল্যবয়স্কা, তাহার উপর উভয়েই সুশিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-ভাবাপন্না। উভয়েরই মনোভাব প্রায় একপ্রকার। সুতরাং উভয়েই নানাবিষয়ে হৃদয় খুলিয়া আলাপ করিত এবং সেই আলাপে পরস্পরে বিমল আনন্দ লাভ

করিত। প্রতিভার সরলতা, পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, প্রফুল্লতা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, শিল্পানুরাগ ও সঙ্গীতচর্চ্চা দেখিয়া মনোরমা তাহার দেবোপম চরিত্রের মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিভার যে বিবাহ হইবার কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহাও মনোরমা জানিত। জানিবার প্রধান কারণ এই যে, যে গ্রামে রাজকুমারের বাটী, সেই গ্রামে তাহারও শ্বশুর-বাটী। রাজকুমারের সহিত তাহার স্বামী নরেশচন্দ্রের বন্ধুতা আছে। এই সূত্রে মনোরমা রাজকুমারেরও চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা ছিল না। সে স্বামীর নিকট রাজকুমারের চরিত্রের পরিচয় পাইয়া একান্ত দুঃখিত হইত এবং মধ্যে মধ্যে বলিত "তোমার রাজকুমার প্রতিভার চরণস্পর্শ ক'র্‌বারও যোগ্য নয়।" নরেশচন্দ্র প্রতিভার পরিচয় জানিত। অগত্যা সে স্ত্রীর বাক্যের কোনও প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হইত না।

সখীর ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুখময় হয়, তজ্জন্য মনোরমা সর্ব্বদাই ভগবানের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিত। কিন্তু সে রাজকুমারের হীনচরিত্রের কথা একটী দিনও প্রতিভাকে জানিতে দেয় নাই। আশঙ্কা, পাছে তাহা জানিতে পারিয়া সখীর হৃদয় ব্যথিত ও বিদীর্ণ হয়। সরলা বালিকা রাজকুমারকেই আপনার স্বামী বলিয়া জানিত, এবং মধ্যে মধ্যে কোনও অব্যক্ত কারণে একটু বিমনায়মান হইলেও, সে সেই সরল বিশ্বাসেই সর্ব্বদা প্রফুল্লা থাকিত।

কিন্তু মনোরমার হৃদয় হইতে চিন্তাভার অপসৃত হইত না; সে স্বামীকে প্রায়ই বলিত "তোমার সহিত রাজকুমারের বন্ধুত্ব আছে। রাজকুমার প্রতিভাকে যা'তে শীগ্‌গীর বিয়ে করে, তার জন্য তুমি তা'কে অনুরোধ

ক'র্‌তে পার না? আমার বিশ্বাস, রাজকুমারের সহিত প্রতিভার যদি শীগ্‌গীর বি'য়ে হ'য়ে যায়, তা' হ'লে, প্রতিভা আপনিই তা'কে সৎপথে নিয়ে আস্‌বে আর তা'দের ভবিষ্যৎজীবনও সুখময় হ'বে। কিন্তু যদি বিলম্ব হয়, তা' হ'লে অনেক অনর্থ হ'বার সম্ভাবনা।" মনোরমা স্বামীকে প্রায়ই এইরূপ অনুরোধ করিত। নরেশচন্দ্র সমস্ত কথা শুনিত, কিন্তু কোনও উত্তর দিত না। অবশেষে সে একদিন মনোরমাকে বলিল "দেখ, তোমার কথা আমি বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখেছি। আমার মনে হয়, ভূপেনকে আমি স্বয়ং পত্র লিখ্‌লে কোনও ফল হ'বে না। বিবাহকার্য্য-সম্পাদনের জন্য ভূপেনকে সুশীল পত্র লিখুক। কালই আমি সুশীলকে পত্র লিখ্‌তে ব'ল্‌বো। তার পর, আমিও বাড়ী যাবার ছলে, সেখানে গিয়ে, যা' কর্ত্তব্য হয়, ক'র্‌বো। হতভাগা কতকগুলা বদ্‌মায়েশ্‌ ছোঁড়ার হাতে প'ড়ে জাহান্নমে যেতে ব'সেছে। সেখানে তার ভাবগতিক দেখে আমাকে কাজ ক'র্‌তে হ'বে। আর শুনেছি—শুনেছি কেন? নিজে জানিও—তার দেওয়ানটা বড় বদ্‌লোক। সেখানকার হালচাল একবার না দেখ্‌লে, কিছু ক'র্‌তে পার্‌বো কি না, জানি না। যাই হো'ক্‌, আমি শীগ্‌গীর একবার দেশে যাবার সঙ্কল্প ক'রেছি। অনেক দিন বাড়ীও যাওয়া হয় নাই; আর বি-এল্‌ পরীক্ষাটাও এ বৎসর দিতেই হ'বে। সুতরাং কিছু দিনের জন্য তোমার কাছ থেকে একটু দূরে থাকাও মন্দ পরামর্শ নয়। কি বল?"

এই শোষোক্ত বাক্য শুনিয়া মনোরমা অভিমানভরে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিল না। পরে কোপসূচক স্বরে স্বামীকে বলিল "কে তোমাকে আমার কাছে থাক্‌তে বলে? তোমার যেখানে ইচ্ছা, যাও না কেন?"

নরেশচন্দ্র তদুত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ওগো, রাগ কর কেন? তোমার সইয়ের মঙ্গলের জন্যই তো আমাকে কিছুদিনের জন্য দূরে যেতে হ'চ্চে। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? দেখা যাক্‌, ঘটকালীটা কি রকম ক'র্‌তে পারি।"

তখন মনোরমার অভিমান দূরীভূত হইল এবং নরেশচন্দ্রও দুই চারিদিন পরে স্বদেশে গমন করিল।

সেখানে রাজকুমারের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া নরেশচন্দ্র চিন্তা-সাগরে ডুবিল। দুষ্ট দেওয়ানের চক্রান্ত, রাজকুমারের নির্ব্বুদ্ধিতা, প্রতিভা সম্বন্ধে রাজকুমারের পিতামহীর কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা, নূতন পাত্রী-আনয়ন, রাজকুমারের পাত্রী-নিরীক্ষণের উদ্যোগ—ইত্যাদি সকল কথা নরেশচন্দ্র প্রত্যহ "গোপনীয়" পত্রে মনোরমা ও সুশীল-কুমারকে জানাইতে লাগিল। স্ত্রীকে মাথার দিব্য দিয়া সে প্রতিভাকে কিম্বা অপর কাহাকে এই সমস্ত সংবাদ জানাইতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া দিল। সুশীলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে মনের চিন্তা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। মনোরমারও হৃদয় ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু সেও কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রহিয়াছে। মনোরমা প্রত্যহ যেমন প্রতিভাদের বাটী আসে, সেইরূপ আসিয়া থাকে; প্রত্যহ তাহাদের মধ্যে যেরূপ গল্প হয়, সেইরূপ গল্প করিয়া থাকে, আর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সখীর অবস্থা স্মরণপূর্ব্বক গোপনে ক্রন্দন করে।

আর প্রতিভা? প্রতিভা প্রত্যহ যেরূপ সরল ও প্রফুল্ল মনে গৃহ-কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহকার্য্য করে; প্রত্যহ সকলের সহিত

যেরূপ হাস্যালাপ করিয়া থাকে, সেইরূপ হাস্যালাপ করে; প্রত্যহ বালিকাগণকে যেরূপ শিল্প-শিক্ষা দিয়া থাকে, সেইরূপ শিল্প-শিক্ষা দেয়। তাহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশে যেন একটুও মেঘের সঞ্চার হয় নাই। যখন মেঘ নাই, তখন ঝঞ্ঝাবাত বা বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা নাই। আনন্দময়ী প্রতিভা আপনার আনন্দে আপনিই বিহ্বলা, আপনার বিশ্বাসে আপনিই বিশ্বাসবতী, আপনার মাধুর্য্যে আপনিই মাধুর্য্যময়ী। হা বিধাতঃ, এই সরলা বালিকার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরুপমা।

প্রতিভা নিরুপমাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিত। নিরুপমা নিরুপমাই বটে। জন্মমাত্র তাহার অতুলনীয় রূপরাশি দেখিয়া, তাহার পিতা মাতা তাহার নাম নিরুপমা রাখিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারেই, ইহার নাম নিরুপমা হইয়াছে। নিরুপমা তন্বঙ্গী সুন্দরী। তাহার হস্ত, পদ, বাহু, অঙ্গুলি, অধরোষ্ঠ, নাসিকা, কপাল, ভ্রূ, চক্ষু, কর্ণ—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনিন্দ্য সুন্দর এবং তৎসমুদায়ে যেন একটী অপার্থিব লাবণ্য ক্রীড়া করিতে থাকে। নিরুপমাকে সহসা দেখিলে মনে হয়, তাহার দেহাবয়ব যেন রক্তমাংসময় নহে। নিরুপমার কর-চরণের অঙ্গুলিগুলি—ঘনসন্নিবিষ্ট ও চম্পককলিবৎ সুদৃশ্য; তাহার ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ বিম্বফলবৎ মনোহারী; তাহার দশনপংক্তি মুক্তাবলীর ন্যায়

রমণীয়। তাহার গতি বায়ুর ন্যায় লঘু ও নিঃশব্দ। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই হাস্যবিমণ্ডিত। যেখানে নিরুপমা গমন করে, সেইখানেই যেন জ্যোতিঃরাশি বিকীর্ণ করিতে থাকে।

এই নিরুপমাই প্রতিভার নিত্য-সহচরী। নিরুপমা যখন বিদ্যালয়ে পড়িত, তখন সে সর্ব্বদা প্রতিভার কাছে আসিতে পারিত না। কিন্তু এখন নিরুপমা বয়ঃস্থা ও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। সুতরাং পিতা মাতা তাহাকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না। নিরুপমা এখন গৃহেই থাকে; কিন্তু দিবসের অধিকাংশভাগ সে গৃহে না থাকিয়া প্রতিভার নিকটেই অবস্থান করে। পিতা মাতার ইহাতে কোনও আপত্তি নাই। মনোরমা বরং ইহাতে সমধিক আনন্দিতা। নিরুপমা প্রতিভার ন্যায় প্রাতঃস্নান অভ্যাস করিয়াছে এবং সে স্নান করিয়াই প্রতিভার নিকট উপস্থিত হয়। প্রতিভা সুশীলকুমারের জন্য যখন চা ও খাবার প্রস্তুত করে, নিরুপমা তখন প্রতিভাকে সেই কার্য্যে সাহায্য করিতে যত্নবতী হয়। পূর্ব্বে নিরুপমা স্বয়ং চা ও খাবার লইয়া সুশীলকুমারের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সে সুশীলের সম্মুখে যাইতে চায় না। তাহা দেখিয়া প্রতিভাই দাদার নিকট চা ও খাবার লইয়া যাইত। প্রতিভা এক দিন হাসিতে হাসিতে সুশীলকে বলিল, "দাদা, নিরু আর আপনার সাম্‌নে আস্‌তে চায় না কেন, বলুন দেখি?" তাহা শুনিয়া সুশীলকুমার হাসিয়া নিরুপমাকে ডাকিল, "ও নিরু, কি হ'য়েছে? তুমি আর আমার সাম্‌নে আস্‌তে চাও না কেন?" নিরুপমা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিল। সুশীলের আহ্বান শুনিবামাত্র সে ছুটিয়া প্রতিভার কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রতিভা নিরুপমাকে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা

করিত "নিরু, সত্য বল দেখি, তুমি আর দাদার সাম্‌নে যেতে চাও না কেন?" প্রশ্ন শুনিয়াই, নিরুপমা মস্তক অবনত করিত এবং ব্রীড়ায় তাহার গণ্ডদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠিত। সুশীলকুমারের কথা উঠিলেই, নিরুপমা মস্তক অবনত করিয়া থাকিত এবং কোনও কথা বলিত না।

প্রতিভা বুদ্ধিমতী। এক দিন সহসা তাহার মনে একটা কথা উঠিল। সেই কথাটি তখন সে কাহারও নিকটে প্রকাশ করিল না। কিন্তু সেই কথার আলোচনায়, তাহার হৃদয় উত্তরোত্তর আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইতে লাগিল। এক দিন অবসর বুঝিয়া প্রতিভা মনোরমাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিল, "সই, তোমরা এর পর নিরুপমার বিয়ে দেবে না?" মনোরমা বলিল, "বাবা নিরুর জন্য পাত্র খুঁজে বেড়াচ্চেন; কিন্তু মনোমত পাত্র পাওয়া যাচ্চে না।" প্রতিভা তখন তাহাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সই, আমার দাদাকে তোমাদের পছন্দ হয়?" মনোরমা প্রতিভার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল, "তুমি কি বল্‌চো সই, বুঝ্‌তে পার্‌চি না।" প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "বুঝ্‌তে পার্‌চো না, সই? বলি, আমার দাদাকে নিরুর বর ক'র্‌তে তোমাদের ইচ্ছা হয়?" মনোরমা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার দাদাকে?—নিরু কি এমন ভাগ্য ক'রে এসেছে, সই?" প্রতিভা বলিল, "ভাগ্য ক'রে এসেছে, কি না এসেছে, তা, পরে দেখা যাবে। এখন তোমাদের মত আছে?" মনোরমা বলিল, "বাবার ও মার কখনই অমত হ'বে না। কিন্তু সুশীলবাবু কি এখন বিয়ে ক'র্‌বেন? তোমার এখনও বিয়ে হয় নি; তোমার বিয়ে না হ'লে তো আর তোমার দাদা বিয়ে ক'র্‌বেন না।"

কথা শুনিয়াই প্রতিভা যেন একটু চমকিত হইল। পরে হাসিয়া বলিল "সই আমার বিয়ের কথা বল্‌চো? তা তো অনেক দিন হ'য়ে গেছে। আমার আবার বিয়ে কি? এখন রাজকুমার আমাকে যখন নিয়ে যাবেন, তখনি আমি যাব।"

প্রতিভার বাক্য শুনিয়াই মনোরমার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার চক্ষুতে জল আসিবার উপক্রম হইল। সহসা সে আত্মসংযম করিয়া বলিল "তুমি যা বল্‌চো, তা সত্য বটে; তবু তো রাজকুমারের চারিদিকে তোমাকে একবার সাত পাক ঘুরতে হ'বে?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল "সাত পাক কেন, সই? মনে মনে তাঁর চারিদিকে লক্ষ পাক ঘুরে'ছি। সে পাক এ জন্মে আর এলো হচ্চে না। যাক্ সে কথা। তুমি এখন কাজের কথা ধর। দেখ, আজ ক'এক দিন থেকে আমার মনটা কেমন চঞ্চল হ'য়েছে। আমার কেমন এক শ বার মনে হ'চ্চে, আমি যেন আমাদের বাড়ীতে বেশী দিন থাক্‌বো না। দাদাকে ছেড়ে আমাকে যেন কোথায় যেতে হ'বে। মনটা সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে (বলিতে বলিতে প্রতিভার নয়নপ্রান্তে জল আসিল)। আমি আমার দাদাকে কার হাতে সঁপে যাব, তাই আমি ভাব্‌ছি। কে আমার দাদাকে দেখ্‌বে? কে তাঁকে যত্ন করবে? কে তাঁর সংসারের ভার নেবে? এই সমস্ত কথা দিনরাতই আমার মনে হ'চ্চে। সেদিন নিরুপমাকে দেখে হঠাৎ আমার মনে হ'ল, নিরু যদি দাদার বৌ হয়, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। নিরুকে আমি সব শিখিয়েছি। দাদা কখন কি খান, কখন কি চান, তা সমস্তই নিরু জানে। আর নিরুর মতন বৌ পাওয়া—সে তো আমার দাদার সৌভাগ্য। অমন

মেয়ে কি আছে? হাজারের মধ্যেও অমন একটী মেয়ে পাওয়া যায় না। নিরু যেন আমার আপনার ছোট বোন্। তোমাকে যত ভালবাসি, তার চেয়েও নিরুকে বেশী ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হয়। তা'কে আমি মোজা বুন্‌তে, শেলাই কর্‌তে এবং আরও ভালরূপে লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখিয়েছি। নিরু পিয়ানো বাজাতে শিখেছে; গৃহস্থালীর কাজক সব শিখে'ছে। দাদা এমন বৌ কোথায় পাবে বল দেখি, সই আর তার রূপের কথা? আমার তো মনে হয়, নিরু যেন সাক্ষা লক্ষ্মী। এমন রূপবতী, পবিত্রস্বভাবা ও আনন্দময়ী মেয়ে কি আ আছে?" এই কথা বলিতে বলিতে প্রতিভার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

মনোরমাও প্রতিভার মুখে ভগিনীর প্রশংসা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "তোমার দাদাকে নিরুর কথা ব'লেছো না কি, সই?"

প্রতিভা বলিল "না, দাদাকে আমি এখনও কিছু বলি নি। কা'কেও বলি নি। এই তোমাকে প্রথম বল্‌লুম। তোমাদের যদি মত হয়, তবে দাদাকে ব'ল্‌বো।"

সুশীলকুমারের বর্ত্তমান মনোভাব কিপ্রকার, তাহা মনোরমা স্বামীর পত্রপাঠ করিয়া অনেকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এখন যে তাঁহার কাছে তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করা অকর্ত্তব্য, তাহা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে প্রতিভাকে বলিল "দেখ, সই, এখন তোমার দাদাকে নিরুর কথা কিছু ব'লো না। আমি আগে বাবাকে ও মাকে সব কথা খুলে বলি, আর তাঁদের মতও জানি। তার পর যখন

তোমাকে ব'ল্‌তে ব'ল্‌বো, তখন ব'ল্‌বে। এখন নিরুর কথা, বা তাঁর বিয়ের কথা তাঁর কাছে পেড়ো না।"

প্রতিভা সরলভাবে সব কথা বুঝিয়া সখীকে বলিল "আচ্ছা, তাই হ'বে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলকুমার।

সুশীলকুমারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, কথোপকথনে তাহার কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি নাই। সে সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত থাকে। সুশীল স্বভাবতঃই গম্ভীর-প্রকৃতি, চিন্তাশীল ও অল্প-ভাষী, এবং কখনও কখনও বিষয়-কর্ম্ম-ব্যাপারেও কিছু উদ্বিগ্ন হয়। সুতরাং সে যে কোনও গুরুতর কারণে চিন্তাযুক্ত হইয়াছে, তাহা ধাই-মা ও প্রতিভা অনুমান করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তৎসম্বন্ধে কোনও দিন কোন প্রশ্নও তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। আহারের সময়ে, কিম্বা অন্য কোনও সময়ে, যখনই প্রতিভা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখনই সুশীলকুমার পূর্ব্বের ন্যায় সহাস্য বদনে তাহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করিলেও, সুশীলকুমার ভগিনীর মুখের দিকে সকল সময়ে চাহিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত।

ভূপেন্দ্রনাথের চরিত্রে সুশীলকুমার কখনই শ্রদ্ধাবান্ ছিল না। যখন

হইতে সে নূতন শিক্ষকের হাতে পড়িয়াছিল, তখন হইতেই সুশীলের চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পিতৃদেব ভূপেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিভাকে বাগ্দত্তা করিয়া যে ভাল কাজ করেন নাই, তাহা অনেক সময় তাহার মনে হইত। কিন্তু মনে হইলে কি হইবে,—সুশীল বুঝিত যে, এখন আর কোনও উপায় নাই। প্রতিভা যেরূপ সরলা, তাহার যেরূপ শিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশ্বাস,—তাহাতে সে যে ভূপেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকে কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করিবে, তাহা অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব। এক্ষণে, ভূপেন্দ্রনাথ প্রতিভাকে বিবাহ না করিয়া যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে, প্রতিভার দশায় কি হইবে? সুশীলকুমার এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আর অধিক চিন্তা করিতে পারিত না। তখনই তাহার হৃদয় ভগ্নপ্রায় হইত এবং সে কিছুতেই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না।

নরেশচন্দ্র সুশীলকে প্রত্যহ যে পত্র লিখিত, তাহা পাঠ করিয়া সুশীলের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনাথের পিতামহী, দেওয়ান, জ্ঞাতিবর্গ, রাজবাটীর প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্য এবং প্রধান প্রধান স্থানের অধ্যাপক এবং পণ্ডিতবর্গও প্রতিভার সহিত ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহের বিপক্ষ। ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি দৃঢ়চিত্ত হইত, তাহা হইলেও, কিছু আশা ছিল। কিন্তু সে আশাও নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। ভূপেন্দ্র আর একটী কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছে। কন্যাটি না-কি পরম সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্য ভূপেন্দ্রনাথের দুর্ব্বল হৃদয়ে যে মোহবিস্তার করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। হায়, নরেশচন্দ্র একাকী কি করিবে? নরেশ চেষ্টা করিয়া ভূপেন্দ্রনাথের মনে যে সদ্ভাবটুকু অঙ্কুরিত করিয়া আইসে, তাহার অসৎ সহচরবর্গ পরমুহূর্ত্তেই তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। নরেশ অদ্য লিখিয়াছে

যে, কন্যা নিরীক্ষণ করিয়া অবধি ভূপেন্দ্রনাথের যেন একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে সর্ব্বদাই গম্ভীর থাকে এবং কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না। তাহার হৃদয় মধ্যে যে একটা প্রলয়ের ঝড় বহিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নরেশের বিশ্বাস যে, ভূপেন্দ্রনাথ তাহার জীবনের ভয়ঙ্কর সঙ্কট স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সঙ্কটের সময় যেদিকে হউক, সে হঠাৎ ঢলিয়া পড়িবে। বুদ্ধিমান্ দেওয়ানও তাহা বুঝিতে পারিয়া উমাসুন্দরীর সহিত ভূপেন্দ্রনাথের শীঘ্র বিবাহ-কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে উদ্যোগ করিতেছেন।

এই পত্র পাঠ করিয়া সুশীলকুমারের হৃদয় আশাশূন্য হইয়া পড়িল। দেওয়ানের মায়াজাল হইতে কি ভূপেন্দ্র আর নিষ্কৃতি-লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তবে কি তাহার স্নেহের ভগিনী প্রতিভার জীবনে সুখের আশা ইহ জন্মের মত ফুরাইল? "হা ভগবন্" এই বলিয়া সুশীলকুমার শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুরুদেব।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন প্রতিভা ও ধাই মা, কেহই বাড়ীতে ছিল না। মনোরমা তাহাদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; সেইজন্য, প্রতিভা সুশীলকে ভোজন করাইয়াই মনোরমাদের বাটী গিয়াছে। প্রতিভা

তাহার পিয়ানো এবং বেহালাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। মনোরমাদের বাটীতে আজ প্রতিবাসিনী অনেক মহিলার সমাগম। তাঁহারা প্রতিভাবে পিয়ানো ও বেহালা বাজাইতে দেখিতে সাধ করিয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিভার গৃহ-প্রত্যাগমনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

সুশীলকুমার শোকে সমাচ্ছন্ন ও বিহ্বল, এমন সময়ে মনোরমাদের বাটীতে ভগিনীর কোমল অঙ্গুলি-সন্তাড়নে পিয়ানো গম্ভীর রবে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। সেই ঝঙ্কার-শ্রবণে সহসা সুশীলকুমারের অশ্রু বিশুষ্ক হইল। সে তৎক্ষণাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পিয়ানোর ঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সেই ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে তাহার শোকাবেগ যেন ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহা যেন একটা ঘন বিষাদে পরিণত হইল। সেই ঘন বিষাদের মধ্য হইতে সুশীলকুমার যেন কাহার আশ্বাস-বাণী শুনিতে লাগিল। কে যেন বলিতে লাগিল "বৎস, বিহ্বল হইও না; ধৈর্য্য ধারণ কর। সুখৈশ্বর্য্য-ভোগের জন্য এই জীবন নয়। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম কর। ধন, জন, মান, সুখ—কিছুই নয়। সবই মিথ্যা, সবই মিথ্যা, আনন্দ-স্বরূপকে অবগত হইয়া শোক পরিহার কর। ক্ষুদ্র গৃহসীমা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে মনকে টানিয়া লইয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত কর। আপনাকে ভুলিয়া যাও; আপনাকে ভুলিয়া যাও। প্রতিভার জন্য চিন্তা করিও না। তাহার জন্য জীবনের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।" সুশীলকুমার তন্ময় হইয়া হৃদয় মধ্যে এই দিব্য বাণী শুনিতেছিল, এমন সময়ে সহসা পিয়ানোর ঝঙ্কার নিবৃত্ত হইল। সুশীলকুমারও চমকিত হইয়া দেখিল, সম্মুখে রামচাঁদ দণ্ডায়মান!

সুশীলকুমার বিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে? রামচাঁদ? তুমি কি চাও?"

রামচাঁদ উত্তর করিল "আজ্ঞে, সেই গুরুঠাকুর এসেছেন। আমি তাঁকে নীচের ঘরে ব'সিয়ে রেখে এসেছি।"

"কে, গুরুদেব? গুরুদেব এসেছেন? কখন্ তিনি এসেছেন? তাঁকে ওপরে আন নাই কেন? যাও, যাও, শীগ্‌গীর যাও, তাঁকে ওপরে নিয়ে এস।" এই বলিয়া সুশীলকুমার ব্যস্তভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং স্বহস্তে তাঁহার জন্য একটী চেয়ার আনিয়া যথাস্থানে তাহা রক্ষা করিল। ইত্যবসরে, গুরুদেব, রামচাঁদের সহিত কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

গুরুদেবকে দেখিবামাত্র, সুশীলকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল। গুরুদেব সুশীলের মস্তকে করস্পর্শ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই কাষ্ঠাসনে তিনি সুখাসীন হইলে, সুশীল তাঁহার আদেশক্রমে কার্পেটের উপর উপবেশন করিল।

গুরুদেবের কেশ ও শ্মশ্রু সমস্তই শুভ্র। পরিধানে গৈরিক বসন। বামহস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্তে দণ্ড। তাঁহার আকার নাতিদীর্ঘ, বর্ণ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, নাসিকা সুগঠিত, উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র। ভ্রূযুগলও শুভ্র। তন্নিম্নে দুইটী চক্ষু, শুভ্র নীরদখণ্ডের অন্তরালে দুইটী উজ্জ্বল তারকার ন্যায়, জ্বলিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি এরূপ অন্তর্ভেদিনী যে মনে হয়, তিনি যেন সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন।

গুরুদেব সুখোপবিষ্ট হইয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে, সুশীলকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমরা অতিশয় সঙ্কটে পড়িয়াছ, তাহা আমি

অবগত আছি। তোমাদের জীবনে যে এরূপ একটী সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পরিয়াছিলাম। কিন্তু 'ধৈর্য্যং বিপদি' এই মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্য কর। সুখদুঃখের প্রতি, লাভালাভের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া যাও। সংসারে সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? সুখ দুঃখ কিছুই নহে, মিথ্যা অলীক পদার্থ মাত্র। সুখ দুঃখের অতীত যাহা, তাহাই সত্য ও নিত্য। তাহারই সেবা কর। মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিহ্বল হইও না। কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হও। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া পরার্থপরতার আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে, হৃদয়ে দিব্য আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে। আত্মার বিকাশ, আমিত্বের প্রসারই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিই মোক্ষ। কামনাই আত্মাকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন এক একটী বন্ধন ছিন্ন হয়, তেমনই এক একটী কামনাও বিনষ্ট হয়। অথবা, এক একটী কামনা বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এক একটী বন্ধনও ছিন্ন হইয়া যায়। কামনার বিনাশে মানসিক কষ্ট এবং সাংসারিক অসুবিধা ও ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, আমরা দিব্য আনন্দের অধিকারী হইয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইয়া থাকি। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যদি দুর্লভ রত্ন পাওয়া যায়, তাহা হইলে সামান্য অর্থের পরিত্যাগে দুঃখানুভব করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। ত্যাগই মানবের উচ্চ ধর্ম্ম। আত্মত্যাগ অর্থে আপনার স্বার্থ-ত্যাগ—আপনার সঙ্কীর্ণতা-ত্যাগ—আত্মার বন্ধন-ত্যাগ বুঝায়। বর্ত্তমান সময়ে, এই ত্যাগেরই একান্ত অভাব হইয়াছে। এই ত্যাগেরই নাম স্বাধীনতা—ইহারই নাম মোক্ষ।"

এই কথা বলিতে বলিতে গুরুদেবের চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন জ্যোতিঃ-স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেনঃ—"সাধারণতঃ এক জীবনে এই মোক্ষলাভ হয় না। বহু জীবনে ও বহু জন্মের পর এই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে কামনার বন্ধনের কথা বলিয়াছি। স্থূলতঃ, এই কামনার বন্ধনই কর্ম্মবন্ধন। কর্ম্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কামনারও ক্ষয় হয়। কর্ম্ম আপনিই ক্ষীণ হয়, অথবা পুরুষকার দ্বারাও তাহা শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া থাকে। আমি কর্ম্মক্ষয়ের জন্য পুরুষকার-অবলম্বনেরই পক্ষপাতী। স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই হউক, আর পুরুষকার-অবলম্বনের দ্বারাই হউক, যাহাদের যতদূর কর্ম্মক্ষয় হয়, তাহাদিগকে সেই ক্ষয়াবশিষ্ট কর্ম্ম হইতে আবার পরজন্মের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কর্ম্মক্ষয় হইলে, সেই সময়ে মানুষকে নানাবিধ মানসিক কষ্ট ও সাংসারিক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু সেই সময়ে তাহার যে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তাহা তাহার মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়।"

গুরুদেব আবার নিস্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তুমি, আমি, প্রতিভা সকলেরই কর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এবং কিয়ৎপরিমাণে পুরুষকার-অবলম্বন দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কোনও স্বার্থময় নূতন কামনা দ্বারা আমরা যদি নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া আত্মার নূতন বন্ধন উপস্থিত না করি, তাহা হইলেই, আমাদের পক্ষে মঙ্গল জানিবে। পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মের যেথানে শেষ হইয়াছে, ইহজন্মে কর্ম্মের সেইখানে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং

কর্ম্মফলের ভয় করিয়া বিহ্বল হওয়া উচিত নহে। বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া কর্ম্মফলের সম্মুখীন হও।

"প্রতিভা ও তুমি মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল হইয়াছ। এই ব্যাকুলতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের এই ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণই সংসারের জীবন। তাঁহাদের অভাবেই আজ ভারতবর্ষের এরূপ অধঃপতন হইয়াছে এবং আর্য্যজাতির বংশধরগণেরও প্রভূত অকল্যাণ হইয়াছে। সে সব কথা তোমাকে পরে বুঝাইয়া বলিব। এক্ষণে, প্রতিভার বিবাহ লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। কিরূপে অবগত হইয়াছি, তাহা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। তবে তোমাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, তুমি প্রতিভার জন্য চিন্তিত হইও না। প্রতিভা মহীয়সী মহিলা। তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম পুণ্যময়। তুমি তাহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাহাই করিবে। তোমাকে কুমারী পাহাড়ে প্রথম দেখিবার পর, আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রতিভাকে দুই একবার দেখিয়া গিয়াছি। তাহাতে বুঝিয়াছি, প্রতিভার গুণ অনন্যসাধারণ। বর্ত্তমান সময়ে, ভারতে প্রতিভার ন্যায় মহিলাগণেরই সমধিক প্রয়োজন হইয়াছে। ভগবান্ তোমার ও তাহার মঙ্গল-বিধান করুন।" এই বলিয়া তিনি কর দ্বারা সুশীলকুমারের মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক সহসা গাত্রোত্থান করিলেন।

সুশীলকুমারও তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বিনীত বচনে বলিল, "গুরুদেব, আজ আপনি কোথায় যাইতেছেন? আজ এইখানেই অবস্থিতি করুন—"

সুশীলকে বাধা দিয়া গুরুদেব সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস, আমাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিও না। আবার কুমারী পাহাড়ে তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে।" এই বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন। সুশীল ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল ও পদধূলি মস্তকে লইল।

"মঙ্গল হউক", এই কথা বলিয়া গুরুদেব সহসা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। সুশীলের মুখ হইতে আর কোনও বাক্য-স্ফুরণ হইল না। সে কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নরেশের পত্র।

গুরুদেবের উপদেশ-শ্রবণে সুশীলকুমারের মনে একটী শান্ত ও সুস্নিগ্ধ ভাব উপস্থিত হইল। যে মোহরূপ কুজ্ঝটিকা দ্বারা তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সহসা তাহা যেন কাটিয়া গেল। সুশীলকুমার আশ্বস্ত হইল। তাহার হৃদয়ে যেন আশার মোহন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে মনোরমাদের বাটীতে প্রতিভা বেহালায় একটী রাগিণীর আলাপ করিতেছিল। সেই আলাপ-শ্রবণে, সুশীলকুমারেরও হৃদয়তন্ত্রী যেন একই সুরে বাজিয়া উঠিল। সুশীল অমনই গান ধরিল :—

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্যমাঝে হ'য়ে শান্তিহারা ?

যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে মুছ অশ্রুধারা।*

সুশীলকুমার স্বয়ং যেন আনন্দময়ের প্রীতি সুধার্ণবেই নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার প্রেমও যেন স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। তাহার এই ঘোর দুঃসময়ে, কোথা হইতে গুরুদেবের আকস্মিক আবির্ভাব হইল? তিনি তাহাদের এই সঙ্কট সময়ের ব্যাপার কিরূপে অবগত হইলেন? যে রূপেই হউন, সকলই যে ভগবানের কৃপা, তদ্বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

সুশীল ভাবিতে লাগিল, গুরুদেবের সন্নিধানে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল! সে যেন তাঁহার চরণতলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়াছিল! সুশীলের কত কথা জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু, কই, সুশীলের মুখ হইতে তো একটীও বাক্য বাহির হইল না! সুশীল এই সমস্ত বিষয় বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে রামচাঁদ তাহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। সুশীল শিরোনামের হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, পত্রখানি নরেশচন্দ্রের লিখিত। সুশীল তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল :—

"ভাই সুশীল,

"আজ তোমাকে কিছু সুসংবাদ শুনাইতে পারিব। দেওয়ান যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাতে উমাসুন্দরীরই সহিত যে ভূপেনের বিবাহকার্য্যটা দুই চারি দিনের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূপেন যে দিন এই নূতন মেয়েটি দেখিয়াছে, সেই দিন হইতে সে কেমন এক রকম গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। হাজার চেষ্টা করিয়াও

* রাগিণী জয়জয়ন্তী, তাল ঝাঁপতাল।

কেহ তাহার মনোভাব জানিতে পারে নাই। তাহার মুখ-খানা দেখিয়া মনে হয়, সে যেন ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছে। রাজান্তঃপুরেও একটা গোলযোগের কথা শুনিলাম। উমাসুন্দরীর কপাল না কি একখানা ভাঙ্গা কাচে কিরূপে কাটিয়া গিয়াছে। ভূপেন যে এই মেয়েটিকে দেখিয়াছে, তাহা সে আমাকে বলে নাই। আমিও তাহাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। না করাই ভাল। তুমি কি বল?

"ভূপেন যেদিন আমাকে বলে যে প্রতিভার সহিত তাহার বিবাহ হওয়ার বিরুদ্ধে তাহার দেওয়ান পণ্ডিতদের মত সংগৃহীত করিয়াছে, সেই দিন ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইহাকে তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। ইনি বড় তেজস্বী ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তোমার পিতাকে ইনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার নাম করিলে, এখনও ইঁহার চক্ষে জল পড়ে। দেওয়ানের অপমান-বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে রাজসংসারের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন। দেওয়ানের সংগৃহীত পণ্ডিতগণের মতের কথা আমি ইঁহাকে বলিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছিলাম 'আপনাদের কথানুসারেই ভূপেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিভা বাগ্দত্তা হইয়াছিল। কিন্তু দেওয়ান এখন প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এরূপ বাগ্দান অশাস্ত্রীয় এবং এরূপ বাগ্দত্তা বয়ঃস্থা কন্যার পাণিগ্রহণও পাতিত্যজনক। সুতরাং আপনাদের জন্যই প্রতিভার সর্ব্বনাশ হইতেছে।' আমার কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন 'কি! নরাধম দেওয়ানের এত বড় দুরভিসন্ধি ও আস্পর্দ্ধা!' তৎপরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন 'বাপু,

হতভাগার নষ্টামি সবই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু ধর্ম্ম এখনও একপাদ রহিয়াছেন। কোন্ কোন্ পণ্ডিত এইরূপ মত দিয়াছেন, তাহা আমি একবার দেখিব।' আমি বলিলাম 'স্মৃতিরত্ন মহাশয়, এখন রাগ করিলে চলিবে না। আপনারা যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইবেন। নতুবা সব যে যায়!' স্মৃতিরত্ন মহাশয় কাশী, নবদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচার করিয়া প্রতিভার বিবাহের পক্ষে অনুকূল মত আনিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আমি পাথেয়াদি দিয়া তাঁহাকে গোপনে বিদায় করিয়াছিলাম। স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় নাই। এই কারণে, তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানাই নাই। জানাইলে, তোমার মনে কেবল একটা বৃথা আশার উদয় হইত এবং সেই আশা বিফলা হইলে, তোমার যন্ত্রণার পরিমাণ আরও বাড়িয়া উঠিত। যাহা হউক, আজ যে তোমাকে এ সম্বন্ধে সব কথা জানাইতে সাহসী হইতেছি, তাহার কারণ এই যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অদ্য প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে অনুকূল মতও লইয়া আসিয়াছেন। মতগুলি আমি নিজের কাছেই রাখিয়াছি। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, পাত্র ও কন্যার পিতামাতা যখন সম্মত হইয়া শাস্ত্রানুসারে উভয়ের বাগ্দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তখন তাহা বিবাহের তুল্যই হইয়াছে। কন্যা বয়ঃস্থা হইলেও, তাহাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যাইতে পারে এবং সেরূপ বিবাহে পাতিত্য-দোষ জন্মে না। ব্যবস্থা-পত্রে কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রধান ও দেশবিখ্যাত পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর-যুক্ত * নাম আছে। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে

এইরূপ বিবাহের বিরুদ্ধে যে কখনও কোনও মত দেন নাই, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। সুতরাং দেওয়ানের সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্রের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়। আর তাহা যদি যথার্থ ই হয়, তাহা হইলেও, তাহা কতকগুলি অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতের নিকট সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। তুমি তো জানই যে, আজকাল দেশে স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়চঞ্চু প্রভৃতির অভাব নাই। বিশেষতঃ, তাঁহাদের নামের শেষে যদি বারাণসী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের নাম লিখিত থাকে, তাহা হইলে, সাধারণে সহজেই বিশ্বাস করে, বুঝি ঐ সকল স্থানের বড় বড় অধ্যাপকেরাই ব্যবস্থাপত্রে নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছেন। যাক্ এখন এসব কথা। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, তাঁহার গুরুদেব শ্রীমদ্ আত্মানন্দ স্বামী এই বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কাশীতে অবস্থান করিলেও, ইনি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের সহিত সুপরিচিত। ইহাঁর ন্যায় মহাপুরুষ না-কি অল্পই আছেন। ইঁহারই কৃপায়, স্মৃতিরত্ন মহাশয় অনায়াসে এই অনুকূল মত সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"ব্যবস্থাপত্রখানা পকেটে লইয়া আমি অদ্য মধ্যাহ্নে আহারের পর ভূপেনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় তাহার কাছে বড় একটা কেহ থাকে না। মনে করিলাম যদি সুবিধা পাই, তাহা হইলে তাহাকে এই অনুকূল ব্যবস্থাপত্রের কথা বলিব। আমি ভূপেনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সে একাকীই বসিয়া আছে। একথা সেকথার পর, আমি ইচ্ছা করিয়া তাহার বিবাহের কথা পাড়িলাম। দেওয়ানের সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্রের কথা উঠিলে, আমি আমার পকেট হইতে বাহির করিয়া বিবাহের অনুকূল ব্যবস্থা-পত্রখানি তাহাকে দেখাইলাম, এবং

কিরূপে তাহা যে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। ভূপেন ব্যবস্থা-পত্রখানি দুই তিন বার পড়িল; তার পর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল 'ভাই নরেশ, ও সব ব্যবস্থা-পত্র রেখে দাও; আমি ও সব কিছু বুঝি না। আজ ক'এক দিন থেকে কেবলই আমার মনে হ'চ্চে, আমার পিতামাতা যখন বাগ্দত্তা প্রতিভাকে আমার সহধর্ম্মিণী রূপে নির্ব্বাচিত ক'রে গেছেন, তখন প্রতিভাকেই আমার বিয়ে করা উচিত। প্রতিভাকে বিয়ে না ক'র্লে, আমার যে ঘোর অমঙ্গল হ'বে, তাও যেন আমি বুঝ্তে পার্চি। এখন তার সঙ্গে বিয়েটা কিরূপে হয়, তা ব'ল্তে পার? যদি সকলকে জানিয়ে বিয়ে করি, তা' হ'লে দেওয়ান তাঁর ব্যবস্থাপত্র বা'র ক'র্বেন, এবং তাঁর ব্যবস্থাপত্রের বিপরীত এই ব্যবস্থাপত্র দেখা'লে, অত্যন্ত চটে যাবেন। তোমাকে আমি সত্য কথাই বল্চি, নানা কারণে, আমি তাঁকে এখন চটা'তে চাই না। তার পর জ্ঞাতিরাও একটা গোলযোগ বাধা'বে। টাকা দিয়ে জ্ঞাতিগণকে বশীভূত করা যায়, সত্য; কিন্তু নানা কারণে, তাও এখন আমি ক'র্তে চাই না। তার পর ঠাকুর-মা আছেন। তিনি তো প্রতিভার নাম শুন্লেই জ্বলে উঠেন। তোমার এই ব্যবস্থাপত্রখানা দেখে আমার একটা কথা মনে হ'চ্চে। কলিকাতায় গিয়ে গোপনে প্রতিভাকে বিয়ে ক'র্লে হয় না? একবার বিয়ে হ'য়ে যাক্; তার পর সকলে জেনে যদি কোনও আপত্তি উত্থাপন করে, তখন এই ব্যবস্থা-পত্র বা'র ক'র্লেই চ'ল্বে। তুমি কি বল?' আমি ভূপেনের কথা শুনিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, ভূপেনের বুদ্ধিটা এখনও নিতান্ত ভোঁতা হইয়া যায় নাই। আমি ভূপেনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম 'ভূপেন, এ

ব্যবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। তবে সুশীলকে একবার সমস্ত কথা লিখে জানা'তে হ'বে। তা'র কি মত, তা জানা আবশ্যক।' ভূপেন বলিল 'তুমি আজই সুশীলকে পত্র লিখ এবং এইরূপ বিবাহে তার যদি মত থাকে, তা' হ'লে টেলিগ্রামে "হাঁ" (Yes), আর মত না থাক্‌লে "না" (No), এই সংবাদটি জানা'তে বল। তার পর যে ব্যবস্থা ক'র্‌তে হয়, তা' আমি ক'র্‌বো। এদিকে স্মৃতিরত্ন মশাইকে বিবাহের একটা শুভ দিন স্থির ক'র্‌তে বল, এবং তাঁ'কেই যে এই বিবাহ-কার্য্য-সম্পাদন করা'তে হ'বে, তাও জানিয়ে রাখ। সুশীলের উত্তর পেলেই, তৎক্ষণাৎ তা আমাকে জানা'বে।' ভাই সুশীল, এই তো ব্যাপার! আমার মনে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভূপেনের মতানুসারেই চলা ভাল। তাহার সঙ্কট-সময়ের কথা ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে জানাইয়াছিলাম। উপস্থিত, সে যখন প্রতিভার দিকেই চলিতেছে, তখন আর বিলম্ব করা উচিত নহে। শুভস্য শীঘ্রম্। আমি এই পত্রখানা এখানকার পোষ্টাফিসে না দিয়া গ্রামান্তরের পোষ্টাফিস হইতে পাঠাইতেছি। এই শেষোক্ত পোষ্টাফিসেই তুমি টেলিগ্রাম পাঠাইবে।* আমি আগামী কল্য সমস্ত দিন সেখানে থাকিব। সুতরাং পত্র-পাঠ মাত্র ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইবে।" ইতি—

নরেশের পত্রখানি সুশীল দুইবার আগ্রহের সহিত পাঠ করিল। পাঠ করিতে করিতে গুরুদেবের বাক্য স্মরণ হইল:—"তুমি প্রতিভার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বুঝিবে, তাহাই করিবে।" সুশীল একবার গুরুদেবকে ধ্যান করিল। ধ্যানে দেখিল, তিনি যেন প্রতিভার বিবাহ দিবার জন্য সুশীলকে প্রসন্নবদনে আদেশ করিতেছেন। সুশীল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া টেলিগ্রাম করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিস-অভিমুখে ধাবিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

সুশীলকুমার পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রতিভা মনোরমাদের গৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সুশীলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিল। আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, যথা—সময়ে সুশীলকুমার আহারে বসিল। প্রতিভাও আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং সুশীলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"দাদা, আপনি কি আজ সমস্ত দিন বাড়ীতে ছিলেন না?"

সুশীল হাসিয়া বলিল, "ছিলাম বই কি? আজ যে গুরুদেব এসেছিলেন।"

"গুরুদেব এসেছিলেন! বলেন কি? তবে আপনি কেন আমাকে ডেকে পাঠান নাই, দাদা? আহা, গুরুদেব এলেন, আর আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম না! ছি ছি ছি!"

সুশীল ভগিনীর মনঃকষ্ট বুঝিতে পারিয়া আশ্বাসসূচক কণ্ঠে তাহাকে বলিল "তোমাকে ডেকে পাঠা'ব কি, তিনি এলেন আর চলে গেলেন! থাকবার জন্য আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ ক'র্‌লাম। কিন্তু তিনি থাকতে চাইলেন না। বল্‌লেন ' "কুমারী পাহাড়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'বে।' "

প্রতিভা চিন্তামগ্না হইয়া যেন আপনা-আপনি বলিতে লাগিলঃ—
"আহা, কি কষ্ট! এই কাল রাত্রিতে আমি গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখেছিলুম,

গো! আজ তিনি এখানে এলেন, আর আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম না! ছি ছি ছি! আজ কেন আমি সইদের বাড়ী গেছলুম!"

সুশীল ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিল "কাল তুমি তাঁ'কে স্বপ্নে দেখেছিলে, প্রতিভা? বড় আশ্চর্য্য বটে। কি দেখেছিলে?"

"সে আপনাকে আর কি ব'লবো, দাদা! কাল স্বপ্নে গুরুদেবের সঙ্গে আমি ঋষিদের কত আশ্রমে বেড়িয়ে এসেছি!"

"বটে? কি রকম স্বপ্ন দেখেছিলে?"

"তবে আপনাকে বলি, শুনুন।" এই বলিয়া প্রতিভা সুশীলের সম্মুখে সোৎসাহে উপবেশন করিল। তাহার পর বলিতে লাগিল "আমি সকালে উঠেই আপনাকে ব'ল্‌বো, মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু ব'ল্‌তে ভুলে গেছি। সে স্বপ্নের কথা এতক্ষণ আমার মনেই ছিল না। এই যাই আপনি গুরুদেবের কথা তুল্‌লেন, আর অমনি তা মনে পড়ে গেল!"

সুশীল সাগ্রহে বলিল "স্বপ্নটি কি রকম, বল না।" প্রতিভা বলিল "তাই বল্‌ছি, শুনুন। আমি কাল শোবার আগে মহাভারতে সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়্‌ছিলুম। সাবিত্রী রাজার মেয়ে; কিন্তু সত্যবান্‌কে অল্পায়ু ও কুটীরবাসী তপস্বী জেনেও, তিনি তাঁকে বিয়ে ক'র্‌লেন, আর রাজকন্যার বেশভূষা ছেড়ে, তপস্বিনীর বেশে সেই আশ্রমে বাস ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। সাবিত্রীর উপাখ্যান-পাঠ শেষ ক'রে, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল তাঁরই কথা ভাব্‌তে লাগলুম। ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই কথা মনে হ'তে লাগ্‌ল, এখন আর আমাদের দেশে ঋষি নাই কেন? ঋষিদের আশ্রম নাই কেন? আর সাবিত্রীর মতন মেয়েও জন্মে না কেন? তার পর হঠাৎ কুমারী পাহাড়ের কথা মনে হ'ল, আর সেই সঙ্গে গুরুদেবের কথাও

মনে হ'ল। আমার মনে হ'ল, ঋষি এখনও আছেন। আমাদের গুরু-দেবই ঋষি। কিন্তু এখন আর ঋষি-কন্যা, ঋষি-পত্নী ও ঋষি-পুত্র নাই। এখন আর পাহাড়-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে কেহ থাকৃতে চায় না। সবাই সহরে থাকৃতে চায়। পাহাড়-পর্ব্বতে ও বনে-জঙ্গলে বাস ক'র্‌লে মনে যে পবিত্র আনন্দ হয়, সে আনন্দ অনেকেই লাভ ক'র্‌তে পারে না। তাই তারা বন-জঙ্গল ভালবাসে না। এইরূপ নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। তার পর স্বপ্নে দেখ্‌ছি যেন, কুমারী পাহাড়ের সেই ঝরণার ধারে গুরুদেব দাঁড়ি'য়ে আছেন। আমি তাঁকে দেখেই ছুটে গিয়ে প্রণাম করলুম। গুরুদেব আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন 'কি প্রতিভা, তুমি ঋষিদের আশ্রম, ঋষিকন্যা ও ঋষিপুত্র দেখ্‌তে চাও?' আমি আনন্দিত হ'য়ে বল্‌লুম 'হাঁ, গুরুদেব।' তিনি বল্‌লেন 'তবে চোখ বুজে আমার পেছনে পেছনে এস।' আমি চোখ বুজে তাঁর পেছনে পেছনে খানিক দূর গেলুম। তার পর তিনি বল্‌লেন 'প্রতিভা, এখন চোখ খুলে দেখ দেখি।' দাদা,—বল্‌লে আপনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন না—চোখ খুলে দেখি, আমি সত্য সত্যই ঋষিদের আশ্রমে এসেছি! সে যে কি দেখ্‌লুম, তা আপনাকে ব'ল্‌তে পারি না।—বড় বড় গাছ; তা'দের তলায় সুন্দর বেদী; সেই বেদীর পাশে কত হরিণ হরিণী র'য়েছে। এখানে একটী পর্ণ-কুটীর, ওখানে একটী পর্ণ-কুটীর; কোথাও হোমের ধূম আকাশে উঠ্‌চে; কোথাও বেদ-ধ্বনি হ'চ্চে। ঋষিকন্যারা বন থেকে সাজি পূর্ণ ক'রে ফুল নিয়ে আস্‌চেন। তাঁদের কেমন রূপ, কেমন পবিত্র মুখ, কেমন পবিত্র দৃষ্টি! আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, ছুটে গিয়ে আমি তাঁদি'কে প্রণাম করি ও তাঁদের পায়ের ধূলা মাথায় নি। কিন্তু আমার কেমন

ভয় হ'তে লাগ্‌ল। গুরুদেবকে দেখে তাঁরা এসে তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লেন, আর তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখে, যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন। গুরুদেব হেসে তাদি'কে বল্‌লেন 'তোমরা একে জান না? এর নাম প্রতিভা। তোমাদি'কে দেখা'বার জন্যই আমি একে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।' আমি আর থাকৃতে পার্‌লুম না। আমি তখনই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাঁদি'কে প্রণাম করলুম। কিন্তু, দাদা—আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্চে—আমি তাঁদি'কে স্পর্শ ক'রে পায়ের ধূলা নিতে সাহস ক'র্‌লুম না। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, আমি যেন কত মলিন ও অপবিত্র, আর তাঁ'দের সঙ্গে মিশ্‌বার উপযুক্ত নই। তার পর গুরুদেব কত ঋষি ও ঋষিপত্নীর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। গুরুদেবকে দেখে তাঁরা সকলেই তাঁর অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন, আর আমি কে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। গুরুদেব সকলকেই বল্‌লেন 'এর নাম প্রতিভা। আপনাদের আশ্রম দেখ্‌তে এর সাধ হ'য়েছে। তাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।' এই কথা শুনে সকলেই আনন্দিত হ'লেন। কিন্তু আমার বড় ভয় হ'তে লাগ্‌ল। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এঁদের আশ্রমে আস্‌বার আমি উপযুক্তা নই; কেন আমি এখানে এলুম? একটী ঋষিপত্নী—খুব বৃদ্ধা—তিনি সস্নেহে আমাকে কাছে ডেকে ব'ল্‌লেন 'মা, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হো'ক্‌। তুমি কেন ভয় করছো? আমরা বাল্যকালে তোমারই মতন ছিলুম। ঋষিদের নিকটে আস্‌তে আমাদেরও ভয় ও সঙ্কোচ হ'ত। তুমি তোমার গুরুদেবের উপদেশ শুনে চ'ল্‌বে ও তাঁর নিকটে থাক্‌বে। তা হ'লে আর ভয় হ'বে না। তুমি মাঝে মাঝে তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের আশ্রমে এসো; আমরা তোমাকে দেখ্‌লে সুখী হ'ব।' তাঁর

কথা শুনে আমার মনে সাহস ও আনন্দ হ'ল। আমি তাঁর পদস্পর্শ ক'রে চরণ-ধূলি মাথায় নিলুম ও বল্‌লুম 'মা, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আপনাদের পদধূলির যোগ্য হই।' তিনি আমার মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন। সেখান থেকে গুরুদেবের সহিত আশ্রমের বাইরে এসে, আমি গুরুদেবকে বল্‌লুম 'গুরুদেব, আমি ঋষি, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা ও ঋষিদের আশ্রম দেখ্‌লুম বটে; কিন্তু আমি সাবিত্রী ও সত্যবান্‌কে দেখ্‌লুম কই?' গুরুদেব বল্‌লেন 'তাঁরা এই আশ্রমেই ছিলেন; কিন্তু সত্যবান্ এখন রাজা ও সাবিত্রী এখন রাণী হ'য়েছেন।' এই ব'লে, তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর তিনি আমাকে বল্‌লেন 'প্রতিভা, সেইরূপ চোক বুজে আমার পেছনে পেছনে এস।' আমি আবার চোখ বুজে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগ্‌লুম। খানিক দূর গেলে পর, তিনি আমাকে চোখ খুল্‌তে বল্‌লেন। আমি চোখ খুলে দেখি, আমি আমাদের এই ক'ল্‌কাতার বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে আছি!"

এই বলিয়া প্রতিভা নিবৃত্ত হইল। সুশীলকুমার নিবিষ্ট মনে ভগিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিতেছিল। সে বিস্ময়ে ভগিনীর মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল "প্রতিভা, তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত খুব আশ্চর্য্য ও সুন্দর বটে!"

প্রতিভা বলিল "দাদা, গুরুদেব আজ এখানে এসেছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না? সত্যসত্যই আমার মনে বড় কষ্ট হ'চ্চে। আহা, আজ যদি আমি তাঁর চরণ-দর্শন ক'র্‌তে পারতুম!" এই বলিয়া প্রতিভা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুশীলকুমার আর কোনও উত্তর না দিয়া আহার শেষ করিল।

সুশীল মুখ-প্রক্ষালন করিতেছিল, এমন সময়ে প্রতিভা আবার তাহাকে বলিতে লাগিল "দেখুন, দাদা, স্বপ্ন দেখে অবধি আমার মনের ভাব কেমন এক রকম বদ্‌লে গেছে। আমার যেন আর এসব কিছুই ভাল লাগ্‌চে না। এই সহর, এই বাড়ী, এই পিয়ানো, এই বেহালা, এই পোষাক-পরিচ্ছদ, এই লোকজনের গোলমাল—এসবে যেন আর কোনই আনন্দ নাই। স্বপ্নে যাঁদি'কে দেখ্‌লুম, আহা, তাঁরা আমাদের চেয়ে কত উচ্চ ও পবিত্র! আমরা তাঁদের কাছে যেন ক্রিমি-কীট! আমরা কি কখনও তাঁদের চরণ-ধূলির সমান হ'তে পার্‌বো?" আপনার মনে যেন এই শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রতিভা কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

পরদিন প্রাতঃকালে সুশীলকুমার নিজ কক্ষে বসিয়া চা পান করিতেছে, এমন সময়ে রামচাঁদ আসিয়া তাহার হস্তে একটী টেলিগ্রাম দিয়া গেল। সুশীলকুমার অদ্য এই টেলিগ্রামটি পাইবার আশা করিতেছিল; সুতরাং সে তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া সংবাদ পাঠ করিল। সংবাদের মর্ম্ম এইরূপঃ "সোমবারে বিবাহ; আমি বরকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। উদ্যোগ কর।"

সংবাদ পাঠ করিয়া, সুশীলকুমার স্থিরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। সে টেলিগ্রামটি আবার পাঠ করিল। কোন্ পোষ্টাফীস্ হইতে, কোন্ তারিখে এবং কোন্ সময়ে টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে, তাহাও মনোযোগ সহকারে দেখিল। দেখিয়া বুঝিল যে, সেইদিন প্রাতেই টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। সেদিন শনিবার ; তাহা হইলে, আর একদিন পরেই বিবাহ! উদ্যোগ-আয়োজন করিতে হইলে; সেই দিন হইতেই তাহা করা কর্ত্তব্য। প্রতিভাকে এবং ধাত্রী মাতাকে বিবাহের কথা এখন বলা উচিত কি না, সুশীল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, এখন গোলমাল না করাই ভাল। ভূপেনের কখন্ কি মত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ। নরেশের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, নরেশের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া, বিবাহের সংবাদ প্রচারিত করা আবশ্যক হইলে, তখন তাহা প্রচারিত করা যাইবে,—এইরূপ স্থির করিয়া সুশীলকুমার টেলিগ্রামটি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তাহাতে চাবী লাগাইয়া দিল।

আহারাদির পর সুশীলকুমার বাজারে বাহির হইল। বস্ত্রাদি যাহা ক্রয় করা আবশ্যক, তাহা সে ক্রয় করিল। বেনারসী-জোড়-বিক্রেতাকে পরদিন মধ্যাহ্নের সময় বাটীতে আসিতে বলিল। হীরকাঙ্গুরীয়, হীরক-মণ্ডিত চেইন, সোনার ঘড়ী এবং রূপার বাসন ইত্যাদি সুশীলের পিতামাতা জামাতাকে দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত করিয়াছিলেন। সুতরাং তজ্জন্য তাহাকে কিছু ভাবিতে হ[illegible] অন্যান্য দানসামগ্রী পরে দিলেও চলিতে পারে, সুশীল এইরূপ [illegible]রিল।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুশীলকুমার একবার পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইল। পুরোহিত মহাশয় আসিলে, সুশীল তাঁহাকে তাহার নিভৃত কক্ষে বসাইয়া বলিল, "দেখুন, একটা গোপনীয় কথা আছে। রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিভার শুভ বিবাহ হইবার কথা বহুদিন হইতে স্থির হইয়া আছে, তাহা আপনি জানেন। আগামী পরশ্ব সেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখনও কোনও পাকা সংবাদ পাই নাই। এই কারণে, আমি তাহা এখনও কাহাকেও বলি নাই। প্রতিভা বা ধাইমা এ সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানে না। সুতরাং এই বিষয়টি আপনিও এখন কোথাও প্রকাশিত না করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। উপস্থিত কথা এই যে, আগামী পরশ্বই যদি শুভ বিবাহ হয়, তাহা হইলে, আমাকে কি কি দ্রব্যের সংগ্রহ করিতে হইবে এবং কি কি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন। আমি সেই সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত করিয়া রাখিব ও বিধিসমূহের অনুষ্ঠান করিব। আর কাল মধ্যাহ্নে আপনি একবার আসিবেন। কোথায় কোথায় নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে, তাহারও পরামর্শ আপনার সহিত করিব। ফলতঃ, আপনি এখন এই সংবাদ কাহাকেও ঘুণাক্ষরেও জানিতে না দেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

সুশীলের বাক্য শুনিয়া, পুরোহিত মহাশয়ের মুখমণ্ডল বিকশিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বাপু, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। সমস্তই গুপ্ত থাকিবে। আর এই বিবাহে যাঁহাকে যাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহাও আমি অনেক দিন ভাবিয়া রাখিয়াছি। কাল

সমস্ত বলিব। এক্ষণে, তোমাকে যাহা যাহা সংগৃহীত করিতে হইবে, তাহারই একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।”

ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে, সুশীলকুমার তাহা একবার পাঠ করিল। পুরোহিত ঠাকুর উঠিয়া যাইবার সময়, সুশীল তাঁহাকে বলিল “বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, আর একটা কথা আছে। বাড়ীতে কোনও কর্ত্রী নাই। মা-ঠাকুরাণীকে বিবাহের দিন এখানে থাকিয়া স্ত্রী-আচারাদি সমস্ত ব্যাপারের ভার লইতে হইবে। আমি ছেলে মানুষ, কিছুই জানি না, শুভকার্য্যের কোনও অঙ্গহানি না হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আপনিই কন্যাকর্ত্তারূপে সকল বিষয় দেখিবেন, এবং সকল দিক্ রক্ষা করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।”

আহ্লাদে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিলেন, “সুশীল, তোমাকে কিছুই চিন্তা করিতে হইবে না। তোমাকে ও প্রতিভাকে আমার পুত্রকন্যাব মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকি। গৃহিণী নিশ্চয় আসিয়া সকল বিষয় দেখিবেন। এতো আমাদেরই বাটী। আমি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। প্রতিভার বিবাহ হইয়া গেলে, আমারও একটা দুশ্চিন্তা মিটিয়া যায়।” এই বলিয়া তিনি সুশীলের মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আশা উদ্ভিন্না।

সেই দিন রাত্রি এগারটার সময়, সুশীলকুমার নরেশের আর একটী টেলিগ্রাম পাইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"ভূপেনের সহিত এইমাত্র মেলে রওনা হইলাম। আগামী কল্য ভোরের সময় ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিও।" সে রাত্রিতে সুশীলের ভাল নিদ্রা হইল না। সে ভোর চারিটার সময় উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইল, এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে মেল-ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া লাগিল। নরেশ একখানি ফার্ষ্ট-ক্লাশ গাড়ীর বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া সহাস্যমুখে সুশীলকে অভিবাদন করিল। সুশীল তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নরেশ সলম্ফে গাড়ী হইতে বাহির হইয়াই সুশীলের ক[illegible]র্দ্দন করিল। ভূপেনও গাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুশীলকে অভিবাদ[illegible] করিল। তৎক্ষণাৎ ভূপেনের দেহরক্ষক সশস্ত্র সিপাহী-দ্বয় এবং ভৃত্যেরা [illegible]সিয়া গাড়ী হইতে ভূপেনের আসবাব-পত্র বাহির করিতে লাগিল। [illegible]ন তাহাদিগকে "রাজ-নিবাসে" আসিতে আদেশ প্রদান করিয়া, সুশী[illegible] নরেশের সঙ্গে প্ল্যাট-ফর্ম্মের বাহিরে আসিল।

প্ল্যাট্-ফর্ম্মের বাহিরে আসিবা মাত্র, ভূপেনের [illegible]কাতার কর্ম্মচারী আসিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানাইল যে, তাঁহার জন্য গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে। ভূপেন তাহাকে বলিল "তুমি জিনিষপত্র সমস্ত দেখে

শুনে নিয়ে এস।” তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিল “কাল কখন্ তুমি টেলিগ্রাম পেয়েছিলে ?”

কর্ম্মচারী উত্তর করিল “হুজুর, রাত্রি এগারটার সময়।” এই বলিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্ম অভিমুখে গমন করিল।

ভূপেন, সুশীল ও নরেশ তিন জনে জুড়ীতে আরোহণ করিয়া অপার সার্কুলার রোডে “রাজ-নিবাসে” আসিয়া উপস্থিত হইল। “রাজ-নিবাস” একটী বৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উদ্যানটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে ধারে অনেক মূল্যবান্ ফল-বৃক্ষ। মধ্যস্থলে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্থানে স্থানে শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তর-খোদিত অনেকগুলি মনোহারিণী স্ত্রী-মূর্ত্তি নানা ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটী ফোয়ারা বিচিত্র জলধারা উদ্গিরণ করিতেছে।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই তিনজনে উপরের কামরায় গিয়া উপবেশন করিল। ভৃত্যেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনজনের জন্য চা ও কিছু কিছু লঘু আহার্য্য আনিয়া উপস্থিত করিল।

চা খাইতে খাইতে নরেশ সুশীলকে হাসিয়া বলিল “উদ্যোগ-আয়োজন তো সব ঠিক্ আছে ?”

সুশীল হাসিয়া বলিল “এই অল্প সময়ের মধ্যে, যতদূর সম্ভব, তা ক’রেছি বই কি ?”

নরেশ বলিল “ও সব চালাকি রেখে দাও। অল্প সময়ের ওজর ক’রে, তুমি যে ভূপেনকে ফাঁকি দেবে, আর আমাদেরও লুচি-মণ্ডার ভাগটা কমিয়ে ফেল্‌বে, তা হ’বে না, ভায়া! এখন থেকেই তা ব’লে রাখ্‌ছি। তা নইলে, আমরা তোমার সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া ক’র্‌ব।”

সুশীল হাসিয়া বলিল "তার জন্য চিন্তা কি? তোমার লুচি-মণ্ডার ভাগ কিছু কম্‌বে না।"

নরেশ তৎপরে ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলিল "ভূপেন ভায়া, কালই গাত্র-হরিদ্রা আর কালই বিবাহ, তা তো মনে আছে? গাত্র-হরিদ্রার যথোপযুক্ত তত্ত্ব পাঠা'তে হ'বে, তার যোগাড় কর। আর বিবাহ ক'র্‌তে যাবার সময় কেল্লার ব্যাণ্ড, আরও দুই চারিটি ভাল ব্যাণ্ড, এবং আলোর ঘটাটাও ভাল রকম চাই। তোমাদের পরিচিত কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তেও হ'বে।"

ভূপেন বলিল "আমাকে তুমি কি ব'ল্‌ছ হে? যা ক'র্‌তে হয়, তুমি আজ সমস্ত দিন এখানে থেকে কর। তোমাকে এখন ছেড়ে দিচ্চি না।"

নরেশ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল "একবার পটলডাঙ্গা থেকে ঘুরে আস্‌বো না?"

ভূপেন হাসিয়া বলিল "শ্বশুর বাড়ী, বুঝি? আরে রেখে দাও এখন শ্বশুর-বাড়ী। সে তো বারমাসই আছে। আজ তুমি এখান থেকে এক পা-ও নড়্‌তে পাবে না।"

নরেশ বলিল "আচ্ছা, তাই হ'বে। তোমার হাতে এখন পড়েছি। উপায় আর কি আছে? আর নীতি-শাস্ত্রের উপদেশটাও আমার মনে হ'চ্চে—পরোপকার না ক'র্‌লে, কখনও নিজের উপকার হয় না।"

ঠিক্‌ এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়, ও ভূপেন্দ্র-দের বংশের বর্ত্তমান সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জনেক বৃদ্ধ জ্ঞাতি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে "রাজনিবাসে" উপস্থিত হইয়া সেই কক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

নরেশ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল "এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়

এবং রায় মহাশয়ও এসে পঁহুছেচেন। কাল রাত্রিতে গাড়ীতে তো আপনাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই ?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন "না, বিশেষ কিছু হয় নাই।"

নরেশ এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল "তুমি এঁদের হাত-মুখ ধোবার ও স্নানের বন্দোবস্ত ক'রে দাও।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ও রায় মহাশয় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "আজ আমরা গঙ্গাস্নান ক'রব। এখানে স্নানের কোনও বন্দোবস্ত করতে হ'বে না।"

নরেশ বলিল "আপনাদের যেরূপ অভিরুচি হয়।"

ভূপেন্দ্র কোনও প্রয়োজনবশতঃ উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, নরেশ সুশীলকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল "ভায়া, যে রকম কাণ্ড-কারখানা ক'রে এই হতভাগাকে নিয়ে এসেছি, তার সামান্য আভাস মাত্র আমার পত্রে জান্‌তে পেরেছ। পরে তোমাকে সব খুলে ব'ল্‌ব। ভূপেন নিজের কোনও কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় যাচ্চে, দেওয়ানটা এই মাত্রই জানে। আমরা যে প্রতিভার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার যোগাড় ক'রেছি, তা সে এখনও টের পায় নাই। জান্‌বার মধ্যে ভূপেন, আমি, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, ও রায় মহাশয় জানেন। চাকর, খানসামা, সিপাহী প্রভৃতি কেহই কিছুই জানে না। স্মৃতিরত্ন মহাশয়, রায় মহাশয় ও আমি যে ভূপেনের সঙ্গে এসেছি, তাও দেওয়ান জানে না। কিন্তু দেওয়ান বড় চতুর। সে ভূপেনের গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। তার যে কোনও চর আমাদের সঙ্গে নাই, তা আমি মনে করি না। আজ বিবাহের কথা একেবারে গুপ্ত রাখ্‌তে পারা যাবে। কিন্তু কাল কিছুই গুপ্ত থাক্‌বে

না। কাল ক'নের বাড়ীতে গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব বিশেষ ঘটার সহিত পাঠা'ব। ভূপেন চোরের মত চুপি চুপি বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছা ক'রেছিল। কিন্তু আমি মনে ক'র্‌লাম, সেটা ভাল নয়। বিবাহের ব্যাপারটা সকলেরই জানা উচিত। ভূপেনদের পরিচিত সমস্ত বড়লোককে আজই নিমন্ত্রণ-পত্র মুদ্রিত ক'রে পাঠা'ব। তাঁ'দিকেও বরযাত্রী ক'রে কাল তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। সেই কারণে, ব্যাণ্ডেরও বন্দোবস্ত ক'রেছি। তুমিও গিয়ে তোমাদের আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ ক'রে ফেল। হাঁ—বেশ কথা মনে প'ড়েছে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে দিয়ে কলিকাতার দুই চারি জন প্রধান প্রধান অধ্যাপক-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে ভুলো না। নিমন্ত্রণ ক'র্‌বার সময়, তাঁ'দিকে এক একটা মূল্যবান্ সিধা এবং তার সঙ্গে সামাজিক স্বরূপ দুই একটা মূল্যবান্ বাসন এবং অধ্যাপকগণের গৃহিণীদের জন্য ভাল রকমের এক এক জোড়া লালপেড়ে সাড়ী ও এয়োবরণের উপযুক্ত সামগ্রী, সুবাসিত তৈল, হরিদ্রা, সিন্দূর, আয়না, চিরুণী ইত্যাদি পাঠা'তে ভুলো না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে তুমিও গিয়ে তাঁ'দিকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌বে, এবং বিবাহ-সভায় উপস্থিত হ'বার জন্য তাঁ'দিকে সবিনয়ে অনুরোধ ক'র্‌বে। কাল প্রাতেই সিধা-পত্র যাওয়া চাই ও নিমন্ত্রণ করা চাই, তা' মনে রেখো। আমি ভূপেনকে ছেড়ে কোথাও যাচ্চি না। আমাকেও এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্ ক'রতে হ'বে। ভূপেন আজ আমাকে পটলডাঙ্গায় যেতে বল্লেও, আমি যেতাম না, তা বুঝ্‌তেই পারচো। দেওয়ানকে আমি বড় ভয় করি, সে কখন কি ক'রে ফেল্‌বে, তার ঠিক্ নাই।—যাও, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না। আমি যা যা বল্‌লাম্, তা যেন অনুষ্ঠিত হয়।" তার পর ঈষৎ হাসিয়া নরেশ

বলিল "পটলডাঙ্গা যেতে পেলাম না ব'লে, আমি যে কলিকাতায় এসেছি, সে সংবাদটা তোমাদের পাশের বাড়ীতে জানিয়ে দিতে যেন ভুল হয় না হে।"

সুশীলকুমার হাসিয়া বলিল "এরূপ ভুল নিশ্চয় হ'বে না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সখীদ্বয়।

মনোরমা আজ দুই তিন দিন স্বামীর নিকট হইতে কোনও পত্র পায় নাই। এই কারণে, সে স্বামীর কুশল জানিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছে। বিশেষতঃ, প্রতিভার সম্বন্ধে রাজকুমারের বর্ত্তমান মনোভাব কিরূপ, তাহাও জানিবার জন্য সে অতিশয় ব্যগ্রা। সুশীলকুমার নরেশ বাবুর নিকট হইতে আজ সকালের ডাকে কোনও পত্র পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য মনোরমা ধীরে ধীরে প্রতিভার কক্ষে উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্রতিভা শুদ্ধস্নাতা হইয়া এক মনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছে। প্রতিভার পবিত্র মুখমণ্ডল ও দিব্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনোরমার মনে বিস্ময় জন্মিল। প্রতিভার পাঠে বাধা জন্মাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না; কিন্তু কোথা হইতে কাশি আসিয়া তাহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধকাচরণ করিল।

প্রতিভা চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। সখীকে দেখিয়াই সে

লজ্জিত হইয়া বলিল "সই, তুমি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? ছি ছি! আমাকে ডাক নি কেন?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল "না, সই, তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমি এই একটু আগে এসেছি। তুমি গীতা পড়্‌ছিলে; এই জন্য তোমার পড়ায় বাধা দিতে আমি ইতস্ততঃ ক'র্‌ছিলুম। যাক্ সে কথা—তোমার দাদা বাড়ী আছেন?"

প্রতিভা বলিল "না, তিনি আজ খুব ভোরে উঠে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। আমি উঠে স্নান ক'রে, তাঁ'র জন্য চা প্রস্তুত ক'র্‌তে যাচ্ছিলুম, এমন সময়ে রামচাঁদ বল্‌লে, দাদা ভোরের সময় উঠে কোথায় গেছেন।"

মনোরমা আবার জিজ্ঞাসা করিল "সকালের ডাকে, তোমার দাদার নামে, আজ কোনও চিঠি এসেছে?"

"তা তো বল্‌তে পারি না। ব'সো তুমি; দাদার ঘরে গিয়ে আমি দেখে আসি।" এই বলিয়া প্রতিভা সুশীলের কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগত হইয়া বলিল "না; দাদার টেবিলের উপর তো কোনও চিঠিপত্র নাই! ডাক বোধ হয় এখনও আসে নি।"

মনোরমা বলিল "এসেছে বই কি? পিয়ন সকালের ডাকের চিঠি বিলি ক'রে গেছে।" এই বলিয়া মনোরমা কিছু চিন্তাযুক্ত হইল।

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল "দাদার কোনও চিঠি এসেছে কি না, তা তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো কেন?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল "তোমায় তা ব'ল্‌তে হবে? তবে বলি, শোন। তোমার সয়া আজ ক'দিন আমাকে কোনও পত্র লিখে নাই। সে কেমন আছে, তাই জান্‌বার জন্য মনটা চঞ্চল হ'য়েছে। আমি

মনে ক'র্‌লুম, যদি সুশীল বাবুকে কোনও পত্র লিখে থাকে তো দেখে আসি।"

প্রতিভা মনোরমার জন্য বড় দুঃখিত হইল। ঠিক্ এই সময়ে নীচে সুশীলকুমারের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সে ধাত্রীকে ডাকিয়া বলিল "ধাই-মা, তুমি শীগ্‌গীর একবার ওপরে এস।" এই বলিয়া সুশীল উপরে নিজ কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

প্রতিভা মনোরমাকে বলিল "সই, ঐ দাদা এসেছেন। থাম, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।" এই বলিয়া সে দাদার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা, আপনি নরেশ বাবুর কোনও পত্র পেয়েছেন?"

সুশীল কিছু বিস্মিত হইয়া প্রতিভার মুখের দিকে চাহিল। তৎপরে বলিল "কেন, প্রতিভা, তুমি একথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন?"

প্রতিভা কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল "না, দাদা, আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি না। সই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে।"

সুশীল হাসিয়া বলিল "ওঃ, তোমার সই? হাঁ, নরেশ বাবুর চিঠি তো পেয়েছিই; আবার আজ সকালে তিনি সশরীরে কলিকাতাতেও উপস্থিত হ'য়েছেন। ভূপেনদের বাড়ীতে নরেশ র'য়েছে। ভূপেনও এসেছে। ধাই-মা, ধাই-মা—তুমি কোথায়? একবার শীগ্‌গীর ওপরে এস না।"

ধাই-মা সুশীলের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল "কেন? কেন? কি ব'ল্‌ছো?"

সুশীল প্রতিভাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল "তোমায় কি

ব'ল্‌ছি? শুন্‌বে? ব'ল্‌বো আর কি? কাল যে প্রতিভার বিয়ে! বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করগে!"

ধাই-মা যেন বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ রহিল। পরে বলিল "কাল প্রতিভার বিয়ে! কি ব'ল্‌ছো তুমি?"

সুশীল হাসিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিল "কি আর ব'ল্‌বো? কালই প্রতিভার বিয়ে। ভূপেন এসেছে। সব বরযাত্রী এসেছে। কালই বিয়ে হ'বে।"

কথা শুনিয়াই, বৃদ্ধা ধাত্রীর চক্ষু দিয়া দর-দর-ধারে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সুশীলেরও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু সে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল, "ধাই-মা, এখন কান্নার সময় নয়, বাপু। কোমরে কাপড় বাঁধ। এখন ঢের কাজ আছে। মনোরমাকে বল, তাঁরা যেন তোমাকে সাহায্য করেন। আমি তাঁদের বিশেষ সাহায্য চাই।" এই বলিয়া অনুচ্চকণ্ঠে সুশীল ধাই-মাকে কি বলিতে লাগিল।

এদিকে কক্ষান্তরে প্রতিভা ও মনোরমা সুশীলের বাক্য শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তৎপরে, উভয়েই পরস্পরের মুখপানে চাহিল। মনোরমার চক্ষু প্রতিভার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র, মনোরমার মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সে ব্যগ্রভাবে প্রতিভাকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে তাহার মুখ-চুম্বন করিল। প্রতিভা লজ্জায় অধোমুখী ও সঙ্কুচিতা হইল। মনোরমা প্রতিভাকে বলিল "এত দিনে আমার মনের সাধ পূর্ণ হ'ল। সই, কাল তোমার বিয়ে? ও মা, এ যে আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নি! সই, সই, আমার প্রাণের সই, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, সই? এমন

সুসংবাদ যে আমি কখনও শুনি নি, ভাই! সই, আজ আহ্লাদে আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা ক'রছে—সত্যি বল্‌ছি, আহ্লাদে আমার বুক যেন ফেটে যাচ্চে।" এই বলিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে মনোরমা প্রতিভাকে বাহুদ্বারা পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিল।

ইত্যবসরে ধাই-মাও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সে প্রতিভাকে দেখিয়াই দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, বামহস্তে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধাই-মা সংযত হইয়া বলিল "হরি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কাল দুই হাত এক ক'রে দাও। তা দেখেই আমি যেন ম'র্‌তে পারি।"

প্রতিভা অধোবদনে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। মনোরমা বা ধাই-মা, কাহারও মুখপানে সে চাহিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নারীর হৃদয়।

নিরুপমা স্নান করিয়া প্রত্যহ প্রতিভাদের বাটীতে যেরূপ আসে, সেইরূপ আসিয়া এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিল। দেখিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, কি হ'য়েছে?" মনোরমা হাসিয়া বলিল "ও লো, কাল যে তোর প্রতিভা দিদির বিয়ে!"

"কাল প্রতিভা দিদির বিয়ে!" এই কথা বলিয়া সে বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ

যেন অবাক্ হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই সে ছুটীয়া আপনাদের বাটী গেল এবং সেখানে মহোল্লাসে জননীকে এই সুসংবাদ জানাইল। জননী তৎক্ষণাৎ খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া নিরুপমা ও নিরুপমার ছোট ভগিনী অনুপমার সহিত প্রতিভাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্যগ্রভাবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিরুপমার বাক্য সত্য বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধাইমা এই শুভকার্য্য-সম্পাদনে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মনোরমার মা বলিলেন "তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে হবে না, বোন্। এ আমাদেরই কাজ। আমি আমার মণিকে ও প্রতিভাকে একই ব'লে জানি। কর্ত্তা আপিশে বেরিয়ে গেলেই, আমরা এসে সব যোগাড় যন্ত্র ক'রে দেব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "আজ প্রতিভার মা বাপ বেঁচে থাক্‌লে, কত সুখের বিষয় হ'তো! তাঁরা আজ কত সাধ আহ্লাদ ক'র্‌তেন! আহা, তাঁ'দি'কে কি এমন ক'রে চ'লে যেতে হয় গা?"

ধাই-মা এবং মনোরমাও চক্ষে আর জল রাখিতে পারিল না। ধাই-মার মনে হইতে লাগিল, সে একবার নিভৃতে পা ছড়াইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিলে যেন বাঁচে। প্রতিভারও চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পিতামাতার স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া তাহার কোমল হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করিয়া তুলিল।

প্রতিভার অবস্থা দেখিয়া মনোরমার জননী সহসা সংযত হইলেন এবং প্রতিভা বুক স্পর্শ করিয়া আশ্বাসসূচক কণ্ঠে বলিলেন "ছি, মা, চোখের জল ফেলো না। মা বাপ ক সকলের চিরদিন থাকে?

আমিই তোমার মা। লক্ষ্মী মা আমার, কেঁদো না। ভগবান্ করুন, কাল দুই হাত এক হ'য়ে যাক্। তা হ'লেই আমরা সকলে সুখী হ'ব। তুমি আমার রাজরাণী হ'য়ে চিরদিন সুখে থাক।" এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে প্রতিভার কাছে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া অনুপমা ও খোকাকে লইয়া স্ব-গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

ধাই-মা বলিল "প্রতিভা, চল; তোমার দাদার জন্যে দুটো কিছু রেঁধে ফেল। সে খেয়ে এখনই বেরিয়ে যাবে। আমি সব উদ্যোগ ক'রে দিয়েছি।"

প্রতিভা রন্ধনশালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, নিরুপমা বলিয়া উঠিল "না, প্রতিভা দিদি, তোমার আজ আর রাঁধতে যেতে হ'বে না। আমিই সব রাঁধবো এখন। ধাই-মা, চল বাবু, আমরা নীচে যাই।" তার পর মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল "দিদি, তুমি প্রতিভাদিদির কাছে ব'সো।" এই বলিয়া প্রতিভার কোনও উত্তর শুনিবার আগেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

প্রতিভা মনোরমাকে বলিল "সই, চল, নীচে যাই। নিরু ছেলে মানুষ। সে একলা পারবে না।"

মনোরমা বলিল "পারবে না কেন? ভারি তো রান্না! সে বেশ পারবে। তুমি ব'সো এখন।" এই বলিয়া সে প্রতিভাকে বসাইয়া নিজেও বসিল।

বসিয়া মনোরমা বলিল "সই, আচ্ছা, কাল তোমার বিয়ে! এত শীগ্গীর যে তোমার বিয়ে হ'বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! আজ তুমি আমার আদরের সই; আর কাল তুমি হ'বে রাজরাণী! কিন্তু রাজরাণী

হ'লেও, চিরকালই তুমি আমার সেই আদরের সই-ই থাকবে।—সই, তোমার মনে আহ্লাদ হ'চ্চে না ?"

প্রতিভা কিয়ৎক্ষণ নীরব হইল ; পরে বলিল "সই, আহ্লাদ কার না হয় ? কিন্তু কি-জানি-কেন, আমার মনে বেশ আহ্লাদ হ'চ্চে না। আমার কেবল কান্নাই পাচ্চে। এত দিন একভাবে জীবন যাচ্ছিল, এখন আবার আর এক রকম ভাবে জীবন কাটা'তে হ'বে। তা'তে আমার সুখ হ'বে, কি কষ্ট হ'বে, তা আমি জানি না ; সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। আমার কপালে সুখই থাক্ আর দুঃখই থাক্, তার জন্যে আমি ভাবি না। গুরুদেব ব'লেছিলেন 'সুখের মধ্যেও দুঃখ আছে, আর দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে।' সুতরাং কি যে সুখ, আর কি যে দুঃখ, তা কেউ ব'লতে পারে না। সুখ দুঃখ ভগবান্ যখন যা দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু একটা কথা কেবলই আমি ভাব্ছি—আমার দাদাকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো! সেই যে বাবা ও মা ম'রে গেছেন, সেই অবধি আমি দাদা ভিন্ন আর কা'কেও জানি না। দাদা আমার যেন সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁর কাছে কত উপদেশ পেয়েছি, কত জ্ঞান-লাভ ক'রেছি। তাঁ'কে এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়। দাদার স্নেহের ঋণ আমি যে কিরূপে এবং কখন পরিশোধ ক'রবো, তা' আমি জানি না। দাদা আমার সহজেই যেন উদাসীন সন্ন্যাসী। আমার মনে হয়, আমার জন্যই দাদা এতদিন সংসারে আটক্ প'ড়ে আছেন। কিন্তু আমি চ'লে গেলে, দাদারও যেন সমস্ত বন্ধন কেটে যাবে। তখন দাদা সংসারে থাক্‌বেন, না আর কোথাও যাবেন, কে জানে ? সই, তাই দাদার কথা ভেবেই আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে

উঠ্‌ছে। অনেক দিন থেকে, আমি দাদার কথা ভাব্‌ছি। তোমাকে আমি সেই সেদিন বলেছিলুম, নিরুপমার সঙ্গে আমি যদি দাদার বিয়ে হ'তে দেখে যেতে পারি, তা হ'লে আমার যেন কিছু সুখ হয়, আর আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রতিভার চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল।

মনোরমা বলিল "সই, তোমার বিয়ে হ'য়ে গেলেই, আমরা তোমার দাদার কাছে তাঁর বিয়ের কথা পাড়্‌বো। মা-বাবা সকলেরই খুব মত আছে। বাবা বল্‌ছিলেন 'আজ যদি সুশীল মত করে, তা' হ'লে আমি কাল্‌কের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌বো না।' নিরুরও দেখ্‌তে পাই, তোমাদের উপর ভারি টান্। সে ছেলে মানুষ, তার মনে কি যে হয়, তা সেই জানে। কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই ও বুঝ্‌তে পারি, তোমার উপর আর তোমার দাদার উপর তার ভারি অনুরাগ। বাড়ীতে সে একদণ্ডও থাক্‌তে চায় না! কেবল 'প্রতিভা দিদি, প্রতিভা দিদি,' ক'রেই সে পাগল। এই দেখ না, সে ছুটে আপনিই রাঁধ্‌তে গেছে। তার মনটি একেবারেই সাদা—তাতে যেন কখনও একটীও কালীর দাগ পড়েনি। যেমন তোমার দাদা, তেমনি আমাদের নিরুপমা। দুই জনেই দুই জনের যোগ্য। এখন ভগবানের ইচ্ছায়, আগে তোমাদের বিয়ে হ'য়ে যাক্। তার পর, তাঁর ইচ্ছা হ'লে, তাদেরও বিয়ে হ'য়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। চল, আমরা নীচে যাই। নিরু কি রাঁধ্‌চে, দেখি গে।"

এই বলিয়া উভয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক নূতন প্রস্তাব।

সুশীলকুমারের নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর নাই। সে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকাইয়া, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহা ঠিক্ করিয়া এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। দধি, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতির বরাত দিয়াছে, কলিকাতার দ্বাদশটি প্রধান অধ্যাপকপণ্ডিতের বাটীতে সিধা ও সামাজিক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং বৈকালে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহিত, স্বয়ং সকলের বাটীতে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবারও ব্যবস্থা করিয়াছে। সুশীল তাহার দুই একটী বন্ধুকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে নানাকার্য্যের ভার দিয়াছে। কেহ ঠাকুরদালানটি পরিষ্কৃত করাইয়া তাহা সুসজ্জিত করাইতেছে; কেহ প্রাঙ্গণের উপর বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া, তাহার নীচে নানাবিধ গুল্ম ও পুষ্পবৃক্ষের গামলা সাজাইতেছে; কেহ বাটীর খোলা ছাদের উপর চন্দ্রাতপ প্রভৃতি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং কেহ বা ঝাড়, দেওয়ালগিরি প্রভৃতি যথাস্থানে লম্বিত ও বিন্যস্ত করাইতেছে। গৃহের সর্ব্বস্থানই কলরব ও আনন্দধ্বনিতে যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের সময় প্রতিভার পরিচিতা প্রতিবাসিনী মহিলাবর্গ প্রতিভার বিবাহের সংবাদ শুনিয়া দলে দলে প্রতিভাকে দেখিতে আসিলেন। বালকবালিকাগণের হাস্যধ্বনিতে এবং মহিলাগণের আলাপন ও কথোপকথনে প্রতিভার নীরব কক্ষটি শব্দায়মান হইয়া উঠিল। সকলেই প্রতিভার

মঙ্গলকামনা করিলেন এবং সকলেই প্রতিভার ভাবী সুখের চিন্তায় আনন্দিতা হইলেন।

সুশীলকুমার সকল বিষয়ের উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহিত, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অধ্যাপকপণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। সকলেই আনন্দে ও সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যার সময় সে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাগত হইল। আসিয়া দেখিল, বন্ধুবান্ধবেরা তাহার বাটীটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। সুশীল সকলকেই তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহিত আরও দুই একটী বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য সুশীল তাঁহাকে লইয়া উপরে নিজ কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সুশীল তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে সে নীচে নরেশের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। সুশীল তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় বাহির হইয়া বলিল "কে, নরেশ ভায়া না কি? আরে এস, এস, ওপরে এস।"

নরেশ বলিল "আমি একা নয়; স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও আছেন।"

সুশীল বলিল "স্মৃতিরত্ন মহাশয়? তাঁকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাদের বাটীতে পদধূলি দিয়েছেন।"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহারা উভয়ে উপরে আসিলেন। নরেশ বলিল "সকালে এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় ক'রে দেবার অবসর পাই নাই। ইনিই শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়, যাঁর কথা তোমাকে পত্রে লিখেছিলাম।"

সুশীল তাঁহাকে প্রণাম করিল; তৎপরে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিল "স্মৃতিরত্ন মহাশয়, আমি আপনার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন "বাবা, তোমাকে আমি বালকমাত্র দেখেছিলাম। তোমার পিতা আমাদের পরমসুহৃদ্ ছিলেন। সুতরাং তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি যা কিছু ক'রেছি, তা' কর্ত্তব্য-বোধেই ক'রেছি। তজ্জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হ'বার কোনও কারণ নাই। আমি তোমাকে দেখে পরম আনন্দ-লাভ ক'র্‌লাম। তোমাদের মঙ্গল হউক, ইহাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।"

সুশীল বলিল "আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র বল ও সহায়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন "সুশীল, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আত্মানন্দ স্বামীর সহিত তুমি পরিচিত হ'লে কিরূপে?"

সুশীল বিস্ময়ের সহিত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "শ্রীমদ্ আত্মানন্দ স্বামী? কই, তাঁকে তো আমি চিনি না?"

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তুমি তাঁকে চেনো না? কিন্তু তিনি তো তোমাকে এবং তোমার সহোদরা প্রতিভাকে বিলক্ষণ চিনেন।"

তখন সুশীল বিস্ময় ও আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল "কে? আমাদের গুরুদেব? তাঁরই নাম শ্রীমদ্ আত্মানন্দ স্বামী না কি? আমি তো তাঁর নাম জান্‌তাম না, এবং তাঁকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেও কখন সাহস করি নাই। তিনিই তবে শ্রীমদ্ আত্মানন্দ স্বামী?" এই বলিয়া সুশীল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। পরে বলিল "তাঁকে আমি প্রথমে কুমারী পাহাড়ে দেখেছিলাম।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন "ঠিক্ কথা; তিনিও আমাকে ঐ পাহাড়ের কথাই ব'লেছিলেন। সুশীল, তুমি হয়ত জান না, তিনিও আমার গুরুদেব। তিনি যে এই বিষয়ে কিরূপ সাহায্য ক'রেছেন, তাও হয়ত তুমি অবগত নও। তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে, আমরা আজ এই কার্য্যে কিছুতেই সফলতা লাভ ক'র্‌তাম না। তিনি মহাপুরুষ। ভাগ্য-ক্রমেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎকার পেয়েছিলে।"

সুশীলের হৃদয় বিস্ময়, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। গুরুদেবের দিব্য মূর্ত্তি স্মরণ করিবামাত্র তাহার দেহও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুশীল বলিল "তাঁহার দর্শনলাভ হওয়া আমার যে পরমসৌভাগ্যের বিষয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? গুরুদেব আমার এই দুর্দ্দিনের মধ্যেও গত পরশ্ব এখানে শুভাগমন ক'রে আমাকে দর্শন দিয়ে-ছিলেন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বটে! বটে! ধন্য তিনি এবং ধন্য তাঁহার কার্য্য!"

সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?"

সুশীল বলিল "এঁর নাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; ইনিই আমাদের পুরোহিত।"

তখন স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন "তবে আমার কোনও বাধা নাই। বরং উনি থেকে ভালই হ'য়েছে।" এই বলিয়া তিনি সুশীলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "সুশীল, কাল প্রতিভার শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'য়ে যাবে। তদ্বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এখন তোমার নিকট আমার

একটী প্রস্তাব ও অনুরোধ আছে। তা যদি রক্ষা ক'রতে সম্মত হও, তা হ'লে, তোমাকে তা বলি।"

সুশীল বিস্মিত হইয়া বলিল "আমার নিকট কি প্রস্তাব, আর কি অনুরোধ? তা রক্ষা করা যদি আমার সাধ্য হয়, তবে অবশ্যই তা রক্ষা ক'রবো। আপনি অসঙ্কোচে বলুন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় তখন বলিলেন "সুশীল, তোমার পিতা মাতা কেহই জীবিত নাই। তোমার পিতা আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং আমরাই তোমার পিতৃস্থানীয়। বিশেষতঃ গুরুদেবের সম্পর্কে আমি তোমার অগ্রজ গুরুভ্রাতা। সুতরাং আমার বাক্য তোমার অবশ্য পালনীয়। আগামী কল্য তোমার ভগিনীর শুভ বিবাহ হ'য়ে যাবে। আমাদের ইচ্ছা, আগামী পরশ্ব আমরা তোমারও শুভ বিবাহ সম্পন্ন করি। কেহ উদ্যোগী না হ'লে, তুমি যে স্বয়ং বিবাহ ক'রবে না, তা আমি জানি। আমরা তোমার জন্য একটী সুপাত্রী স্থির ক'রেছি। তোমার সম্মতি হলেই, এখন আমরা তোমার বিবাহের উদ্যোগ করি।"

সুশীল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল "দেখুন, আপনাদের আদেশ আমি অমান্য ক'রতে পারি না। কিন্তু আমার বিবাহের প্রস্তাবটা যেন হঠাৎ ও অসময়ে উপস্থিত করা হ'চ্চে। আমি নিজের বিবাহ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে কোনও চিন্তা করি নাই। বিবাহের বিরুদ্ধে আমার কোনও বিদ্বেষ নাই। সংসারে থাকতে গেলে, বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার মতন দুই একটী ব্যক্তি যদি বিবাহ না করে, তা হ'লে সংসারের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বিশেষতঃ, আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী। আমার পিতাও যে তার বিরোধী ছিলেন, তা তো আপনারা

জানেনই। বাল্যবিবাহে যে আমাদের সমাজের ও জাতির বিলক্ষণ অপকার সাধিত হ'য়েছে, তা আমি বিশ্বাস করি। গুরুদেবের সহিত কথাবার্ত্তা ক'য়ে যতদূর বুঝেছি, তা'তে তাঁ'কেও বাল্যবিবাহের একান্ত বিরোধী ব'লেই আমার বিশ্বাস হয়। তিনি বলেন 'ভারতবর্ষে এখন ব্রহ্মচর্য্য চাই—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, ও নর নারী সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য চাই। ব্রহ্মচর্য্যাভাবেই ভারতের এই দুর্গতি উপস্থিত হ'য়েছে।' অবশ্য, গুরুদেবের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আমি কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্যের পথেই দণ্ডায়মান আছি। কিন্তু, আমি বিবাহ ক'রলে, একটী বালিকা-বিবাহ ক'রবো না। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিতা কোনও বয়ঃস্থা কন্যা যদি আমাকে বিবাহ ক'রতে চান এবং আমিও তাঁর গুণে আকৃষ্ট হই, তা হ'লেই আমি তাঁ'কে বিবাহ ক'রবো। নতুবা এ জীবনে বিবাহ ক'রবো না, এইরূপ স্থির ক'রেছি।"

সুশীলকুমারের বাক্য শুনিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন "সুশীল, তুমি যে আদর্শ ধ'রেছ, তাহা ঠিক্ এবং প্রাচীনকালে, আর্য্যেরা এই আদর্শানুসারেই চ'ল্‌তেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে, এই উচ্চ আদর্শের খর্ব্বতাবশতঃই, তোমার মনোমত পাত্রী পাওয়া দুর্ল্লভ হ'বে। এই তোমার ভগিনী যেরূপ আদর্শস্থানীয়া, ভূপেন্দ্রনাথ কি তদ্রূপ আদর্শস্থানীয়? কখনই নহে। যদি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকে, তা হ'লে বাল্যবিবাহেও দোষ নাই। যেখানে ব্রহ্মচর্য্য নাই, সেইখানেই সমস্ত দোষ বিদ্যমান। আর যদি ব্রহ্মচর্য্যের পথে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাক, তা হ'লে বাল্যবিবাহেও কোনও দোষোৎপত্তি হইতে পারে না। হওয়া অসম্ভব। যাই হো'ক্, আজ তোমার কথা শুনে

আমি নিরতিশয় আনন্দিত হ'লাম। আমরা তোমার জন্য যে পাত্রী স্থির ক'রেছি, সেটি নিতান্ত বালিকাও নহে। তুমি স্বয়ং যদি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ না কর, তা হ'লে তুমি তা'কেও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে পার্‌বে। তুমি এই পাত্রীটিকে দেখে'ছ, এবং তার স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্য্যও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে থাক্‌বে। আমি নিরুপমার কথা ব'ল্‌ছি---নিরুপমা—তোমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা, এবং তোমার এই বন্ধু নরেশচন্দ্রের শ্যালিকা।"

সুশীল যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া একবার নরেশের মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিল। সুশীল বলিল "নিরুপমা!—আপনারা নিরুপমাকে আমার জন্য পাত্রী ঠিক্ ক'রেছেন! নিরুপমাকে আমি বিলক্ষণ জানি। নিরুপমার মতন মেয়েকে বিবাহ ক'রতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

সুশীলের কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। নরেশ এতক্ষণ নীরব ছিল, সহসা বলিয়া উঠিল—"এখন আমার ঘটকালীর কি বিদায় দেবে, বল ত?"

সুশীল হাসিয়া বলিল "তোমার ঘটকালী, না স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ঘটকালী?"

নরেশ বলিল "স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একটা, আর আমার একটা।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশা পল্লবিতা।

পরদিন প্রভাতে, সুশীলদের বাটীতে নহবতের সানাই মধুর ভৈরবী-রাগিণীতে আলাপ আরম্ভ করিবামাত্র, সমগ্র বাটীখানি আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ প্রতিভার বিবাহ। বালক-বালিকারা দলে দলে সুশীলদের বাটী আসিতে লাগিল। কোন্ এক রাজার ছেলের সঙ্গে প্রতিভার বিবাহ হইতেছে, তাহাও পাড়ার মধ্যে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলেই আজ সন্ধ্যার সময় বিবাহের বিশেষ ঘটা দেখিবার আশায় উৎফুল্ল হইল।

আজ প্রতিভার বিবাহ। কিন্তু আগামী কল্য আবার নিরুপমার সহিত সুশীলকুমারেরও বিবাহ হইবে, তাহাও পাড়ার মধ্যে প্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। উভয় বংশের মধ্যে যাঁহাদের আত্মীয়তা আছে, তাঁহারা এই শেষোক্ত সংবাদ শুনিয়াও নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনেকে নিরুপমার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। সুশীলের ন্যায় বিদ্বান্, বিনয়ী, অবস্থাপন্ন ও সচ্চরিত্র পাত্র কি সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ?

বেলা আটটার সময়, রাজকুমারের বাটী হইতে সুশীলদের বাটীতে প্রতিভার গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় পঞ্চাশ জন দাসী ও ভৃত্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাত্র-হরিদ্রার তত্ত্ব লইয়া উপস্থিত। তাহা-দিগকে দেখিবার জন্য রাজপথের উভয়পার্শ্বে অনেক লোক দাঁড়াইয়া

গেল। সুশীলদের বাটীতে ইতঃপূর্ব্বেই অনেক মহিলার সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা তত্ত্বের দ্রব্যগুলি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বহুমূল্য বেণারাশী সাড়ী, সাচ্চার কাজ-করা মখমলের মূল্যবান্ বডি ও জ্যাকেট্, সিল্কের সেমিজ্, মূল্যবান্ বস্ত্র, তোয়ালে, রুমাল, নানাবিধ আতর, এসেন্স্, সুগন্ধি তৈল, রজতময় ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত নানাবিধ মূল্যবান্ পুত্তল ও ক্রীড়ণক, রৌপ্যময় পাত্র, রেকাব ও তৈজসপত্রাদি, দধি, ক্ষীর, মৎস্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, নানাবিধ উপাদেয় সন্দেশ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। সুশীলকুমার দাসী ও ভৃত্যদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিল। তৎপরে সধবা মহিলারা মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া প্রতিভার গাত্র-হরিদ্রার সূচনা করিলেন।

যথাসময়ে প্রতিভার গাত্র-হরিদ্রা হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, রাজকুমারের অনেক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী আসিয়া সুশীলের হস্তে একটী জুয়েলারী বাক্স ও পত্র দিয়া গেল। সুশীল বাক্স খুলিয়া পত্র-লিখিত তালিকার সহিত, সমস্ত অলঙ্কার মিলাইয়া লইয়া, সেই বাক্সসহ মহিলাসমাজে উপস্থিত হইল। যে মহিলারা সুশীলের সমক্ষে কখনও বাহির হইতেন না, তাঁহারাও আজ সুশীলকে দেখিয়া লজ্জা করিলেন না। সুশীল বলিল "রাজবাটী থেকে প্রতিভার জন্য যে সমস্ত অলঙ্কার এসেছে, তা আপনারা দেখুন।" এই বলিয়া সে একটী টেবিলের উপর বাক্সটি রাখিয়া, তন্মধ্যস্থিত এক একটী কেসের মখমলমণ্ডিত অভ্যন্তর হইতে এক একটী মূল্যবান্ অলঙ্কার খুলিয়া সকলকে দেখাইতে লাগিল। হীরক, মাণিক, মরকত, মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন-খচিত অলঙ্কারগুলি

দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। জড়োয়া বালা, জড়োয়া অনন্ত, জড়োয়া চুড়ি, জড়োয়া নেক্‌লেশ্, জড়োয়া দুল্ ও এয়ারিং, জড়োয়া টায়েরা, জড়োয়া বাজু, জড়োয়া তাবিজ, বহুমূল্য সুদৃশ্য মুক্তার হার, ও হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি আভরণগুলি দেখিয়া সকলের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। জড়োয়া অলঙ্কারের সুট্ দেখাইয়া, সুশীল তাঁহাদিগকে প্রতিভার সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য স্বর্ণালঙ্কারগুলিও দেখাইল। তাহাদের কারুকার্য্য ও গঠন-পারিপাট্য দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, এবং প্রতিভা যে এইরূপ সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ যোগ্যা, তাহাও বলিতে লাগিলেন।

সুশীলকুমার তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া বলিল "রাজকুমারের পিতা মাতা তাঁদের ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর জন্য এই সমস্ত অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়েছিলেন। এই সমস্ত অলঙ্কার যে রাজবধূরই যোগ্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি রাজা, তাঁকে রাজারই মত থাকতে হয়; আর যিনি রাণী বা রাজবধূ, তিনিও যদি রাণী বা রাজবধূর মত না থাকেন, তা' হ'লে তাঁদেরও কিছু মাত্র শোভা হয় না। আপনারা যে সমস্ত অলঙ্কার দেখ্‌লেন, তা রাজাড়ম্বর মাত্র। প্রতিভার জন্য যে আর একখানা অলঙ্কার এসেছে, সেইটীই তার—সুধু তার কেন, সকল সাধ্বী স্ত্রীরই যোগ্য অলঙ্কার। তার কাছে হীরা চুন্নীর এই জড়োয়া অলঙ্কারগুলি আদৌ শোভা পায় না এবং পৃথিবীতে সে অলঙ্কারের মূল্যও নাই। যদি সে অলঙ্কারটিতে সোণার লেশমাত্র না থাক্‌তো, তা' হ'লে আমি আরও আনন্দিত হ'তাম।" এই বলিয়া সুশীলকুমার মহিলাগণকে সেই অপূর্ব্ব অলঙ্কারটি দেখাইল। সকলেই দেখিলেন, তাহা প্রতিভার করাভরণ এক জোড়া স্বর্ণমণ্ডিত শঙ্খ!

মহিলারা আনন্দের সহিত সুশীলের বাক্য শুনিলেন এবং সেই অলঙ্কার দেখিতে লাগিলেন। সুশীল বলিল "আপনারা সকলে প্রতিভাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তার হাতে এই অমূল্য অলঙ্কার চিরদিন শোভা পায়। সাধ্বী মহিলাগণের পক্ষে এই অলঙ্কার অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের সামগ্রী আর কি আছে?" এই বলিয়া সুশীল জুয়েলারী বাক্স লইয়া নিজ কক্ষে গমন করিল। মহিলারা শতমুখে সুশীলকুমারের বাক্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মধ্যাহ্নে আয়ুর্ব্দ্ধ্যন্নের নিমন্ত্রণে বহু মহিলার সমাগম হইল। সমস্ত দিন বাটীতে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। মহিলা ও বালকবালিকাগণের আনন্দ-কোলাহলে গৃহখানি নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রতিভাকে সমস্ত দিন উপবাসিনী থাকিতে হইল। সুশীলকুমার ভগিনীকে দান করিবে; সুতরাং সেও উপবাসী থাকিল। যথাসময়ে সে নান্দীমুখ ও প্রতিভার অধিবাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিল। যখন পুরোহিতের কথিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ-পূর্ব্বক সুশীলকুমার অধিবাসের এক একটী মাঙ্গলিক দ্রব্য পার্শ্বোপবিষ্টা ভগিনীর কপালে স্পৃষ্ট করাইতে লাগিল, তখন তাহাদের সেই পবিত্র শোভা দেখিয়া সকলের হৃদয়ে একটী সুন্দর পবিত্র ভাবের সঞ্চার হইল।

হরিদ্রা-কুঙ্কুম প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের সংস্পর্শে প্রতিভার গাত্রবর্ণ কাঞ্চনবৎ প্রভাসম্পন্ন হইল। তাহার কণ্ঠে মাঙ্গলিক মালা, নয়নপ্রান্তে কজ্জল-রেখা, কপালে শ্বেতচন্দনের "অলকা", ভালে টিপ, চরণযুগলে অলক্তক-রেখা, পরিধানে নববস্ত্র, ও হস্তে স্বর্ণময় কজ্জল-লতা শোভা পাইতেছিল। তাহার সেই পবিত্র কুমারী-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের

মনে হইতে লাগিল যেন সেই গৃহে ভগবতী গৌরীরই আবির্ভাব হইয়াছে!

প্রতিভা মহিলাগণের সম্মুখে লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া রহিল। সখী মনোরমা তাহার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যদর্শনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং প্রতিভাকে নিভৃতে পাইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক বলিল "সই, আজ আমার হৃদয়ের সাধ পূর্ণ হ'ল। এখন আর ম'র্‌তে আমার কোনও কষ্ট নাই। কাল তোমারও হৃদয়ের সাধ পূর্ণ হ'বে। নিরুকে কাল আমরা তোমার দাদার হাতে সঁপে দিব।" মনোরমার বাক্য শুনিতে শুনিতে প্রতিভার চক্ষু আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইল। সে বলিল "ভগবান্ যে এত শীগ্‌গীর আমার মনের সাধ পূর্ণ ক'র্‌বেন, তা আমি ভাবি নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আশা সফলা।

সন্ধ্যা-সমাগমে বাটীখানি আলোক-মালায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সুশীলকুমার ও পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলের সাদর আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে পান-তামাক আনিয়া দিতে লাগিল।

নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণের জন্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মহিলারা বিবাহ ও বর

দেখিবার আশায় অন্তঃপুরের ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া গল্প, আমোদ ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয়ের গৃহিণী ও মনোরমার জননী সকল বিষয়ের যথোচিত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিবাহ-মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময়, মনোরমা দ্বিতলে নিজ কক্ষের মধ্যে নিরুপমার সহিত বসিয়াছিল। সুশীলকুমারের সহিত নিরুপমার বিবাহ হইবে, প্রাতঃকালে এই সংবাদ শুনিয়া অবধি সে প্রতিভাদের বাটীতে আসিতে সঙ্কুচিতা হইতেছিল। প্রতিভার নির্ব্বান্ধাতিশয় জন্য এবং মনোরমার ভৎর্সনায় সে দুই একবার সাহস করিয়া প্রতিভাদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সুশীলকুমারের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে প্রতিভার কক্ষের মধ্যে কতবার লুকাইয়াছিল। সুশীল যখন মহিলাগণকে প্রতিভার অলঙ্কার দেখায়, তখনও সে মহিলাগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল এবং অলক্ষিতেই সে প্রতিভা দিদির সমস্ত অলঙ্কার দেখিয়াছিল ও সুশীলের বাক্য শুনিয়াছিল। সন্ধ্যার পর, প্রতিভা তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকাইয়া আপনার কাছে সাদরে বসাইল এবং সস্নেহে তাহার স্কন্ধে বাম বাহু রাখিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিল "নিরু, এত দিন আমি তোমার দিদি ছিলুম ; এখন কাল থেকে তুমি আমার বৌ-দিদি হ'বে ! কেমন ?" প্রতিভার কথা শুনিয়া নিরুপমা লজ্জায় অধোবদনা হইল। প্রতিভা সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল "নিরু, আমি চ'লে গেলে, আমার মতন তুমি আমার দাদাকে যত্ন ক'রতে পারবে তো ?—কেমন ?—বল না।" নিরু কোনও উত্তর না দিয়া কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। প্রতিভা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল "ও কি, নিরু, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌চো যে ! আমি চ'লে গেলে,

তোমার মনে কষ্ট হ'বে, তাই ভাব্‌চো বুঝি?" নিরু আর থাকিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুইটী চক্ষু হইতে দর-দর-ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। প্রতিভারও চক্ষুতে জল আসিল। সে অঞ্চল দ্বারা সস্নেহে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "ছিঃ, কাঁদ্‌তে আছে? আমি শাগ্‌গীর ফিরে আস্‌বো। তুমি কাল দাদার বৌ হ'বে। আমি চ'লে গেলে, দাদার জন্য চা ক'রে দিও, খাবার তৈয়ের ক'রে দিও, দাদার কথা শুনো, দাদার কাছে যেও, দাদার কাছে ব'সে প'ড়ো। কিছু লজ্জা ক'রো না। দাদা তোমার স্বামী হ'বেন। তাঁকে ভক্তি ক'র্‌বে। ধাইমাকে ভক্তি ক'র্‌বে। ঘরের জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখ্‌বে। এই ঘর বাড়ী এখন থেকে তোমার হ'বে। আমাকে রোজই পত্র লিখ্‌বে। তুমি ছেলেমানুষ —এখন তোমাকে রাঁধ্‌তে হ'বে না। দাদা একজন বামুনঠাক্‌রুণ রাখ্‌বেন। তুমি বেশ আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌বে। আমার কাছে যেমন রোজ পড়্‌তে, দাদারও কাছে সেই রকম রোজ প'ড়্‌বে। কেমন? আমি শাগ্‌গীর আস্‌বো—এসে আমরা সকলে কুমারী পাহাড়ে যাব। সেখানে বন-জঙ্গল-পাহাড়, কত কি দেখ্‌বো—আর বন-জঙ্গল-পাহাড়ে আমরা বেড়িয়ে বেড়াবো। কেমন? এই সকল কথা শুনে তোমার মনে আনন্দ হ'চ্চে না, নিরু?" নিরুপমার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে প্রতিভার কথার প্রত্যুত্তরে, সায় দিয়া কেবল মাত্র একবার ঘাড় নাড়িল।

ঠিক্ এই সময়ে দূরে ব্যাণ্ডের বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। "ঐ বর আস্‌চে, বর আস্‌চে" বলিয়া মহিলারা ছাদের ধারে অনুচ্চ দেওয়ালের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমাও ছুটীয়া বর দেখিতে গেল। বাদ্যধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটী-সমূহের ছাদে

বালক-বালিকা ও মহিলারা বর দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান। রাজপথের উভয় পার্শ্বেও অনেক লোক দণ্ডায়মান হইল। সকলের মধ্য দিয়া উজ্জ্বল আলোকশ্রেণী, দেশীয় বাদ্যকরগণ, বিভিন্ন ইংরাজী ব্যাণ্ডের বিভিন্ন দল, সশস্ত্র ফৌজ, অসংখ্য আসাসোঁটা, ও পরে উজ্জ্বল আলোকমালামণ্ডিত মনোহর চতুর্দ্দোল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দোলের উপরে রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সুখাসীন। সহস্র কণ্ঠে বরের সৌন্দর্য্য ও শোভার প্রশংসা ধ্বনিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দোলের পশ্চাতে ভূপেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বড় বড় জুড়ীগাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দোল সুশীলদের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, সুশীলকুমার বরের করধারণ পূর্ব্বক তাহাকে চতুর্দ্দোল হইতে নামাইল এবং সমাদরপূর্ব্বক লইয়া গিয়া বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট করাইল। বরের দক্ষিণভাগে অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পূর্ব্ব হইতেই উপবিষ্ট ছিলেন। বরযাত্রিগণও আসিয়া তাঁহার বাম ভাগে এবং চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের নীচে সুসজ্জিত চেয়ার সমূহে সুখোপবিষ্ট হইলেন।

বর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইমাত্র মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই মিলিত ধ্বনিতে সমগ্র গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ছাদের উপরে যে স্থান হইতে বরকে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া মহিলারা বরকে দেখিতে লাগিলেন।

অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে পান তামাক ইত্যাদি দিবার জন্য ভৃত্যেরা ব্যস্তভাবে নিযুক্ত হইল। ফলতঃ, সকলেরই যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুরোহিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সুশীলকুমার সভাস্থলে উপনীত হইল। পুরোহিত মহাশয় ও সুশীলকুমার "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। পরে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন "অদ্য রাজনগরের স্বর্গীয় রাজা নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান্ কুমার ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত স্বর্গীয় নবকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা ও শ্রীমান্ সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্যের সহোদরা ভগিনী শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর শুভ-বিবাহ। সভাস্থলে অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বরযাত্রী মহোদয়গণ এবং কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত মহাশয়গণ সকলেই উপস্থিত আছেন। বরবংশীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ও বরকর্ত্তারূপে এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে শুভবিবাহের লগ্ন নিকটবর্ত্তী। আপনারা সকলে অনুমতিপ্রদান করিলে, আমরা বরকে বিবাহমণ্ডপে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করি। আর আপনারাও সকলে মণ্ডপে শুভাগমন পূর্ব্বক শুভবিবাহ দর্শন এবং উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করুন। আমাদিগকে আপনাদের অনুমতি জ্ঞাপন করিলে, আমরা বরকে বিবাহমণ্ডপে লইয়া যাই।"

পুরোহিত মহাশয়ের বাক্য শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণেরা এবং উপস্থিত সকলেই বলিয়া উঠিলেন "স্বস্তি। আমরা অনুমতি প্রদান করিতেছি। আপনারা বরকে লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদান করুন। অগ্রে স্ত্রী-আচারাদি হইয়া যাক্, তৎপরে, আমরা বিবাহমণ্ডপে যাইতেছি।"

সুশীলকুমার বরের করধারণ করিয়া উঠাইবামাত্র, পুনর্ব্বার তুমুল শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। বর বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলে,

মহিলারা স্ত্রী-আচার সুসম্পন্ন করিয়া বর ও কন্যার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিলেন।

তৎপরে, অধ্যাপক পণ্ডিতগণ, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, রায় মহাশয়, কতিপয় বিশিষ্ট বরযাত্রী এবং কন্যাপক্ষীয় অনেকেই বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহিলারাও বারাণ্ডায় ও অন্যান্য স্থানে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইয়া বিবাহ দেখিতে লাগিলেন। সুশীল-কুমার প্রথমে গুরু, পুরোহিত ও উপস্থিত অধ্যাপক-মণ্ডলীকে যথাবিধি বরণ করিলেন; পরে স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক কন্যা-দানের সঙ্কল্প করিলেন। বর ও কন্যা যথাবিধি অর্চ্চিত হইলে, কন্যা বরকে প্রদক্ষিণ করিল এবং উভয়ে মাল্য বিনিময় করিল। পরে সুশীল-কুমার উভয়বংশের গোত্র ও পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম এবং বর ও কন্যার নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরীকে শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের করে সম্প্রদান করিল। ভূপেন্দ্রনাথও সেই দান গ্রহণ করিল। এই মুহূর্ত্তটি এরূপ গুরুত্ব-সম্পন্ন বোধ হইল, যেন সেই সময়ে সকলেরই দেহ রোমা-ঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনোরমা ও ধাই-মা এই সময়ে আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না এবং সুশীলকুমারও বাস্পগদ্গদকণ্ঠ হইয়া উঠিল। কন্যা-সম্প্রদানকার্য্য শেষ হইলে, বর কন্যাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রথমে স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে ও পরে অঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক বামপার্শ্বে বসাইয়া আপনার সগোত্রা এবং জীবন-পথের সঙ্গিনী করিয়া লইল। বিবাহের অন্যান্য অনুষ্ঠেয় অঙ্গ সম্পাদিত হইলে, মহিলারা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া বর ও কন্যাকে বাসর-গৃহে লইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বাসর-গৃহে বরবধূ সমানীত হইলে, মহিলারা তাহাদিগকে একত্র বসাইয়া তাহাদের সম্মুখে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং উভয়কে তাহা খাইতে অনুরোধ করিলেন। সকলেরই উপরোধে উভয়ে কিছু কিছু না খাইয়া থাকিতে পারিল না। মহিলারা বরবধূকে লইয়া নানাবিধ নির্দ্দোষ হাস্যপরিহাস ও কৌতুক করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ভূপেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইল। সকলেই তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। আহারের পর অধিকাংশ ব্যক্তি বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে নিমন্ত্রিতা মহিলাগণও আহার করিয়া একে একে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ঠাকুরদালানে ঐক্যতান বাদন, বৈঠকী গান ও আমোদ প্রমোদের কিছু অভাব রহিল না। ভূপেন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলের সহিত আনন্দোৎসবে যোগদান করিল। সুশীলকুমার সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

প্রভাতে কুশণ্ডিকা ও হোমক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। এদিকে নরেশচন্দ্র উদ্যোগ করিয়া সুশীলদের বাটী হইতে মনোরমাদের বাটীতে গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব পাঠাইয়া দিল। নিরুপমাদের বাটীতেও সমস্ত দিন আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল। প্রতিভা প্রায় সমস্ত দিন

নিরুপমাদের বাটীতেই রহিল। নিরুপমাকে বিবাহ করিয়া সুশীলকুমার পরদিন বাটীতে না আসিলে, ভূপেন্দ্র ও প্রতিভাকে বিদায় করা হইবে না, পূর্ব্ব হইতেই ইহা স্থির হইয়াছিল।

সুশীলকুমার নিজ বিবাহের কোনও প্রকার ঘটা করিতে সম্মত হইল না। সকলের অনুরোধক্রমে সে কেবল মাত্র একটী ভাল ব্যাণ্ড্ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দিল। যথাসময়ে নিরুপমা সুশীলের সহিত পরিণীতা হইল। নিরুর পিতামাতা, মনোরমা ও প্রতিভা সকলেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পর দিন কুশণ্ডিকা ও হোমের পর বরবধূর বিদায় হইল। যে গৃহে নিরুপমা প্রত্যহ অসিত এবং প্রায় সমস্ত দিন থাকিত, এবং যে গৃহ বাটীর একেবারে সংলগ্ন, সেই গৃহে কন্যাকে আজ বিদায় করিয়া পাঠাইতে পিতামাতার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

প্রতিভা সাদরে ও সহাস্য মুখে নিরুপমাকে গৃহে তুলিয়া লইল। পিতা মাতার সহিত ক্ষণিক বিচ্ছেদের জন্য নিরুপমার মনে যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রতিভাকে দেখিবামাত্র তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। প্রতিভা সস্নেহে নিরুপমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল "নিরু, (তোমায় নিরু বল্‌বো, না বৌদিদি ব'লবো ? না, তোমাকে নিরু ব'লেই ডাক্‌বো ; ঐ নামটিই ভাল) নিরু, এইবার বুঝ্‌তে পেরেছ যে, এই তোমার বাড়ী। মনে রাখ্‌বে, আমি আর এই বাড়ীর কেউ নই—তুমিই সব। এর পর তোমার ঘরকন্না তুমি দেখ্‌বে। আমার দাদা এখন তোমার সামগ্রী—আমার দাদার এই ঘরবাড়ী তোমার—আমার দাদার যা' কিছু আছে, সবই তোমার। তোমার সামগ্রী এখন তুমি দেখ। আমি আর বেশী

কি ব'ল্‌বো? আমি আজই রাজকুমারের সঙ্গে যাব, কিন্তু আমার এখন তাঁ'দের দেশে যাওয়া হ'বে না। সাত আট দিন তাঁ'দের ক'ল্‌কাতার বাড়ীতেই থেকে, আমি আবার এ বাড়ীতে আস্‌বো।"

নিরুপমার মুখ ফুটিল। সে বলিল "কেন, প্রতিভাদিদি, এখন তোমার দেশে যাওয়া হ'বে না?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল "তা আমি ব'ল্‌তে পারি না। রাজ-কুমার ব'ল্‌ছিলেন, তিনি এখন আমায় দেশে নিয়ে যাবেন না। এই ক'ল্‌-কাতাতেই বৌ-ভাত হ'বে। তার পর তিনি আমাকে এখানে রেখে দেশে যাবেন। আমার বৌ-ভাতের সময় তুমিও আমাদের বাড়ীতে যাবে। তার পর, আমি এ বাড়ীতে এলে তোমার বৌ-ভাত হ'বে। তোমাকে সাত আট দিন একলাই থাক্‌তে হ'বে। একলা কেন? আমিই কেবল থাক্‌বো না। আর সকলে থাক্‌বে। তা'ছাড়া, সই, অনু, তোমার মা রোজই এসে তোমাকে দেখে যাবেন।"

নিরুপমার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "প্রতিভাদিদি, তুমি না থাক্‌লে, আমার কিছুই ভাল লাগ্‌বে না।"

কথা শুনিয়াই প্রতিভারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে আবার নিরুপমার মুখচুম্বন করিয়া বলিল "ছিঃ, নিরু, অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।"

উভয়ে কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে মনোরমা, তাহার জননী, অনুপমা প্রভৃতি প্রতিভার বিদায় দেখিতে আসিল। মনোরমা হাসিয়া বলিল "কি, সই, ভা'জের সঙ্গে কি কথা হ'চ্চে?"

প্রতিভা বলিল "কি আর কথা হ'বে? আমি নিরুকে বোঝাচ্ছিলুম।"

মনোরমার মা সাশ্রুনয়নে বলিলেন "মা, ও কি বুঝবে? তুমি গেলে, সে একদণ্ডও এ বাড়ীতে থাক্‌তে পারবে না।"

প্রতিভা তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিল "তুমি কি ব'ল্‌চো, বাপু, তা জানি না। নিরু বেশ থাকৃতে পার্‌বে। এই আমিও তো শ্বশুর-বাড়ী যাচ্চি। আমি গিয়ে কি সেখানে থাকৃতে পার্‌বো না?"

মনোরমার মা প্রতিভার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিল "হাঁ, তা নিরুও থাক্‌তে পার্‌বে না কেন? এই দেখ না, মণির বিয়ে হ'য়েছিল দশ বছরের সময়। মণি শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে দিব্যি ছিল। জান ত, মণির শ্বশুর-বাড়ী কত দূর? তবুও সে একটী দিনও কাঁদে নি। কি মণি, তুমি কেঁদেছিলে?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল "কাঁদ্‌বো কেন মা? শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে কেউ কি কখনও কাঁদে?"

মনোরমার কথা শুনিয়া আর কেহই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

মনোরমা প্রতিভাকে বলিল "সই, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্চ। আমার মাথা খাও, তুমি তোমার জড়োয়া গহনাগুলি একবার পর। দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যাক্।"

প্রতিভা ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল "তোমার কথা আমি শুন্‌চি না সই। তুমি বুঝি আমাকে একটা সং সাজা'তে চাও। আমার হাতে এই যে দু'টী শাঁখা আছে, এ ভিন্ন আমি বড় একটা কিছু প'র্‌বো না। তুমি কি বুঝতে পার নি? ওঁরা রাজারাজ্‌ড়া লোক। ওঁরা মনে করেন কতকগুলো হীরে চুন্নি না থাক্‌লে, কেউ বুঝি তাঁ'দিকে রাজা বল্‌বে না। আমরা কুলের বৌ। আমাদি'কে তো আর কারুর কাছে বেরুতে হ'বে

না। আমাদের ও সবে কাজ কি? আমাদের হাতে শাঁখা, এই লোহা গাছটা, আর মাথায় সিন্দুর থাক্‌লেই যথেষ্ট। তুমি কি বল?”

মনোরমা প্রতিভার কথার কোনই উত্তর দিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল “তবে এস, সই, তোমার খোঁপা বেঁধে দিই। তা তো বাঁধ্‌তে দেবে? তোমার খোঁপার জন্য এই ফুলের মালা, আর তোমাদের দুই জনের জন্য এই দুই গাছি মালা এনেছি। আজ যে তোমাদের ফুলশয্যা। তা কি মনে নেই?”

অমনই নিরুপমা বলিয়া উঠিল “আমিও প্রতিভাদিদির জন্য ফুলের বালা, অনন্ত, সিঁথি, কর্ণফুল, সব এনেছি।” এই বলিয়া আনন্দের সহিত সে একটী রঙ্গীন সিল্কের রুমালের ভিতর হইতে তাহার বিচিত্র উপহার গুলি বাহির করিল।

প্রতিভার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আহ্লাদে সে আবার নিরুপমার মুখচুম্বন করিয়া বলিল “নিরু, তোমার উপহারগুলি আমি নেবো। তুমি যে আমার লক্ষ্মী বৌদিদিটি। তোমার এই কাজটা ঠিক্‌ আমার বৌদিদিরই মতন হ'য়েছে। বোন্‌, আজ যে আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্চি। তুমি আমাকে না সাজা'লে আর কে আমাকে সাজা'বে, বল দেখি? এস, তোমার ফুলের গহনা আমাকে পরিয়ে দাও।” বলিতে বলিতে প্রতিভার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

কি এক অব্যক্ত যাতনায় সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সকলেই প্রতিভার বাক্য শুনিয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু আবৃত করিল। প্রতিভা আজ শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। আজ প্রতিভার মা নাই, কে আজ প্রতিভাকে সাজাইয়া বিদায় করিবে?

প্রতিভা নীরবে অনেক ক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিল। পরে কিঞ্চিৎ সংযত হইয়া বলিল "নিরু, কই, তোমার ফুলের গহনা কই? আমাকে তুমি নিজের হাতে ক'রে তা পরিয়ে দাও।"

নিরুপমা তাহাই করিল। সে প্রতিভার দুই হস্তে দুই বালা ও কঙ্কণ, বাহুতে অনন্ত ও বাজু, মাথায় সিঁথি, কর্ণে দুল, খোঁপায় মালা, কণ্ঠে কণ্ঠহার—সমস্তই ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিল। সেই পুষ্পময় আভরণে বিভূষিতা হইয়া প্রতিভা সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রতিভা আদর্শের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একবার আপনার মূর্ত্তি দেখিল দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মনোরমাকে বলিল "সই, হীরা-মুক্তার অলঙ্কার কি এর চেয়েও দামী ও সুন্দর?"

মনোরমা হাসিয়া বলিল "না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সাধে বাদ।

প্রতিভা শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য এইরূপে প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে নরেশ, সুশীল ও ভূপেন্দ্রনাথ তিন জনে ব্যগ্র ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে সুশীলের কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

ভূপেন্দ্র বলিল "এই টেলিগ্রামটা তুমি আর একবার ভাল ক'রে পড়ে দেখ, দেখি?

নরেশ বলিল "তা দেখেছি। তোমার ঠাকুরমার সহসা সাংঘাতিক

পীড়া হ'য়েছে। কিন্তু কি পীড়া হ'য়েছে, টেলিগ্রামে তা খুলে লেখা নাই। তোমাকে শীঘ্র যেতে ব'ল্‌ছে।"

ভূপেন্দ্র বলিল "এখন কি করা যায়, তার উপদেশ দাও।"

নরেশ বলিল "উপদেশ দেওয়া শক্ত। তোমার পিতামহী বৃদ্ধা। সহসা তাঁর কঠিন পীড়া হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই পীড়া যে সাংঘাতিক হ'বে, তা নাও হ'তে পারে। যদি সাংঘাতিক না হয়, তুমি দু চার দিন এখানে থেকেও যেতে পার।"

"আর ধর যদি সাংঘাতিকই হয়, তা হ'লে আমি থাক্‌তে বুড়ী মুখে আগুন পাবে না হে? লোকে কি ব'ল্‌বে, বল দেখি?"

"সে কথাও সত্য বটে।"

"তা হ'লে আমার মত হ'চ্চে, আজই আমি চলে যাই। প্রতিভাকে এখন ও বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ থাক্। ব্যাণ্ডগুলোকেও বিদায় ক'রে দাও। ফুলশয্যার যে সকল সামগ্রী সুশীল পাঠাবার যোগাড় ক'রেছে, সে সকল আর পাঠিয়ে কাজ নাই। কাল সুশীল নিজের ফুলশয্যায় সে সমস্ত খরচ ক'র্‌লেই, আমি সুখী হ'ব। কেমন হে?"

নরেশ বলিল "ফুল-শয্যার জিনিষপত্রের জন্য কিছু এসে যাচ্চে না। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হ'চ্চে। তুমি যদি আজই যেতে চাও, তা হ'লে প্রতিভাকে তোমার সঙ্গে একবার ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে বাধা কি? এখন এই মোটে তিনটে বেজেছে। তুমি যাবে সেই রাত্রি নয়টার গাড়ীতে। তার আগে আর কোনও গাড়ী নাই। সুতরাং এখন তুমি অনায়াসে প্রতিভাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। তার পর রাত্রি নয়টার সময়, আমরা তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আস্‌বো এখন।"

ভূপেন্দ্র বলিল "এ প্রস্তাব মন্দ নয়। তবে তাই করা যাক্। কিন্তু ঐ ব্যাণ্ডগুলা ও লোকজন সব ফিরিয়ে দাও। সন্ধ্যার কিছু পরেই, আমি ও প্রতিভা আমাদের নিজের গাড়ীতে যাব। তোমরাও সব আস্‌বে; আমি যেমন ষ্টেশনে যাব, অমনি তোমরাও প্রতিভাকে নিয়ে বাড়ীতে আস্‌বে। কেমন? এই বন্দোবস্তই ঠিক। আমি তবে একজন বন্ধুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি। এখনি আমি ফিরে আস্‌চি।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র নামিয়া গেল।

ভূপেন্দ্র চলিয়া গেলে, নরেশ সুশীলকে বলিল "ভায়া, কি বুঝ্‌চো?"

"বুঝ্‌চি সব। দেওয়ানের চক্রান্ত।"

"যদি বিবাহের ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখা না যেত, তা হ'লে বিয়েও হ'ত কি না, সন্দেহ।"

সুশীল বলিল "তা ঠিক্। তবে ভূপেন ভায়া যেরূপ দুর্ব্বলচিত্ত, তাতে এখনও শঙ্কার কারণ যায় নাই।"

"শঙ্কার কারণ যায় নাই কি হে? বিয়েটা রদ হ'য়ে যাবে না কি?"

"না, আমি তা বল্‌ছি না। তবে সেই মেয়েটী যদি এখনও থাকে, ভবিষ্যতে কিছু গোলযোগ হ'তে পারে।"

নরেশ সকল কথাই বুঝিল। বুঝিয়া বলিল, "দেখ, ও সব ভবিষ্যতের কথা মিছেমিছি এখন ভেবে কোন ফল নাই। ভূপেনের সঙ্গে প্রতিভার বিবাহ দেওয়াটা একান্ত আবশ্যক হ'য়েছিল। সে বিবাহ ভগবৎ-কৃপায় হ'য়ে গেছে। প্রতিভার জন্য আমরা এখন নিশ্চিন্ত। এর পর প্রতিভার ভাগ্যে কি আছে, আর না আছে, তা প্রতিভার সেই ভাগ্যবিধাতাই জানেন। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন

ক'রেছি। প্রতিভাও সুখী হয়েছে। এখন আমরা এই পর্য্যন্তই দেখ্‌বো। এর পর ভবিষ্যতে যদি কিছু হয়, তখন যথাসময়ে তার ব্যবস্থা করা যাবে। চল ও ঘরে মেয়েদের কাছে এই সংবাদটা মোলায়েম্ ক'রে বলা যাক্।"

সুশীল বলিল "তুমিই গিয়ে বল।"

নরেশ প্রতিভার কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। জামাতাকে আসিতে দেখিয়া মনোরমার মাতা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। নরেশ প্রতিভাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিল "বাঃ, বাঃ, সই যে আজ বনদেবীর মত সেজেছ!"

প্রতিভা লজ্জিতা হইল। বলিল, "সব আমার বৌদিদিটীর অত্যাচার। বৌদিদির অত্যাচার না স'য়ে কি করবো?"

নরেশ বলিল "বৌদিদি? ওঃ ঠিক্ কথাই যে! নিরু এখন তোমার বৌদিদি হ'য়েছে। তা, নিরু ঠিক্ তোমার বৌদিদিরই মতন কাজটী ক'রেছে। এখন সই, তোমাদের বুড়ীটী যায় যে!"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল "বুড়ী কে?"

নরেশ বলিল "ভূপেনের ঠাকুর মা।" এই বলিয়া সে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল, এবং প্রতিভা যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজকুমারের সহিত কলিকাতার বাটীতে একবার গিয়া আবার রাত্রি নয়টার সময় এ বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, তাহাও জানাইল।

প্রতিভা সহাস্যমুখে বলিয়া উঠিল "আঃ, বাঁচা গেছে! বৌদিদিটির আমার ভয় হ'য়েছিল, সে কেমন ক'রে এক্‌লা থাক্‌বে। বৌদিদি, এখন আর ভয় কি? আমি যেমন যাব, তেমনই আস্‌বো।"

নরেশ বুঝিল, আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বর-বধূর বিদায় হইল। বিদায়ের সময়ে, প্রথামত সুশীলকুমার ভগিনীর হাতটি ধরিয়া ভূপেনের হাতে তাহাকে স পিয়া দিল।

সেই সময়ে, ভূপেনের কি যেন সহসা মনে পড়িয়া গেল। সে পকেট হইতে একটী চেক্ বাহির করিয়া সুশীলকে বলিল "সুশীল, আমি একেবারেই ভুলে গেছ্‌লাম। বড় তাড়াতাড়ি আমার বিবাহ হ'ল। এই জন্য আগে কিছু ক'র্‌তে পারি নাই। বিবাহের সময় স্ত্রীকে স্ত্রীধনস্বরূপ কিছু দান করা আমদের বংশের রীতি। বাবা ও মা প্রতিভার জন্য যে সকল অলঙ্কার গড়িয়ে রেখে গেছ্‌লেন, তা সমস্তই আমি এঁকে দিয়েছি। এই সমস্তেই ইহাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। আমার এষ্টেটের সহিত এগুলির কোনও সম্বন্ধ নাই। তার পর, স্ত্রীধন-স্বরূপ স্ত্রীকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করাও আমাদের বংশের রীতি। তাড়াতাড়ির জন্য আমি সে সব কিছুই ক'র্‌তে পারি নাই। এই জন্য আজ আমি প্রতিভার নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর এক লক্ষ টাকার একটী চেক্ কেটে, প্রতিভাকে তা দিচ্চি। তুমি শীগ্‌গীর এই টাকাটি বা'র ক'রে নিয়ে প্রতিভার নামে স্বতন্ত্রভাবে তা জমা দিও, এবং সু[illegible]ামত কোনও ভূসম্পত্তি পেলে, প্রতিভার নামে তা কিনে দিও। এই বলিয়া, সুশীল সেই চেক্‌টি প্রতিভার হস্তে দিল। প্রতিভা তাহা লইয়া সুশীলকুমারকে দিল।

গুরুজনসমূহকে প্রণাম করিয়া, ভূপেন ও প্রতিভা জুড়ীতে আরোহণ

করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই অপার সার্কুলার রোডে "রাজ-নিবাসে" উপস্থিত হইল। প্রতিভা উপরের একটী সুসজ্জিত কামরায় গিয়া উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সুবেশা পরিচারিকা প্রতিভার জন্য একটী রৌপ্যময় রেকাবে কিছু সন্দেশ ও একটী রৌপ্যময় গ্লাসে এক গ্লাস জল লইয়া উপস্থিত হইল। আর একটী সুবেশা পরিচারিকা একটী রৌপ্যময় করঙ্কে পান ও একটী তোয়ালে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতিভা বলিল "এ সব কেন?"

পরিচারিকা বলিল "রাণী মা, শ্বশুর-বাড়ী এসে কিছু খেতে হয়। আপনি খান।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল "খেতে হয় না কি? তবে খাচ্চি। কিন্তু আমি একলা খাব না। তোমরাও কিছু খাও।"

পরিচারিকারা "না, না, আপনি খান" এই বলিয়া অল্প দূরে সরিয়া গেল।

প্রতিভা তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের দুই জনের হস্তে দুইটী সন্দেশ দিয়া, আপনি একটী সন্দেশ ভাঙ্গিয়া কিছু খাইল। তৎপরে একটু জলপান করিয়া, তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিয়া ডিবা হইতে একটী পান লইয়া খাইল। দাসীরা রেকাব ও গ্লাস লইয়া বাহিরে গেল।

ঠিক্ এই সময়ে, ভূপেন্দ্রনাথ সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। উজ্জ্বল দীপালোকে ভূপেন্দ্র পুষ্পভূষণা প্রতিভার দিব্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। ভূপেন্দ্র বলিয়া উঠিল "এ যে স্বয়ং বনদেবী এসে আমার ঘর আলো ক'রেছেন!"

প্রতিভা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া কোনও উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ

পরে সে হাসিতে হাসিতে আপনার কণ্ঠ হইতে একটী পুষ্পমালা খুলিয়া ভূপেন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিল "এই মালাটি আজ তোমার গলা থেকে আর খুলো না। আমার সইয়ের এই অনুরোধ।"

ভূপেন্দ্র হাসিয়া বলিল "আর তোমারও অনুরোধ বটে।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র সমাদরপূর্ব্বক প্রতিভাকে পর্য্যঙ্কে আপনার পার্শ্বে বসাইল।

প্রতিভা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "এসে, তুমি কিছু খেলে না?"

ভূপেন্দ্র বলিল "এই আমি চা ও খাবার খেয়ে আস্‌চি।"

প্রতিভার হাতে পানের ডিবা ছিল। তাহা হইতে সে একটী পান বাহির করিয়া তাহা ভূপেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া বলিল "তবে তুমি এই পানটি খাও।" ভূপেন্দ্র আহ্লাদের সহিত প্রতিভার হস্ত হইতে পান লইয়া খাইল। পান খাইতে খাইতে সে বলিল "প্রতিভা, আজ আমাদের ফুল-শয্যা। কিন্তু আজ তা'তে বাধা প'ড়্‌ল। তুমি সব শুনে'ছ?"

প্রতিভা বলিল "শুনেছি। ঠাকুরমার বড় অসুখ। শুনে অবধি আমি তাঁর জন্য বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হ'য়েছি। এর আগে ট্রেণ থাক্‌লে, আমি তোমাকে সেই ট্রেণেই যেতে ব'ল্‌তুম। তুমি কি রাত্রি নয়টার গাড়ীতে যাবে? সেখানে গিয়েই আমাকে চিঠি লিখ্‌বে, আর দাদাকে টেলিগ্রাম ক'র্‌বে। আমার মনে হ'চ্চে, তুমি তাঁকে ভাল দেখ্‌তে পাবে। তিনি যদি ভাল থাকেন, তা হ'লে আমাকে কখন নিয়ে যাবে?"

ভূপেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল "তা সেখান থেকে তোমায় জানা'ব।" তারপর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া তাহা দেখিয়া

বলিল "প্রতিভা, প্রায় নয়টা বাজে। আর বেশী বিলম্ব নাই। আমি তবে আজ আসি। রোজই পত্র লিখ্‌বে।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র প্রতিভার নিকট বিদায় লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই, নরেশ ও সুশীল আসিল। ভূপেন্দ্রনাথের জিনিষপত্র পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়াছিল। ভূপেন্দ্র সুশীলের নিকট বিদায় লইয়া নরেশের সহিত ষ্টেশনে গমন করিল। সুশীলও ভগিনীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘোমজা।

যে দিন ভূপেন্দ্রনাথ উমাসুন্দরীকে প্রথম দেখে, সেই দিন হইতে দেওয়ান মহাশয় তাহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ভূপেন্দ্রনাথ সেই দিন হইতে কাহাকেও মনের ভাব কিছুই বলে নাই। কাচে উমা-সুন্দরীর কপাল কাটিয়া গিয়াছে, তাহাও দেওয়ান শুনিয়াছিলেন; কিন্তু কিরূপে কপাল কাটিয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিমলা পরিচারিকাকে তিনি এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমলা বলিল "আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম না; সেখানে কেবল রাজকুমার ও উমা ছিল। তার পর হঠাৎ ঝনাৎ ক'রে আওয়াজ হ'বা মাত্তর, আমি ছুটে এসে দেখি, উমাসুন্দরীর কপাল কেটে গেছে। আর রাজকুমারও তার পরেই ঘর থেকে বা'র হ'য়ে গেল। আমি উমাসুন্দরীকে অনেক জিজ্ঞাসা ক'রলাম; সে কিছুই বল্লে না। সে কেবল এই মাত্তর বল্লে যে, রাজকুমার ও প্রতিভার ছবিখানা হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে একখানা কাচ তাহার কপালে লেগেছিল, আর সেই কাচেই তার কপাল কেটে গেছে।"

দেওয়ান বলিলেন "রাজকুমার ও প্রতিভার সেই ছবি দু'খানা কোথায়? ফেলে দিয়েছিস্, না রেখে দিয়েছিস্?"

দাসী বলিল "না গো ফেলে দিব কি! তুলে রেখে দিয়েছি।"

দেওয়ান বলিলেন "দূর্, দূর্, প্রতিভার ছবিটে অলক্ষণে। সেটা ফেলে দিলেই ভাল হ'তো।"

নরেশচন্দ্র রাজকুমারের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতেছে, তাহাও দেওয়ান শুনিতেছিলেন। দুই চারি দিন পরেই, যখন রাজকুমার কলিকাতা যাইবার জন্য দেওয়ানের কাছে প্রস্তাব করিল, তখন দেওয়ান কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার বলিয়াছিল "বিশেষ কিছু কারণ নাই; একবার বেড়ি'য়ে আসি।" দেওয়ান মনে করিলেন, রাজকুমারের মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, সুতরাং কলিকাতা হইতে দুই চারি দিনের জন্য বেড়াইয়া আসিলে, মন্দ হইবে না। রাজকুমার যে প্রতিভাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই, বা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। তাঁহাকে না জানাইয়া ভূপেন্দ্রনাথ যে কখনও বিবাহ করিবে না, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং দেওয়ানের মনে কোনও সন্দেহ হয় নাই। অন্তঃপুরের কোষাগারের চাবিকাটি ভূপেন্দ্রনাথের কাছেই থাকিত। সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ কখন যে তন্মধ্য হইতে জুয়েলারী বাক্স ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চেক্ ইত্যাদি লইয়াছে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। ভূপেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, পর দিন মনোমোহন আসিয়া দেওয়ানকে বলিল "আর শুনেছেন? ভূপেনের সঙ্গে নরেশও গিয়েছে! আর সেই গাড়ীতেই স্মৃতিরত্ন এবং রায় মহাশয়ও গিয়েছেন! ব্যাপার কি, জানেন?" সংবাদ শুনিয়াই, দেওয়ান চমকিত হইলেন এবং অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনোমোহনকে তিনি যেন নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন "তাঁরা হয়ত নিজেদের কাজের জন্য কোথাও গেছেন।" মনো-

মোহন চলিয়া গেলে, দেওয়ান তাঁহার পরিচিত জনৈক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বলিলেন "ঘোষজা, তুমি আজই একবার কলিকাতা যাও। তুমি কলিকাতার রাজবাটীতে না থেকে অন্যত্র থাক্‌বে। কিন্তু রাজবাটীতে গিয়ে, রাজকুমার কি ক'র্‌ছে, গোপনে তার বিশেষ অনুসন্ধান রাখ্‌বে। অনুসন্ধানে যা জান্‌তে পার, তৎক্ষণাৎ গোপনীয় পত্রে তা আমাকে জানা'বে।"

দেওয়ানের সেই বিশ্বাসী লোকটি রবিবারে রাত্রির মেলে কলিকাতা রওনা হইয়া সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় পঁহুছিল। পঁহুছিয়া সে জোড়াসাঁকোতে তাহার ভগ্নীপতির বাড়ী গেল। সেখানে আহারাদির পর এক ঘুম ঘুমাইয়া সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে অপার সার্কুলার রোডে রাজবাটী-অভিমুখে চলিল। সে জোড়াসাঁকোতে ট্রাম ধরিলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই শিয়ালদহে উপনীত হইতে পারিত, কিন্তু ভাবিল, "না, হেঁটে যাওয়াই ভাল। মিছামিছি ছ'টা পয়সা খরচ করা কেন? কলিকাতায় আসা গেছে; কিছু পয়সা রোজগার করা যাক্। এলাম থার্ড ক্লাসে; কিন্তু দেড়া ভাড়ার গাড়ীতে এসেছি ব'লে বিল্ করা যাবে। তা'তে তিন টাকা বাঁচ্‌বে; তার পর ষ্টেশন থেকে যাবার আস্‌বার ঘোড়া-গাড়ীর ভাড়া, তাও একটা টাকা। তার পর জোড়াসাঁকো থেকে রাজকুমারের বাড়ী রোজই যাওয়া আসা ক'র্‌তে হ'বে। তা'তেও রোজই একটা টাকা ক'রে গাড়ী ভাড়া! যদি পাঁচ সাত দিন থাকা হয়, তা'হলে তা'তেও সাতটা টাকা। তার পর বাসা-খরচ। দেওয়ান জানে, জোড়াসাঁকোতে আমার ভগ্নীপতি আছে; কিন্তু বলা যা'বে যে, সে কলিকাতায় ছিল না। তবে কি হোটেলে খেয়েছিলেম, বলা যাবে? না, না, তা' ব'লা হ'বে না। ব'ল্‌বো 'মশাই, আমি হোটেলে খাই না।

হিন্দুর ছেলে ; এই বুড়ো বয়সে যার তার হাতে খেয়ে জাতটা নষ্ট ক'র্‌তে পারি না। আমি একটা বাসা ক'রে নিজেই পাক ক'রে খেয়েছিলেম। বাসা ভাড়া ও খোরাকী-খরচ, এতেও ধর পাঁচটা টাকা। হাঁ, হাঁ, একটা চাকরের বেতনও ধ'র্‌তে হ'বে। তা নইলে, কে খিজ্‌মদ্‌গারী ক'রেছিল, তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে। তারও বেতন মায় খোরাক তিনটে টাকা। ঠিকে চাকর কিনা ; তাই এত কমে হ'ল। দেখা যা'ক্, এখন ক'টাকা হ'ল। রেল ভাড়ার তিন টাকা, আর ষ্টেশনে যেতে আস্‌তে গাড়ীভাড়া এক টাকা—হ'ল চার টাকা। তার পর রাজকুমারের বাড়ী রোজ যেতে আস্‌তে সাত দিনে সাত টাকা ;—হ'ল এগার টাকা।—হাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে ভাল—যদি দেওয়ান জিজ্ঞাসা করে 'ট্রামে রোজ যাওয়া আসা কর নাই কেন ?' তখন কি বলা যা'বে ? আরে তখন বলা যা'বে যে, 'ট্রামের লাইন খারাপ হ'য়েছিল। লাইন্ মেরামত হ'চ্ছিল। তাই গাড়ী চলে নাই।' হাঃ, হাঃ হাঃ, আমি কায়েতের ছেলে। আমাকে আবার ঠকা'বে! বুদ্ধিতে দেওয়ানটার চেয়ে আমি কিছু কম না কি ? ও কপালের জোরে দেওয়ান হ'য়েছে। আমার কপালটার তেমন জোর নাই, আর ছেলেবেলাতেও মা-বাপ আমাকে ইংরাজী পড়ায় নাই। যদি ইংরাজী পড়া যেত, তা হ'লে, দেওয়ান কেন, লাটসাহেবও হ'তে পার্‌তেম। যা'ক্, আমার যা হ'বার, তা তো হ'য়ে গেছে। এখন আমার ছেলেটাকে একটু ইংরাজী পড়া'তে পার্‌লে হয়। ছেলেটা কিন্তু আমার মতন তত চালাক নয়। আমার বাপ গোমস্তাগিরি ক'রে দোল-দুর্গোৎসব ক'রে গেছে, আমিও দু'পয়সা রোজগার ক'রে আন্‌ছি। কিন্তু ছেলেবেটা যেন হাঁদা। আরে দেখ না—সে মিশনরীদের ইস্কুলে পড়ে। পাদরী সাহেব

তা'কে খুব ভালও বাসে। মাঝে মাঝে তা'কে দু' পাঁচ টাকা দেয়। সে যদি বাইবেল্ পড়ে আর সাহেবকে বলে 'সাহেব, বড় হ'য়ে আমি খৃষ্টান হব' তা হলে সাহেব এখনই তাকে মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে দেয়। আমি বলি 'তুই বল্‌গে যা, আর টাকা গুলা হাত ক'রে নে। লেখাপড়া শিখে নে, তার পর সাহেবকে ফাঁকি দিবি।' বেটা বলে 'বাবা তা আমি পার্‌বো না। মিছে কথা আমি ব'ল্‌বো না।' বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মেছেন। বেটা জানে না যে এটা কলিযুগ! মিথ্যা কথাটাই হ'চ্চে কলিযুগের ধর্ম্ম। আমাদের ঘোষবংশে তো কখনও এমন কুলাঙ্গার জন্মে নাই! ছেলেটা আমাদের বংশের কোনও গুণ পায় নাই। বেটা মাতুল-বংশের সব গুণ পেয়েছে। কথায় বলে 'নরাণাং মাতুলং ক্রমং। আর ঐ বংশটাও বড় পাজি। পাজি না হ'লে, গিন্নী আবার ছেলের পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে? ওদের ঝাড়েরই দোষ।" এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া ঘোষজা মহাশয় অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। সহসা সম্মুখে এক বাধা পাইয়া ঘোষজা মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, একজন লালপাগড়ী কনেষ্টবল তাঁহাকে "হাটো হাটো" বলিয়া ধাক্কা দিতেছে।

ঘোষজা বলিল "কেন বাপু, ধাক্কা দিচ্চ? যেতে দাও না কেন?"

কনেষ্টবল্ তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল "আরে রাস্তা বন্ধ হ্যেয়। লাট সাহেব ইস্ রাস্তামে যায়েঙ্গে।"

"তবে বাবা আমি অপার সার্কুলার রোডে কিরূপে যাব?"

"অপার সার্কুলার রোড? ক্যা, তুম্ বোহ্‌ড়া হ্যেয়? আরে, ইয়ে ধরমতলা! বৌবাজারকে রাস্তা হোকর্ যাও।"

পাগড়ী পরিয়া আলোক-মালা ধরিয়া দণ্ডায়মান। কেল্লার সশস্ত্র লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। ব্যাণ্ডের বাদ্যধ্বনি হইতেছে। অনেক লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। ঘোষজা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল "মশাই, এত ঘটা কিসের?" সে বলিল "তুমি পাড়া-গাঁ থেকে আস্‌ছো না কি হে! জান না, রাজার বিয়ে? বরযাত্রী যাচ্চে!" ঘোষজা ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে রাজবাটীর ফটক পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু ফটকের মধ্যে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল। ফটকের উভয় পার্শ্বে কনেষ্টবলের শ্রেণী দণ্ডায়মান। সেই খানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘোষজা দেখিল, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বড় বড় জুড়ীতে চাপিয়া রাজবাটী হইতে বাহির হইতেছেন। শেষে দেখিল, চতুর্দ্দোলে চাপিয়া রাজকুমারও বাহির হইল। নদীর স্রোতের মত লোকজন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে যখন সকলে বাহির হইয়া গেল, তখন কনেষ্টবলেরাও সেইখান হইতে সরিয়া গেল। ঘোষজা ভাবিল "ঠিক্ সময়েই এসেছি। রাজকুমার বিবাহ ক'রতে যাচ্চে। এসে তাঁকে ঠিক্ দেখ্‌লেম! দেওয়ানকে এই সংবাদটা কাল সকালে লিখ্‌বো। নিশ্চিত খুসী হ'বে, আর কিছু পুরস্কারও দেবে।" ঘোষজা এই বিষয় চিন্তা করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছে, এমন সময়ে সে কাহার পরিচিত কণ্ঠে শুনিতে পাইল "আরে ঘোষজা, তুম্ নহি গিয়া?" ঘোষজা দেখিল, সম্মুখে রাজকুমারের আর্দ্দালি মর্দ্দন সিং। সে তাহাকে দেখিয়া বলিল "আরে আর্দ্দালি সাহেব, আমি যাব কি? আমি সবে এই আস্‌ছি।" আর্দ্দালি বলিল "আচ্ছা, তব হমারা সাথ আও।" এই বলিয়া ঘোষজার হাত ধরিয়া আর্দ্দালি সাহেব, ঘোষজা ও দুইজন ভৃত্যের সহিত, একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চাপিল। গাড়ীতে চাপিয়া, ঘোষজা

তা'কে নিকট রাজকুমারের বিবাহের বৃত্তান্ত শুনিল। যথাসময়ে ঘোষজা বরযাত্রীদের সহিত বসিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় একটার সময় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পহুঁছিল।

পরদিন প্রভাতে সে দেওয়ানকে পত্র লিখিল। পত্রে বিবাহের ঘটা, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের সৌজন্য ও ভদ্রতা, ভোজনের পারিপাট্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়া তাহা এইরূপে শেষ করিল: "কন্যাটির নাম প্রতিমা—আপনার পূর্ব্বে রাজাবাহাদুরের আমলে যিনি দেওয়ান ছিলেন, তাঁহারই কন্যা। শুনিয়া সুখী হইলাম, কন্যাটি যেন সাক্ষাৎ প্রতিমাই বটে। আপনিও এই সংবাদে সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। বাকী সমস্ত বাচনিক নিবেদিব।" ইতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরভিসন্ধি।

ঘোষজা মহাশয় মঙ্গলবারে দেওয়ানকে পত্র লিখিলেন। বুধবার বেলা আটটার সময় সেই পত্র দেওয়ানের হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়াই তাঁহার চক্ষু স্থির হইল; মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, এবং জিহ্বা ও তালু বিশুষ্ক হইল। কি! ভূপেন্দ্র বিবাহ করিয়াছে!—প্রতিভাকে বিবাহ করিয়াছে!—তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে!—প্রতিভাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছে!—উমাসুন্দরীকে দেখিয়াও প্রতিভাকে বিবাহ করিয়াছে!—সে তাঁহার কৌশল একেবারে

ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে!—আচ্ছা, দেখা যাউক ভূপেন্দ্র প্রতিভাকে লইয়া কিরূপে সুখী হয়! দেখা যাউক, সে বিষয়-সম্পত্তি কিরূপে চালায়! দেখা যাউক, সে উমাসুন্দরীকে বিবাহ ও প্রতিভাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় কি না! দেখা যাউক, উমাসুন্দরী রাণী হয় কি না! প্রতিভা!—প্রতিভার নাম মনে মনে উচ্চারণ করিবামাত্র দেওয়ান দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন—প্রতিভা রাণী হইবে? আর নরেশের ন্যায় একটা হতভাগা ছোঁড়া তাঁহাকে বুদ্ধিতে পরাস্ত করিবে? এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেওয়ান এক বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। সে বিকট হাস্যধ্বনিতে তিনি আপনা-আপনিই চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"থাম! প্রতিভাকে রাণী ক'রে দিচ্চি—একেবারে শ্মশান-ঘাটের রাণী! ভূপেন প্রতিভাকে নিয়ে আসুক। বাছাধনকে আমি একেবারে সুখভোগ করিয়ে দিচ্চি—হতভাগাকে আমি খেতে, শুতে ব'স্‌তে অস্থির ক'রে তুল্‌বো, তার জীবন অশান্তিময় ক'রে তুল্‌বো—তাকে আমি পথের ভিখারী ক'র্‌বো! যদি না পারি, তা হ'লে আমার নাম যদুনাথ শর্ম্মাই নয়।" ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেওয়ান নিজের বাটীর বারাণ্ডায় দ্রুতভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং সহসা একটা মতলব আঁটিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

দেওয়ান রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া কোনও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ রাণী ঠাকুরমার সহিত সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন। রাণী ঠাকুরমা দেওয়ানকে আসিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

অভিবাদন করিলেন। রাণী ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা, অসময়ে আজ দেখা ক'র্‌তে এলে যে?"

দেওয়ান বলিলেন "হাঁ, অসময়েই আজ আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছি। একটু আগে আজ কলিকাতা থেকে যে ভয়ঙ্কর সংবাদ পেয়েছি, তা'তে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েছে। আমি দেখ্‌ছি, আপনাদের রাজ-সংসারে আমার আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয়। আমি এত ক'রেও যে শেষকালে নিন্দার হাত এড়া'তে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ। মা, আপনি আমাকে বিদায় দিন্,—আমি আর একদণ্ডও এ রাজবাড়ীতে থাক্‌বো না।"

দেওয়ানের কথা শুনিয়াই রাণী ঠাকুরমার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কোনও গুরুতর বিপদের আশঙ্কা করিয়া বলিলেন "বাবা, কি হ'য়েছে, আমাকে বল। তোমার কথা শুনে আমার বুক্ ধড়্‌ধড়্ ক'র্‌ছে। ভূপেনের সংবাদ তো ভাল?"

দেওয়ান একটু বিকট হাস্য করিয়া বলিল "রাজকুমার ভাল আছেন, তার জন্য চিন্তা ক'র্‌বেন না। কিন্তু রাজকুমার যে একটী কাজ ক'রে ব'সেছেন, তাতে আপনাদের জাত, কুল, মান—সব গেল। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের নাম ভূপেন ডুবিয়ে ফেলেছে! হায়, হায়, আমি রাজ-সংসারে কাজ কর্‌তে কর্‌তে এমন ঘটনা ঘট্‌লো! এ যে পৃথিবী-শুদ্ধ লোক চিরদিন আমারই অযশ ঘোষণা ক'র্‌বে। হায়, এর আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? ভূপেনকে বাল্যকাল থেকে আমি পড়িয়েছি; এখন আমি তার দেওয়ান। লোকে জানে, ভূপেন আমারই পরামর্শ-অনুসারে চলে। এখন কে বিশ্বাস ক'র্‌বে যে, আমি এ-সব

কিছুই জানি না!" এই কথা বলিতে বলিতে দেওয়ানের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল।

রাণী ঠাকুরমা দেওয়ানের কথা শুনিতে শুনিতে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন! তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; জিহ্বা বিশুষ্ক হইল। তিনি কষ্টে বলিলেন "ও মা, আমার কি হবে গো? ভূপেন, তুই কি ক'রেছিস্ রে? ও মা, আমি কি কথা শুন্‌ছি গো?"

নিষ্ঠুর দেওয়ান রাণী ঠাকুরমার শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন "মা, আর কি শুন্‌বেন? আপনার ভূপেন সেই বেহ্ম-জ্ঞানী মেয়েটাকে বিয়ে ক'রেছে। সেই মেয়েটাকে নিয়ে, আজই হউক, কিম্বা কালই হউক্, সে এখানে এসে পৌঁছবে। ভূপেনকে এত ব'ল্‌লেম—তাকে এত বুঝা'লেম—কিন্তু সে কা'রও কথা শুন্‌লে না! সে এই নিষ্কলঙ্ক রাজবংশে চিরকালের জন্য কলঙ্ক দিলে! চিরকালের জন্য এই রাজবংশের নাম ডুবে গেল! পিতৃপিতামহের নাম ডুব্‌লো! পিণ্ডলোপ হ'লো! চৌদ্দপুরুষ নরকে গেল! ও—হো হোঃ! এই সংবাদ শুন্‌বার আগে আমার মৃত্যু—"

দেওয়ান মনের উচ্ছ্বাস হঠাৎ সংযত করিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধা মূর্চ্ছাপন্না হইলেন! তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সহসা বিকৃত হইল, মুখ বিবর্ণ হইল, এবং হৃৎ-স্পন্দন যেন স্থগিত হইয়া গেল। দেওয়ান ভয়াকুলিতচিত্তে "বিমলা, বিমলা, ছুটে আয়, ছুটে আয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা যে যেখানে ছিল, ছুটীয়া আসিয়া কেহ বৃদ্ধার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল; কেহ পাখা আনিয়া মুখে ও

মাথায় বাতাস দিতে লাগিল; কেহ "ও মা, রাণী ঠাকুরমার কি হ'ল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং সকলেই দেওয়ানের মুখ পানে ভয়ে ও বিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। দেওয়ান দেখিলেন, ভয়ানক বিপদ। তিনি তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। কিন্তু ডাক্তার বাবু আসিবার পূর্ব্বেই, বৃদ্ধার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। বৃদ্ধা কাতর নয়নে, শূন্যমনে, অসহায়ার ন্যায় একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। করিয়াই আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। পরিচারিকারা তাঁহাকে সাবধানে তুলিয়া শয্যায় শোয়াইল। ডাক্তার বাবু আসিয়া তাঁহার নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন "নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ। কোনও উদ্বেগের পর অবসাদ আসিয়াছে, এবং ইঁহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হইতেছে।" বিমলা বলিল "কাল একাদশী গেছে গো! রাণী ঠাকুরমা সকালে উঠেই স্নান ক'র্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ এই কি হ'লো!" কি কারণে রাণী ঠাকুরমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা দেওয়ান কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মনে মনে যেন আহ্লাদিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "এ হ'লো মন্দ নয়। হতভাগা ছোঁড়াটাকে এখনি আস্‌বার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাই। লিখে দেওয়া যাক্, 'রাণী ঠাকুরমার কঠিন পীড়া; যত শীঘ্র পার রওনা হও।' টেলিগ্রাম পেয়েই সে যেমন আছে, নিশ্চিত তেমনি আস্‌বে। তা হ'লে সম্ভবতঃ সেই ছুঁড়ীটাকেও এখন সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে না। আমিও তাই চাই। যদি না নিয়ে আসে, তা হ'লে তাকে আর কখনও এ রাজবাটীতে পদার্পণ ক'র্‌তে হ'বে না।" দেওয়ান তাহার পর আবার ভাবিতে লাগিলেন, "বুড়ী ঠিক্ আছে,—

বুড়ী বেঁচে থাক্‌তে; রাজবাড়ীতে সে ছুঁড়ীটার স্থান নাই। এখন উমার সঙ্গে কোনও রকমে রাজকুমারের বিয়েটা দিতে পার্‌লে হয়। একবার যদি বিয়ে হ'য়ে যায়, তা হ'লে তো মজা হয়! দেখা যাক্‌, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।" এইরূপ চিন্তা করিয়া দেওয়ান রাজকুমারের নামে একটী টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং আর একবার রাণী ঠাকুরমার সংবাদ লইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা রাণী।

পরদিন প্রত্যূষেই দেওয়ান রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি রাণী ঠাকুরমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। রাণী ঠাকুরমা অনেকটা ভাল আছেন, ইহা বলিয়া পাঠাইলেন, এবং দেওয়ানকে একবার অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। দেওয়ানও একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন; সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া, অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধা রাণী শয্যায় উপবিষ্টা ছিলেন। দেওয়ান তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভূপেনকে তো আমার অসুখের কথা জানাও নাই?"

দেওয়ান কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রাণীমা, তাকে আমি জানাতে বাধ্য হ'য়েছি। কাল আপনার অবস্থা দেখে, আমার অত্যন্ত

ভয় হ'য়েছিল। সুতরাং রাজকুমারকে আপনার অসুখের সংবাদ জানিয়েছি। কাল রাত্রি একটার সময় তার টেলিগ্রাম পেয়েছি। সে আর একটু পরেই এসে পৌঁছবে।"

রাণী ঠাকুরমা বলিলেন "তবে সে বৌ নিয়ে আস্‌চে না কি? সে যদি বৌ নিয়ে আসে, তা হ'লে আমি তাকে ঘরে তুলে নেবো না। তোমায় ব'লে দিচ্চি, আমার এই রাজসংসারে তার জন্য স্থান নাই। আর যদিই ভূপেন তাকে ঘরে তুলে নেয়, তা হ'লে, আমি এ বাড়ীতে আর থাক্‌বো না। তোমরা আমাকে আর কোথাও নিয়ে চল। আমি কাশীবাস কর্‌বো, মনে ক'রেছি, তোমরা আমাকে কাশীতে রেখে এস। আমার স্ত্রীধনের যে সম্পত্তি আছে, তার আয় থেকেই আমার চ'ল্‌বে।"

দেওয়ান রাণী ঠাকুরমার সমস্ত কথা নীরবে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন "আপনার কথা আমি সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। রাজকুমার যদি বৌ নিয়ে আসে, তা হ'লে বৌকে যে এখন ঘরে তুলে নেওয়া হ'বে না, তাও আমি ভেবেছি। রাজকুমারের জন্য রাজাবাহাদুর যে নূতন মহল তৈয়ার ক'রেছিলেন, আমি ভেবেছি, এখন সেই মহলেই রাজকুমারকে বৌ নিয়ে থাক্‌তে ব'ল্‌বো। আমি এর আগেই তার ব্যবস্থা ক'রেছি। কিন্তু এখানে এখনও কেউ তার বিয়ের কথা জানে না। আর আপনাকে একটা কথা বলি—আপনি এখন রাজকুমারের জন্য বেশী ভাব্‌বেন না। আপনার কাশীবাস ক'র্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, তা দুদিন পরেও ক'র্‌তে পার্‌বেন। এখন যদি আপনি এখানে না থাকেন,—আর রাজকুমারের যেরূপ কাণ্ডকারখানা দেখ্‌তে পাচ্চি,—আমার মনে হয়, এই রাজবংশের নাম চিরকালের জন্য ডুবে যাবে।

আপনি আছেন ব'লেই আমি আছি। নতুবা, আমি কতদিন আগে চলে যেতেম।—দেখুন, আপনাকে এখন একটা কাজ ক'র্‌তে হবে। আপনি তা যদি করেন, তা হ'লে এখনও এই রাজবংশের কল্যাণ হ'তে পারে।" এই বলিয়া, দেওয়ান সহসা নীরব হইলেন।

বৃদ্ধা বলিলেন "আমাকে কি ক'র্‌তে হবে, বাবা, তা বল।"

দেওয়ান বলিলেন "বেশী কিছু নয়। আপনি কিছু দিন শয্যায় প'ড়ে থাকুন। রাজকুমারের এই বিয়ের সংবাদ শুনে অবধি আপনি যে শয্যাগত হ'য়ে আছেন, তা আমরা তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো। আপনার সঙ্গে তাকে এখন দেখা সাক্ষাৎ ক'র্‌তে দিব না। যা'তে সে উমা-সুন্দরীকে বিয়ে ক'রে এই রাজবংশের সুনাম রক্ষা ক'র্‌তে পারে, তার জন্য আমরা তাকে অনুরোধ করবো। প্রতিভাকে সে বিয়ে ক'রে ফেলেছে, তা আর কি করা যাবে? তাকে যদি সে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে চায়, তা করুক। কিন্তু প্রতিভার গর্ভে কোনও ছেলে হ'লে, তার দ্বারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার হবে না; বরং তাঁ'দিকে নরকভোগ ক'র্‌তে হ'বে। এই জন্যই আমার যা কিছু চিন্তা। কিন্তু রাজকুমার যদি উমাসুন্দরীকে বিয়ে করে, তা হ'লে, উমাসুন্দরীর গর্ভে যে ছেলে হ'বে, সেই ছেলেই পিণ্ডাধিকারী হ'বে, এবং তার দ্বারা, আপনাদের স্বর্গ-সুখ-ভোগও হবে। এই জন্যই আমার ইচ্ছা যে রাজকুমারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে উমাসুন্দরীর সঙ্গে তার আবার বিবাহ দিই। এই বিবাহ হ'য়ে গেলে, মন্দের ভাল হবে, আর সকল দিক্ অনেকটা বজায় হবে। আপনি কি বলেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন "বাবা, আমি আর কি ব'ল্‌ব? যা ভাল হয়, তুমি তাই

কর। ভূপেন উমাসুন্দরীকে বিয়ে করুক আর নাই করুক, আমি তো প্রাণ থাক্‌তে পিতিমেকে ঘরে তুলে নেবো না। তার চেয়ে আমার মরণ হয়, সেও ভাল।"

দেওয়ান বৃদ্ধাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বিমলা ছুটীয়া আসিয়া বলিল "ওগো, রাজকুমার এসে পৌঁছেচেন। তাঁর জুড়ী ফটকে ঢুক্‌লো, তাই আমি দেখে এলাম।"

দেওয়ান বৃদ্ধাকে বলিলেন "মা, আমি যা ব'ল্‌লেম, তাই ক'র্‌বেন। আমি এখন যাই।" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভিনয়।

দেওয়ান বহির্ব্বাটীতে আসিয়াই দেখিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ নিজ কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মচারিবর্গকে রাণীঠাকুরমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দেওয়ানকে দেখিয়াই ভূপেন্দ্র বলিল "আপনি কি অন্তঃপুর থেকে আস্‌চেন? ঠাকুর-মা কেমন আছেন?"

দেওয়ান বলিলেন "কাল্‌কের চেয়ে আজ কিছু ভাল বোধ হচ্চে। কিন্তু এখনও আশঙ্কা যথেষ্টই র'য়েছে।"

ভূপেন্দ্র বলিল "তবে আমি একবার তাঁকে দেখে আসি।"

দেওয়ান বলিলেন "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। এখন তোমার যাওয়া ঠিক্

নয়। গেলে আবার হয় ত মূর্চ্ছা হ'তে পারে। ডাক্তার বাবু এখনই আস্‌বেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয়, করা যাবে।" দেওয়ান ইঙ্গিত করিবামাত্র কর্ম্মচারিবর্গ একে একে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কক্ষ শূন্য হইলে, দেওয়ান ভূপেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি একলাই এলে? বৌ-রাণী-মা সঙ্গে আসেন নাই?"

ভূপেন্দ্র বিস্মিত হইয়া দেওয়ানের মুখ পানে চাহিল। মুহূর্ত্ত পরে, হাসিয়া বলিল "আপনি সব শুনেছেন, দেখ্‌ছি!" দেওয়ান হাসিয়া বলিলেন "তা শুন্‌তে আর বাকী আছে কি? আমি তো শুনে খুব আহ্লাদিতই হ'য়েছি। বৌ-রাণী-মাকে নিয়ে আস্‌চো মনে ক'রে, তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আমি সব বন্দোবস্ত ক'রেছি; তোমার নূতন মহল সাজিয়েছি, সকল গৃহদ্বারে পূর্ণ কলসী ও আম্রপল্লব রাখিয়েছি; কলা-গাছও পুঁতিয়েছি। কিন্তু এদিকে সহসা এই বিপদ—রাণী ঠাকুরমার হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়া! আমি ভাব্‌লেম, কি হ'তে কি হয়। তাই বাধ্য হ'য়ে তোমাকে টেলিগ্রাম ক'র্‌লেম।"

ভূপেন্দ্র বলিল "তা বেশ ক'রেছেন। আমি আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে একলাই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম। প্রতিভা এখন কলিকাতাতেই থাক্‌ল। কি করি, কলিকাতায় গিয়ে মহা মুস্কিলে পড়্‌লাম। প্রতিভাকে বিয়ে ক'রবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই পীড়াপীড়ি ক'রে ধ'র্‌লে। সে সব কথা আপনাকে পরে ব'ল্‌বো। এখন রাণী ঠাকুরমার হঠাৎ এই কঠিন পীড়া হ'বার কারণ কি?"

দেওয়ান বলিলেন "কারণ যে কি, তা ডাক্তার বাবু ব'ল্‌তে পারেন।

আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি নাই। তাঁর বয়স অনেক হ'য়েছে। শোক তাপে তিনি জর্জ্জরিত হ'য়ে আছেন। সুতরাং সহসা তাঁর একটা কঠিন পীড়া হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি, তা'তে বোধ হয় তিনি তোমার বিয়ের কথা শুনিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েন।"

ভূপেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল "অ্যাঁ, বলেন কি? আমার বিয়ের কথা তাঁকে কে বল্‌লে?"

দেওয়ান বলিলেন "তা আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তোমার বিয়ের সংবাদ কাল এখানে সহরময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে। অনেকেই আশ্চর্য্য হ'য়ে ছুটে আমার কাছে এসেছিল। আমি নিজেই যখন বিয়ের কোনও সংবাদ জানি না, তখন অপরকে আর কি ব'ল্‌বো? শুন্‌লেম, কলিকাতায় আলো ও ব্যাণ্ডের খুব ঘটা ক'রে তুমি বিয়ে ক'র্‌তে বেরিয়েছিলে। এখানকার কে একজন কলিকাতায় গেছ্‌ল; সেই সমস্ত দেখে শুনে এখানে এসে তোমার বিয়ের কথা প্রচারিত ক'রেছে। রাজবাড়ীতেও সেই সংবাদ হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে। রাণী ঠাকুরমা সেই সংবাদ শুনেই না কি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলেন।"

"বটে!" এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও চিন্তামগ্ন রহিল।

ঠিক্ এই সময়ে ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট বৃদ্ধার বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইয়া, রাজকুমার কিছু চিন্তিত হইল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "একটু আগে, কলেক্টর সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাণী ঠাকুরমার পীড়া সম্বন্ধে তিনি আমাকে

অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। আপনি যে কলিকাতায় বিবাহ ক'রেছেন, তাও তিনি শুনেছেন।" তৎপরে দেওয়ানের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কাল বুঝি আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন। তাও সাহেব ব'ল্‌ছিলেন।"

দেওয়ান শুষ্কমুখে বলিলেন "তিনি আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডেকে না পাঠালেও, আমি নিজেই যেতেম। রাজকুমার এখানে ছিল না। রাণী ঠাকুরমার এমন কঠিন পীড়া। সুতরাং তাঁকে একটা সংবাদ জানিয়ে রাখা উচিতই মনে ক'রেছিলেম। আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জান্‌লেম যে, তিনিও বিয়ের সংবাদ জান্‌তে পেরেছেন। রাণী ঠাকুরমা এই বিয়ের সংবাদ শুনেই যে মূর্চ্ছিতা হ'য়েছিলেন, তাও তিনি কি রকম ক'রে জান্‌তে পেরেছেন। আমি তো সব দেখে শুনে অবাক্‌!"

রাজকুমার বলিল "তিনি কিছু ব'ল্‌ছিলেন না কি?"

দেওয়ান বলিলেন "ব'ল্‌ছিলেন বই কি? সে অনেক কথা। আর এক সময়ে ব'ল্‌বো। আমি তাঁকে একটু অসন্তুষ্টও বুঝ্‌তে পার্‌লেম। সমস্তই আমাদের শত্রুপক্ষের কাজ। শত্রুর তো আর অভাব নাই। তার পর এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বোধ করি শত্রুর সংখ্যা আরও বেড়ে উঠ্‌বে। এখন থাক্‌ সে সব কথা। তুমি সমস্ত রাত্রি জেগে এসে'ছ; এখন মুখ হাত ধুয়ে ও কিছু খেয়ে শ্রান্তি দূর কর। অন্য সময়ে সকল কথাবার্ত্তা হবে।" তৎপরে, ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "চলুন ডাক্তার বাবু, রাণী ঠাকুরমাকে দেখে আসি।" এই বলিয়া উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেওয়ান ডাক্তার বাবুর সহিত প্রত্যাগত হইয়া

ভূপেন্দ্রনাথকে বলিলেন "সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল আর কি! আমরা গিয়ে দেখি, রাণী ঠাকুরমার আবার মূর্চ্ছা হ'য়েছে। তোমার আসার সংবাদ শুনে তিনি মনে ক'রেছিলেন, বুঝি বৌ-রাণীমাও সঙ্গে এসেছেন। সেই কথা মনে হবা মাত্র তাঁর মূর্চ্ছা হয়। আমরা অনেক কষ্টে তাঁর মূর্চ্ছা অপনোদন ক'রে, তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লেম যে, বৌ-রাণীমা আসেন নাই; আর আপনি বেঁচে থাক্তে, তিনি কখনও এখানে আস্বেন না। মহা মুস্কিল আর কি! তিনি ছেলেমানুষের মতন কেঁদেই অস্থির। তাঁকে সান্ত্বনা করে, কার সাধ্য? দেখ্ছি, তাঁকে আর রক্ষা করা যায় না। রাজকুমার, তুমি বিবাহ ক'র্লে, ক'র্লে। একবার আমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'র্লে না? শেষে বৃদ্ধা রাণী ঠাকুরমার বধের ভাগী হ'লে? হা অদৃষ্ট!"

দেওয়ানের তিরস্কার-বাক্যে রাজকুমারের মুখে আর কোনও কথা সরিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিধাতা পুরুষ।

ভূপেন্দ্রনাথের মনে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই কি রাণী ঠাকুরমার এই শোচনীয় দশার কারণ হইল? শেষে কি সেই তাঁহার বধের ভাগী হইবে? দেওয়ানের তিরস্কারবাক্য ভূপেন্দ্রনাথের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিল; সে অনেক ক্ষণ কাহারও সহিত কথা কহিল না।

ভূপেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিল, প্রতিভার সহিত একবার বিবাহ হইয়া গেলে, রাণীঠাকুরমা আর কোনও আপত্তি করিবেন না। কিন্তু এখন যেরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধা বাঁচিয়া থাকিতে, প্রতিভাকে আর রাজবাটীতে আনা চলিবে না। ভূপেন্দ্রের সহিত প্রতিভা বহুদিন পূর্ব্বে বাগ্দত্তা হইয়াছিল; এখন আবার তাহার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহও হইয়া গেল। এই বিবাহ যে ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে স্মৃতিরত্ন মহাশয় নানাস্থানের পণ্ডিতগণের মত সংগৃহীত করিয়াছেন; কলিকাতার অধ্যাপকেরাও এই বিবাহে কোনও দোষ দেখেন নাই। সুতরাং এই বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথের কোনও সংশয় নাই। ভূপেন্দ্র মনে করিয়াছিল যে, সে বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবে। কিন্তু এখন বুঝাইয়া বলিবার সময় নহে। বৃদ্ধার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি তো কিছুই বুঝিবেন না; অধিকন্তু, একটা অকারণ ভীতিতে বিহ্বল হইয়া তিনি সহসা প্রাণত্যাগও করিতে পারেন। তাহাতে, তাহার নিন্দা দেশময় পরিব্যাপ্ত হইবে এবং তাহার ও প্রতিভার মনে চিরকালের জন্য একটা বিষম কষ্ট থাকিয়া যাইবে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ভূপেন্দ্রনাথ আপনার বিবাহ সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোনও কথা কহা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। এমন কি, বয়স্য মনোমোহন প্রভৃতিও তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিলে, রাজকুমার ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বিবাহের কোনও প্রসঙ্গ উঠিতে দিল না।

রাজকুমারের মনোমধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। দেওয়ানেরও তাহা বুঝিতে ক্ষণমাত্র

বিলম্ব হইল না। কিন্তু, উপস্থিত ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করিলে যে তাহার কৌশল সফল হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অগত্যা দেওয়ানও, রাজকুমারের ন্যায়, বিমনায়মান হইয়া রহিল।

এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিতে লাগিল। দেওয়ানের মনে একটা অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদনে যেন তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ রহিল না। কোনও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে, দেওয়ান সমস্ত কাগজপত্র ভূপেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, এবং তৎসম্বন্ধে বিহিত আদেশ দিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইতেন। ভূপেন্দ্রনাথ দেওয়ানের ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইতে লাগিল; সে প্রথম প্রথম তাঁহাকে দুই একবার ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল "আপনিই এই সকল বিষয়ের আদেশ দেন না কেন? আমার নিকট এই সমস্ত কাগজ পত্র পাঠাইবার প্রয়োজন কি?" দেওয়ান বলিলেন "সকল বিষয় তোমার নিজেরই দেখা উচিত। তুমি যখন এখানে না থাক, তখন অবশ্য কর্ত্তব্য-বোধে আমি সকলই দেখি। কিন্তু তোমার এত বড় এষ্টেট—এই এষ্টেটের সকল ব্যাপার তোমার অবগত হওয়া উচিত।" ভূপেন্দ্রনাথ দেওয়ানের বাক্যে নিরুত্তর থাকিল।

ভূপেন্দ্র দেওয়ানের বাক্যের যাথার্থ্য মনে মনে বুঝিল। কিন্তু সে বিষয়পত্র কি দেখিবে? কিছুই তার বোধগম্য হয় না। ভূপেন্দ্র ভাবিতে লাগিল "এতদিন আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। যাহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি। আর সময় নষ্ট করা হইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সকল বিষয় বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

কলেক্টর সাহেব একদিন রাজকুমারকে স্মরণ করিলে, রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

কলেক্টর।—"আপনি যে বিবাহ করিয়াছেন, শুনিয়াছি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রমতে অশুদ্ধ। আপনি আপনার পিতামহী ও দেওয়ানকে না জানাইয়া এই বিবাহ কেন করিলেন?"

রাজকুমার।—"এই বিবাহ শাস্ত্রমতে অশুদ্ধ নহে। কাশী, নবদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা বিবাহে মত দিয়াছেন।"

কলেক্টর।—"আপনি বলেন কি? দেওয়ান আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। আপনি সেই মত জানিয়াও, পিতামহী ও দেওয়ানকে না বলিয়া, গোপনে বিবাহ করিয়াছেন।"

রাজকুমার।—"দেওয়ান আমাকে সেই মত দেখাইয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু আমি অপর একটী মত সংগৃহীত করিয়াছি, তাহাতে এই বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

কলেক্টর।—"মিথ্যা মত! এই শেষোক্ত মত নিশ্চয়ই জাল। দেওয়ান উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি যে মত সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাই ঠিক্। আপনি দেওয়ান ও পিতামহীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ভয়ানক অন্যায় করিয়াছেন। আপনি কেবলমাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। আপনি এখনও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার যোগ্য হ'ন নাই। এইরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া, আপনি বিশেষ

অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আপনার জাতি গিয়াছে, আপনার বিখ্যাত বংশ কলঙ্কিত হইয়াছে এবং আপনার ব্যবহারে আপনার পিতামহী মরণাপন্ন হইয়াছেন। এই সকলের জন্য কি আপনি দায়ী নহেন ?"

রাজকুমার।—"আপনাকে এই সকল বিষয়ের উত্তর এখন আমি দিতে পারিতেছি না। সময়ক্রমে দিব।"

কলেক্টর।—"তারপর, আপনি কলিকাতায় কতকগুলি অসৎ লোকের সঙ্গে পড়িয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে রত থাকেন। বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখেন না। আমি আপনার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি আপনার এষ্টেট্ চালাইবার উপযুক্ত নহেন। আপনার ভূসম্পত্তি পুনর্ব্বার কোর্ট-অভ্-ওয়ার্ডসের অধীনে আসিবে।"

ভূপেন্দ্রনাথ কলেক্টর সাহেবের বাক্য শুনিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে কোনও ক্রমে সে বলিল "আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে।"

কলেক্টর গর্জ্জিয়া বলিলেন "যথার্থ নহে! এই যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন, ইহাও কি অযথার্থ ? আমি শুনিয়াছি যে, আপনি উমাসুন্দরী নামে একটী মেয়েকে দেখিয়াছিলেন। আপনার পিতামহী আপনার জন্য সেই মেয়েটিকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। সেই মেয়েটিও আপনার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্তা। আপনি তাহাকে বিবাহ না করিয়া একটী অহিন্দু মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন। শুনিতেছি, উমাকে আর কেহ বিবাহ করিতে চায় না এবং করিবেও না। আপনি যে উমার সর্ব্বনাশ

করিলেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন? উমা যদি আদালতে আপনার নামে নালিশ করে, তাহা হইলে, আপনার উপর অঙ্গীকার-ভঙ্গ-জন্য ডিক্রী হইবে, তাহা জানেন কি? আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে, একটা ভয়ানক 'কেলেঙ্কারী' (Scandal) হইবে, তাহাও ভাবিয়াছেন কি? গভর্ণমেণ্টকে আমি এই সকল বিষয় জানাইতে বাধ্য হইতেছি। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে, আপনি এষ্টেট্ চালাইবার উপযুক্ত নহেন।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, রাজকুমার ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ও চিন্তাকুল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, সে কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্পষ্ট কথা।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় দেওয়ান রাজকুমারের সহিত দেখা করিয়া বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তিনি কলেক্টর সাহেবের কথা পাড়িলেন এবং হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তুমি কলেক্টর সাহেবের সহিত দেখা ক'রতে গিয়েছিলে; কিরূপ কথাবার্ত্তা হ'ল?"

রাজকুমার সহসা গম্ভীর হইল। সে বলিল "কথাবার্ত্তা অনেক হ'য়েছিল। আমার এষ্টেট্ তিনি কোর্ট-অভ-ওয়ার্ডসে দিতে চান।"

দেওয়ান যেন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"আমি এষ্টেট্ চালা'বার যোগ্য নই ব'লে।"

দেওয়ান কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যেন চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে বলিলেন "তুমি এষ্টেট্ চালা'বার যোগ্য নও! এষ্টেটের পরিচালনে কোনও দোষ আছে কি?"

রাজকুমার বলিল "অবশ্য সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। প্রতিভাকে বিয়ে ক'রেছি ব'লেই আমি অযোগ্য বিবেচিত হ'য়েছি!"

দেওয়ান যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন "সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তার জন্য এষ্টেট্ কোর্ট-অভ-ওয়ার্ডসে যাবে কেন? এষ্টেটে যদি দেনা হয়, কিম্বা পরিচালনের কোনও দোষ ঘটে, তা হ'লে কলেক্টর সাহেব একদিন সে কথা ব'ল্‌লেও ব'ল্‌তে পারেন। কিন্তু তোমার বিয়ের সঙ্গে ও সব কথার সম্বন্ধ কি? ও টা, আমার মনে হয়, কলেক্টর সাহেবের ধমক মাত্র।"

"তা হ'তে পারে; কিন্তু তিনি আমাকে সেই কথা ব'ল্‌লেন।"

দেওয়ান বলিলেন "আমাদের শত্রুর সংখ্যা বড় কম নহে। অনেক লোক কলেক্টর সাহেবের কাছে গিয়ে, আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে। সেদিন তিনি তোমার বিয়ের কথা পেড়ে আমাকেই ধমক দিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন 'তুমি কিছু দেখ না; রাজকুমার গোপনে এই একটা বিয়ে ক'রে ব'স্‌ল, আর তুমি তা নিবারণ ক'রতে পারলে না?' তখন আমাকে বাধ্য হ'য়ে কিছু কিছু ব'ল্‌তে হ'ল। তুমি এই বিয়েটা ক'রেই যত গোল বাঁধিয়েছ। এর আগে কেউ একটী কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'র্‌তো না। তোমার বিয়েতে দেশের লোকে আমোদ-প্রমোদ ক'র্‌বে, সামাজিক পাবে, এইরূপ আশা ক'রে ব'সেছিল। তা'তে

বঞ্চিত হওয়াতেই, তোমার উপর তা'দের ভারি রাগ হ'য়েছে। তারা শতমুখে তোমার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও নিন্দা ক'র্‌ছে। এ নিন্দা তারা চিরকালই ক'র্‌বে। তুমি হঠাৎ বিয়েটা ক'রে ব'স্‌লে, রাজকুমার! তোমায় কি আর ব'ল্‌বো! এই বিয়ের জন্যই যত গোলযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। কাজটা তোমার ভাল হয় নাই।"

রাজকুমার বলিল "আমি সে কথা স্বীকার করি না। আমার পিতা-মাতা প্রতিভাকে নির্ব্বাচিত ক'রে গেছ্‌লেন; সেও আমার সহিত বিবাহ হবে ব'লে, বাগ্‌দত্তা হ'য়েছিল। এরূপ স্থলে, তাকে বিবাহ না ক'র্‌লে, আমার অধর্ম্ম হ'তো। অবশ্য এখানে যদি বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হ'তো, তা হ'লে আমোদ-প্রমোদেরও কিছু অভাব হ'তো না, আর সামাজিকও সকলের মধ্যে বণ্টন ক'র্‌তাম। কিন্তু এ সব যে হ'লো না, তার কারণ তারাই। আজকাল কত মেয়ের পনর ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হ'চ্চে। কই, কেউ তো তা'দিকে তার জন্য পতিত করে না? কত কুলীনের মেয়ে বুড়ী হ'য়ে যায়, তবুও তা'দের বিয়ে হয় না। কই, কুলীন ব্রাহ্মণদি'কে তো সেই জন্য কেউ পতিত ক'র্‌তে সাহস করে না? আর এই কথাটাই ধরুন না; ঠাকুর-মা উমাসুন্দরীর সহিত আমার বিয়ে দিবার জন্য তাকে বাড়ীতে এনে রেখেছেন। উমাসুন্দরীকে তো আপনি দেখেছেন। তার বয়স পনর বৎসরের কম হবে না। উমাসুন্দরীকে বিয়ে ক'র্‌লে নিশ্চিত আমার জাতি নষ্ট হ'তো না। কিন্তু আমার জাতি নষ্ট হবে কেবল প্রতিভাকে বিয়ে ক'রেছি ব'লে! যেমন দেশ, তেমনি দেশের লোক, আর তেমনি তা'দের ধর্ম্মজ্ঞান ও শাস্ত্রে ভক্তি! তা'দের ধর্ম্মজ্ঞান ও শাস্ত্রে ভক্তি তা'দের কাছেই থাকুক। আমি প্রতিভাকে বিয়ে ক'রেছি ব'লে

যে কোনও দোষের কার্য্য ক'রেছি, তা আমি বিশ্বাস ও স্বীকার করি না। আর আমি কি স্বেচ্ছাচারী হ'য়েই প্রতিভাকে বিয়ে ক'রেছি? আপনি জানেন, আমি প্রাপ্তবয়স্ক হ'য়েই তাকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনিই তখন বলেন, 'রাজকোষে প্রচুর অর্থ নাই; এখন বিবাহ স্থগিত থাক্।' অগত্যা আমি দুই এক বৎসর অপেক্ষা ক'রতে প্রস্তুত হ'লাম। এরূপ অবস্থায়, পণ্ডিতদের মতটা আপনি সংগৃহীত না ক'রলেই পারতেন। আর সেই মতের কথা কলেক্টর সাহেবের কাণেও না তুললেই পারতেন। আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনি পণ্ডিতদের যে মত সংগ্রহ ক'রেছেন, সেই মতের ঠিক্ বিপরীত মতও সংগৃহীত হ'য়েছে। এখন আপনিই বলুন দেখি, আমি কোন্ মতটি মেনে চলি? আর সেদিন আপনি রাণী ঠাকুরমার কথা বল্‌ছিলেন। তাঁর কথা ছেড়ে দিন। তিনি মেয়ে মানুষ, বিশেষতঃ বৃদ্ধা হ'য়েছেন,—তাঁকে যে যেমন বুঝায়, তিনি তেমনই বুঝেন। তিনি এক দিন আমাকে ব'লেছিলেন, প্রতিভারা ব্রাহ্ম হ'য়েছে,—খৃষ্টান হ'য়েছে—প্রতিভা মেম সাহেবের মতন সদর রাস্তায় গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ায়! ইত্যাদি। বলুন দেখি, এই সব কথা কি সত্য? আমার যেদিন বিবাহ হয়, সেদিন বিবাহ-সভায় কত বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের বিয়ে দিয়ে ও প্রতিভাদের বাড়ীতে খেয়ে তবে বাড়ী যান। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, সংস্কৃত কলেজ—সকল স্থানেরই পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। এরূপ স্থলে, প্রতিভাকে বিয়ে ক'রে আমি কি অন্যায় ক'রেছি, আপনিই তা বলুন না?"

রাজকুমারের অভিমান বিরক্তি-তিরস্কারসূচক বাক্যগুলি দেও-

য়ানের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। তাহার মুখে তিনি কখনও এত বড় বক্তৃতা শুনেন নাই। আর সে যে তাঁহাকেই যত অনর্থের মূল মনে করিয়াছে, তাহাও তাঁহার হৃদ্বোধ হইল। রাজকুমার যে তাঁহার সংগৃহীত শাস্ত্রীয় মতের বিরুদ্ধে আর একটী শাস্ত্রীয় মত সংগৃহীত করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভূপেন্দ্র আর সে ভূপেন্দ্র নাই। ভূপেন্দ্র এখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। অতঃপর তাঁহার আর একাধিপত্য চলিবে না। সুতরাং এই রাজসংসারে তাঁহার আর থাকাও কর্ত্তব্য নহে। এতদিন সকল বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিয়া, এখন হইতে ভূপেন্দ্রের অধীন হইয়া চলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রের মনে যে একটা সন্দেহও উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। সন্দেহ না হইলে, সে দেওয়ানকে না বলিয়া গোপনে বিবাহ করিবে কেন? যে মুহূর্ত্তে দেওয়ান এই বিবাহের কথা শুনিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিয়াছেন যে, ভূপেন্দ্র তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে! যে ভূপেন্দ্র এতদিন কোনও কথা গোপন করে নাই—সামান্য সামান্য বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ লইত, সেই ভূপেন্দ্র এত বড় একটা কাজ করিয়া বসিল, আর তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও সে বিষয়ে কিছু জানিতে দিল না? জনসাধারণের মধ্যে দেওয়ানের যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। দেওয়ান এখন আর মাথা তুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। দেওয়ান রাজবাটীর কর্ম্মত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; কেবল ভূপেন্দ্রনাথের সহিত একবার বাক্যালাপের অপেক্ষা ছিল মাত্র। সেই বাক্যালাপও এখন হইয়া গেল। ইহাতে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহাকেই

স্পষ্টরূপে দোষী করিতেছে। "পণ্ডিতদের মতটা আপনি না সংগ্রহ ক'র্‌লেই পার্‌তেন, আর সেটা কলেক্টর সাহেবের কাণেও না তুল্‌লেই পা'র্‌তেন।" ভূপেন্দ্রনাথের এই বাক্যগুলি দেওয়ানের মর্ম্মচ্ছেদ করিল। দেওয়ান বুঝিলেন, তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইল; তাঁহার আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে বিজাতীয় ক্রোধ এবং প্রতিহিংসারও উদ্রেক হইল। দেওয়ান কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কষ্টে মনোভাব গোপন করিলেন। পরে বলিলেন :—

"দেখ, সবই আমার সময় ও অদৃষ্টের দোষ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমাদের এই প্রখ্যাত বংশের সুনাম ও সুযশ রক্ষা ক'র্‌বার জন্য,—যা যা ক'র্‌লেম, সবই বিফল হ'লো। হিতে সমস্তই বিপরীত হ'লো। আমি তোমার কোনও দোষ দিই না—সকল দোষ আমার সময়ের ও অদৃষ্টের। এখন যেরূপ অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'তে এই রাজসংসারে আমার আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয়। আজ থেকে আমি আমার কর্ম্ম হ'তে অবসর নিচ্চি। তুমি সমস্ত বুঝেশুঝে নাও। আমি এই রাজসংসারে আর কাজ ক'র্‌তে পার্‌বো না।"

এই বলিয়া দেওয়ান সহসা গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দেওয়ানের এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত এবং যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধার আশঙ্কা।

পরদিন প্রাতঃকালে, দেওয়ানের পদত্যাগের কথা নগরে পরিব্যাপ্ত হইল। এই আকস্মিক পদত্যাগের সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইল। যাহারা দেওয়ানকে দেখিতে পারিত না, তাহারা মনে মনে আনন্দিত হইল; যাহারা দেওয়ানের অনুগৃহীত ছিল, তাহারা দুঃখিত হইল। ফলতঃ, সর্ব্বত্রই এই পদত্যাগের কথা আলোচিত হইল।

রাজকুমারও প্রাতঃকালে নানা জনের মুখে এই সংবাদ শুনিল। শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ দেওয়ানকে ডাকিতে পাঠাইল। কিন্তু ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি কলেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন।

অন্তঃপুরেও এই সংবাদ প্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বিমলা পরিচারিকা আসিয়া রাজকুমারকে বলিল "রাণী ঠাকুর-মা আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কেমন আছেন?"

বিমলা বলিল "তিনি আজ দুই দিন ভাল আছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্চেন।"

রাজকুমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর-মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল। কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি রাজকুমার তাঁহার সহিত দেখা করে নাই। দেওয়ানের পরামর্শেই রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যায় নাই এবং বৃদ্ধাও

অসুখের ভাণ করিয়া শয্যায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু রোগ না থাকিলে, শুধু শুধু কি শয্যায় পড়িয়া থাকা যায়? অগত্যা, তিনি "উঠিয়া দাঁড়াইয়া" বেড়াইতেছেন। রাজকুমার তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবামাত্র, বৃদ্ধার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ভূপেন্দ্র বলিল "ঠাকুর-মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?"

বৃদ্ধা কোনও উত্তর না দিয়া, কেবল অঞ্চলে মুখচক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ভূপেন্দ্র চিন্তাকুল হইয়া বলিল "ঠাকুর-মা, এই জন্যই তোমার কাছে এ কয় দিন আসি নাই। তুমি যদি এরূপ কর, তা হ'লে অসুখ বাড়্‌বে যে! আমি তা হ'লে এখন যাই।"

বৃদ্ধা আত্মসংযম করিয়া বলিলেন "না, আমি আর কাঁদ্‌বো না। তুমি ব'স; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ভূপেন্দ্র বলিল "তা আমি ব'স্‌চি, কিন্তু তুমি কেঁদো না। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে। তোমার কথা তো শুন্‌বই; কিন্তু তুমি স্থির হ'য়ে আমারও কথাগুলি শোন।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র আসনে উপবিষ্ট হইল।

বৃদ্ধা বলিলেন "ভাই, তুমি আমাকে বা দেওয়ানকে না জানিয়ে চুপি চুপি বিয়ে ক'রে এলে। এ বিয়েটা করা ভাল হ'য়েছে কি?"

ভূপেন্দ্র বলিল "ভাল হ'য়েছে, কি মন্দ হ'য়েছে, তা এখন আমি ব'ল্‌তে পার্‌চি না। তবে আমার বিশ্বাস যে, ভালই হ'য়েছে। ঠাকুর-মা, তুমি একটা কথা ভেবে দেখ। যদি আমার একটী ভগ্নী থাক্‌তো, আর কারুর সঙ্গে তোমরা তার বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির ক'রে

রাখ্‌তে, আর শেষে সেই লোকটা যদি তাকে বিয়ে না ক'র্‌তো, তা হ'লে কি রকম হ'তো? এও তো ঠিক্ সেই রকম প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা কতদিন আগে ঠিক্ হ'য়ে গে । এখন যদি আমি তাকে বিয়ে না ক'র্‌তাম, তা হ'লে অধর্ম্ম হ'তো না?"

"কিন্তু তা'দের নাকি জাত নাই; অজাতের মেয়ে বিয়ে করাটা কি ভাল হ'য়েছে?"

"ঐ তোমার কি এক ধারার কথা! কে তোমায় ব'লেছে যে, তারা অজাত হ'য়েছে? আমরাও যেমন বামুন, তারাও তেমনই বামুন। বিয়ের সময় নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, সংস্কৃত কলেজ কত জায়গার পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সকল স্থানেরই পণ্ডিতেরা এই বিয়েতে মত দিয়েছেন। আমি না জেনে শুনে কি একটা কাজ ক'রে ব'সেছি? ওবাড়ীর বড়কর্ত্তা এবং স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। বিয়েটা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হ'তো, তা হ'লে, তাঁরা উপস্থিত থাক্‌বেন কেন? আর তারা অজাত হ'লে, তাঁরাই বা তা'দের বাড়ীতে খাবেন কেন?"

বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "তাই না কি? তাঁরাও বিয়ের সময় ছিলেন? আমি শুনেছিলাম, তাঁরা কাশী গেছেন।"

ভূপেন্দ্র বলিল "তাঁরা আমার বিয়ে দিয়ে, পর দিন কাশী গেছেন।"

"তবে দেওয়ান এমন কেন বললে, ভাই, যে তোমার জাত গেছে, আমাদের এই বংশের কলঙ্ক হয়েছে। আর তুমি খ্রেষ্টান হ'য়ে গেছ!"

"তিনি তোমাকে তা কেন ব'লেছিলেন, তা তিনিই জানেন। আমি কিরূপে ব'ল্‌বো? এখন আমার অনুমান হ'চ্চে যে, প্রতিভার সঙ্গে

আমার যে বিয়ে হয়, তা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। এই জন্যই ও রকম কথা ব'লে থাকবেন। তিনি কলেক্টর সাহেবকেও ব'লে এসেছেন যে, এই বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হ'য়েছে। তাই কলেক্টর সাহেব কাল আমাকে ধমক্ দিয়ে ব'ল্‌ছিলেন যে 'তুমি এষ্টেট্ চালাবার যোগ্য নও। এষ্টেট্ আবার কোর্ট-অভ্-ওয়ার্ডসে দিব।' দেওয়ানকে সেই কথা বলাতে, তিনি রেগে ব'ল্‌লেন 'আমি আর এ রাজবাটীতে কর্ম্ম ক'রবো না।' এই কথা ব'লেই উঠে চ'লে গেলেন। আজ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। শুন্‌লাম যে, তিনি কলেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন "আমিও তো আজ সকালে শুন্‌লাম যে, দেওয়ান কা। রাগ ক'রে চ'লে গেছে। ওমা, কি হবে গো! এ যে ঘরে বাইরে, চারিদিকেই আমাদের শত্রু হ'ল!"

ভূপেন্দ্র বলিল "তা যদি হয়, কি করা যাবে? তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ঠিক্ ক'রে নেবো।"

বৃদ্ধা বলিলেন "না, না, ভূপেন, দেওয়ানকে চটিও না। অমন লোক পাবে না। সে না থাক্‌লে, একদিনও তুমি কাজ চালা'তে পারবে না।"

ভূপেন্দ্র বলিল "আমি কি তাঁকে চটিয়েছি? তিনি আপনিই চটে গেছেন। আমার দোষ কি?"

বৃদ্ধা বলিলেন "যারই দোষ হো'ক্, তুমি এখন তাকে চটিও না। সে যদি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে মেশে, তা হ'লে সে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট ক'রতে পারে। এই যে তুমি পিতিমেকে বিয়ে ক'রেছ, এই বিয়ে নিয়েই দেখ্‌তে পাবে, সে এখনই এক ঘোঁট ক'রে ব'সবে।"

ভূপেন্দ্র হাসিয়া বলিল "তা তিনি ঘোঁট করুন; আমার কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বেন না।"

বৃদ্ধা বলিলেন "তা তো তুমি বল্‌চো; কিন্তু মিছেমিছি এক জনকে শত্রু করা কেন?—দেখ, উমাসুন্দরীকে তুমি যদি বিয়ে ক'র্‌তে, তা হ'লে এত গোল কিছুতেই হ'তো না।"

ভূপেন্দ্র বলিল "তা এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু কি করি, পিতামাতার আদেশ আমি লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার্‌লাম না। উমাসুন্দরী এখন কোথায়, ঠাকুর-মা?"

"সে এইখানেই আছে। আহা, আমার অসুখের সময় সে আমার কাছে দিন রাত ব'সে থাকৃতো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে দেখি নাই। বেচারীকে দেখে বড় মায়াও হয়। মা নাই, বাপ নাই। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার কথায়, তার মনে কত আনন্দ হ'য়েছিল। এই রাজবাড়ীকে সে আপনারই বাড়ী মনে ক'রেছিল। বিমলার মুখে শুন্‌লাম, তোমার সঙ্গে পিতিমের বিয়ে হ'য়েছে, এই কথা শুনে সে কত কেঁদেছিল। মুখ খানি তার একেবারে শুকিয়ে গেছে।" বৃদ্ধা আর বেশী বলিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

বৃদ্ধার কথা শুনিতে শুনিতে, রাজকুমারেরও হৃদয় কি-জানি-কেন কাঁপিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। পরে বলিল "ঠাকুর-মা, আমি উমাসুন্দরীর সম্বন্ধে একটা কথা ঠিক্ ক'রেছি। সে কোথায়? আমি তাকে একবার দেখ্‌তে চাই।"

বিমলা পরিচারিকা রাজকুমারকে উমাসুন্দরীর কক্ষে লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রগল্‌ভা।

উমাসুন্দরী প্রাতঃস্নান করিয়া রাজবাটীর একটী কক্ষে উপবিষ্টা ছিল পূর্ব্বদিকের একটী বাতায়ন উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রাভাতিক রৌদ্র কক্ষমধ্যে নিপতিত হইয়া উজ্জ্বল আলোকে তাহা আলোকিত করিতেছিল। সেই রৌদ্রে একটী চেয়ারের উপর উমাসুন্দরী উপবিষ্টা। তাহার কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া রৌদ্রে শুকাইতেছে এবং সে একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুলিয়া একমনে তাহা পাঠ করিতেছে। সেই পুস্তকের অন্তরালে তাহার মুখমণ্ডল আদৌ দেখা যাইতেছিল না।

বিমলা গৃহমধ্যে ব্যগ্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিল "ও বৌ-রাণী"— বলিয়াই সে দন্তে দন্তে জিহ্বাকে পেষণ করিল—"ও গো, ও মা, ওঠ। রাজকুমার আস্‌চেন।" এই বলিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

উমাসুন্দরী হঠাৎ চমকিত হইয়া চাহিল। রাজকুমারকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াই সে হাতের পুস্তক ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্রভাবে অসংযত বেশ-ভূষা সংযত করিতে লাগিল।

আলুলায়িতকুন্তলা ও অসংযতবেশা উমাসুন্দরীকে দেখিবামাত্র ভূপেন্দ্রনাথ আবার মরিল! আবার তাহার হৃদয়ে নির্ব্বাণ অগ্নি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! আবার উমাসুন্দরীর চপল তীব্র সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয়ে বজ্র নিক্ষেপ করিল! ভূপেন্দ্রনাথ কষ্টে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে উমাসুন্দরীর সমীপবর্ত্তী হইল।

ভূপেন্দ্র বলিল "উমাসুন্দরি, তুমি বেশ ভাল আছ ?"

উমাসুন্দরী ভূতলে দৃষ্টি নিহিত করিয়া বলিল "আপনি তো বেশ ভাল আছেন ?" তাহার পর সহসা রাজকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিল "কই, আপনি প্রতিভা-দিদিকে নিয়ে এলেন না ?"

ভূপেন্দ্র চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। উমাসুন্দরীর মুখে "প্রতিভা-দিদি"র কথা! কি সর্ব্বনাশ! উমাসুন্দরী এরূপ প্রগল্‌ভা হইল কিরূপে ? ভূপেন্দ্র কোনও রূপে বাক্য গুছাইয়া বলিল "না, প্রতিভাকে নিয়ে আসি নাই।"

উমাসুন্দরী বলিল "আন্‌লেন না কেন ? আমি তাঁকে একবার দেখ্‌তাম। তাঁকে দেখ্‌তে আমার বড় সাধ হ'য়েছিল।"

ভূপেন্দ্রনাথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, উমাসুন্দরীর আজ হইয়াছে কি ? রাজকুমার কোনও রূপে একটী বাক্য গঠন করিয়া বলিল "ঠাকুরমার অসুখের সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি আমি চলে এলাম।"

ভূপেন্দ্র ও উমাসুন্দরী আবার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। উমাসুন্দরীর দৃষ্টি স্বপদে নিহিত এবং সে বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মেজের উপর আস্তৃত কার্পেটটিকে আকুঞ্চিত করিতেছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল "দেখ, উমাসুন্দরি, আমি বড় মুস্কিলে প'ড়েছিলাম। প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্ত্তা অনেকদিন থেকে স্থির হ'য়েছিল। আমার বাবা আর মা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই আমাদের এক রকম বিয়ে দিয়ে গেছ্‌লেন। কেবল আমাদের দুই হাত এক হ'তে বাকী ছিল। বাবা ও মা যা ঠিক্ ক'রে গেছ্‌লেন, তার অন্যথা করা আমি

উচিত মনে করি নাই। এইজন্য প্রতিভাকেই বিয়ে ক'রলাম। যদি প্রতিভার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক না হ'য়ে থাকতো, তা হ'লে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বিয়ে ক'রতাম।" ভূপেন্দ্রনাথের মুখে আর বাক্য সরিল না।

উমাসুন্দরী সহসা মুখ তুলিয়া বলিল "প্রতিভা দিদিকে বিয়ে ক'রে আপনি ভালই ক'রেছেন। আমি এতে খুব সুখী হ'য়েছি। আপনি তাঁকে যদি বিয়ে না ক'রতেন, তা হ'লে আমি দুঃখিত হ'তাম।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি সহসা আনত হইয়া, আবার স্বপদে নিহিত হইল।

বালিকার হৃদয়ে কি কথা উঠিতেছিল, তাহা কে বলিবে? বালিকা হয়ত মনে করিতেছিল "রাজকুমার, প্রতিভার সঙ্গেই যখন তোমার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়েছিল, তখন কেন তবে তুমি আমাকে দেখিলে? কেনই বা তোমার এই দিব্য মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আনিলে? কেন তুমি আমার হৃদয়ে প্রেম ও আশা জাগাইলে? কেন তুমি এই অবলার হৃদয় লইয়া খেলা করিলে? কেন তুমি এই অভাগিনীর জীবনের সামান্য সুখটুকু বিনষ্ট করিলে? কেন তুমি আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিলে? বিজন বন হইতে এই ক্ষুদ্র বন-লতাকে উৎপাটিত করিয়া কেন তাহাকে তোমার রাজোদ্যানে রোপিত করিলে? হায়, রোপণের সঙ্গে সঙ্গেই যে বন-লতা শুকাইয়া গেল! ওগো সুন্দর! ওগো নিষ্ঠুর! কেন তুমি এমন করিলে?"

বালিকা একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই সুদীর্ঘ নিশ্বাসেই যেন তাহার পূর্ব্বোক্ত মনোভাবটি ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

রাজকুমারও যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো না বটে; কিন্তু আমি তোমাকে নিরাশ ক'র্‌বো না।" বলিতে বলিতে ভূপেন্দ্রনাথের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কিন্তু কোনও রূপে সে বাক্য গঠন করিয়া বলিল "আমি স্থির ক'রেছি, একটী সুন্দর সচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব। তোমার বিয়ের সমস্ত খরচ-পত্র আমি দিব; তোমাকে সমস্ত অলঙ্কার দিব; আর তোমাকে আমি এক লক্ষ টাকা দিব। উমাসুন্দরি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর; তুমি প্রসন্ন হও।"

উমাসুন্দরী আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। নীরবে কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া, সে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল "রাজকুমার, তোমার দোষ কি যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার কিছুই দোষ নাই। সমস্তই এ অভাগিনীর কপালের দোষ। বাল্যকালে মা-বাপ ম'রে গেলেন; এক দূরস্থ জ্ঞাতি আমাকে আশ্রয় দিয়ে লালন-পালন ক'রতে লাগ্‌লেন। হায়, মা-বাপ যখন ম'রে গেলেন, তখন আমিও ম'লাম না কেন? আমার বিয়ের জন্য আমার জ্ঞাতি-কাকা কত জায়গায় পাত্র দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাঁর টাকা কোথায় যে, আমার বিয়ে দিবেন? এই রকম ক'রে, আমি চোদ্দ বছর ছেড়ে পনর বছরে পা দিলাম। তখন কোথা থেকে যে তোমার সঙ্গে আমার এই বিয়ের কথা উঠ্‌লো, তা আমি জানি না। এই বিয়ের কথা শুনেই, আমার মনে কেমন একটা ভয় হ'য়েছিল। আমি গরীবের মেয়ে, রাজার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন? আমি কি রাজরাণী হবার যোগ্য? এই সব কথা আমার মনে হ'তো। তার পর এখানে এলাম; এসে তোমাকে

দেখ্‌লাম। কি জানি, কেন, তোমাকে দেখেই আমার মন কেমন হ'য়ে গেল। আর কখনও তো আমার মন তেমন হয় নাই! আমার মনে হ'লো, আমি কি তোমার যোগ্য? আমি তোমার দাসী হ'বারও যোগ্য নই। কিন্তু আমি যদি তোমাকে চিরকাল কেবল চোখে দেখ্‌তে পাই, আর দাসী হ'য়ে তোমার এই রাজ-বাটীর একটী ধারে প'ড়ে থাকি, তা হ'লেই আমি সুখী হ'ব।" এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার হৃদয় যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল; তাহার সুন্দর অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল এবং সহসা সে ভূপেন্দ্রের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিল "রাজকুমার, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিও না; রাজকুমার, আমি তোমার টাকা চাই না; আমার বিয়ের কথা তুমি আর মুখে আনিও না। আমি তোমার চরণের দাসী, তোমাকে আমি আমার মনঃপ্রাণ সব দিয়েছি; আমাকে এই রাজবাড়ীর একটী ধারে দাসী ক'রে রেখে দাও। আমাকে পায়ে ঠেলিও না।" বালিকা আর বলিতে পারিল না। সে দুই হস্তের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিল।

এ কি হইল! ভূপেন্দ্রনাথ চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহার আত্মসংযম বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল; সে আবার আত্মবিস্মৃত হয় হয়, হইয়া উঠিল। ভূপেন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে তখনই সুন্দরী উমাকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করে এবং বলে "উমা, প্রিয়তমা ওঠ, ওঠ; তুমি আমার—চিরকাল আমারই থাকিবে, আর আমিও তোমারই থাকিব। আমি ইহজীবনে তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

কিন্তু সেই আর একটী দিনের ঘটনা অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল। অমনই তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। পথিক পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে হঠাৎ বিষধর কালসর্পকে দেখিয়া যেরূপ সহসা পদবিক্ষেপ সংযত করিয়া লয়, ভূপেন্দ্রনাথও তদ্রূপ মনোবেগ সহসা সংযত করিয়া লইল। সে উমাসুন্দরীকে বলিল "উমা, ওঠ, ওঠ; কেউ দেখ্‌বে।" এই বলিয়া সহসা সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরাজয়।

উমাসুন্দরীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, ভূপেন্দ্রনাথের হৃদয় ব্যথিত ও বিগলিত হইল। উমাসুন্দরী আজ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, প্রতিভার পবিত্র প্রেম ভূপেন্দ্রনাথকে টানিয়া না রাখিলে, সে নিশ্চিত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিত। বহির্ব্বাটীর কক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ একাকী বসিয়া অনেক ক্ষণ অদ্যকার ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিল। উমাসুন্দরীর সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইল। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

এমন সময়ে দেওয়ান তাহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। দেওয়ানকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, পরে সহাস্য মুখে বলিল "আসুন, আসুন। আপনি আজ সকালে বাড়ী ছিলেন না। কোথায় গেছ্‌লেন?"

দেওয়ান কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আমি একবার কলেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়েছিলেম।"

"কেন? কলেক্টর সাহেব কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?"

"না; তিনি ডেকে পাঠান নাই। আমি স্বয়ং দেখা ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। যখন আমি আর এ রাজসংসারে কর্ম্ম ক'র্‌বো না ব'লে স্থির ক'রেছি, তখন তাঁকে একবার না জানিয়ে, আমার চ'লে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না কি?"

"না, হয় নাই; তিনি গত কল্য মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হ'য়ে গেছেন।"

ভূপেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল। দেওয়ান সেই হাস্যে যেন কিছু চমকিত হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল "আপনার কাছেই আমি কতবার উপদেশ পেয়েছি 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।' আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনাদের মত বিজ্ঞ লোকদের জন্যও কখনও কখনও সেই উপদেশের প্রয়োজন হয়।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ আবার হাসিতে লাগিল।

দেওয়ানও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "কি করা যায়, বাপু। সময়ে সময়ে এমন ঘটনাচক্র এসে পড়ে যে, হঠাৎ একটা কিছু না ক'রে থাকা যায় না।"

ভূপেন্দ্র বলিল "আপনাদের মত জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে যখন এই নিয়ম, তখন আমাদের মত অবিবেচক যুবকদের তো কথাই নাই। আপনি যেমন আজ হঠাৎ একটা কাজ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেন, আমিও সেই রকম হঠাৎ একটা কাজ ক'রে ফেলেছি। আর যা ক'রে

ফেলেছি, তা শুধ্‌রাবার আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে যা ভাল হয়, তাই করাই কর্ত্তব্য। মন্দকে আরও মন্দ করা সহজ কাজ। কিন্তু মন্দকে ভাল করাই কঠিন। মন্দকে কি ক'রে ভাল করা যায়, তার জন্যই আপনাদের পরামর্শ ও সাহায্য আবশ্যক। এই জন্যই আজ সকালে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

দেওয়ান ভূপেন্দ্রনাথের বাক্-চাতুর্য্যে কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এ যেন সে ভূপেন্দ্রনাথই নহে! ভূপেন্দ্রনাথের সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কিরূপে? মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া দেওয়ান বলিলেন "তুমি কি ব'ল্‌ছো, ঠিক্ বুঝ্‌তে পারচি না। তুমি খুলেই সব বল না।"

ভূপেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল "খুলে ব'ল্‌তে হবে? তবে শুনুন। প্রতিভাকে আমি বিয়ে ক'রে ফেলেছি। এ বিয়ের বন্ধন ইহ জীবনে নষ্ট হ'বার নয়। যে যাই বলুক, আমি প্রতিভাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না। বরং জ্ঞাতি-ত্যাগ ক'র্‌বো, দেশত্যাগ ক'র্‌বো, এবং এই বিষয়-সম্পত্তিও ত্যাগ ক'র্‌বো, তথাপি আমি প্রতিভাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমার একথা ঠিক্ ব'লেই জান্‌বেন। প্রতিভার বিয়ে যে শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হ'য়েছে, তাও আমি আপনাকে ঠিক্ ব'ল্‌ছি। বিবাহের সময় ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি অনেক স্থানের পণ্ডিতেরা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহকে কেহ অশাস্ত্রীয় ব'ল্‌তে পার্‌বেন না। এখন কেবল ইথানে আমার জ্ঞাতিরাই যা কিছু আপত্তি ক'র্‌ছেন। যখন ও বাড়ীর বড়কর্ত্তাও বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিভাদের বাড়ীতে খেয়ে এসেছেন, তখন জ্ঞাতিদের কোন আপত্তিই টিক্‌বে না। বড়কর্ত্তা কাশী থেকে এলেই

সব কথা তাঁর মুখে শুনতে পাবেন। ঠাকু যা বুঝিয়ে বলা যাবে, তিনি তাই বুঝবেন। এখন একটী স আছে। কেবল তারই মীমাংসার প্রয়োজন। উমাসুন্দরীকে আমা পাত্রী মনোনীত ক'রে আনা হ'য়েছিল। উমাসুন্দরীকে আমি দেখেছি; সেও আমাকে দেখেছে। প্রতিভার সহিত আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা বাবা ও মা যদি স্থির না ক'রে যেতেন, তা হ'লে আপনাকে ব'লছি, আমি নিশ্চয়ই উমাকে বিবাহ ক'রতাম। কিন্তু আমার মনে হ'ল যে, পিতামাতার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত না ক'রলে, আমি অধর্ম্মের ভাগী হব। এই জন্যই আমি প্রতিভাকে বিবাহ ক'রেছি। কিন্তু উমাকে দেখেও আমার বড় করুণা হয়। সে পিতৃমাতৃহীনা, এবং কেহ তার অভিভাবকও নাই। ছেলেমানুষ—সে হয়ত কত সুখের কল্পনা ক'রেছে। সে যে নিরাশ হ'ল, এই আমার দুঃখ। কিন্তু তার এই দুঃখলাঘবের জন্য আমি মনে ক'রেছি, একটী সচ্চরিত্র সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। পাত্রটি সচ্চরিত্র ও সুপাত্র হওয়া আবশ্যক। যদি দরিদ্র হয়, তা'তে কিছু এসে যায় না। আমি মনে ক'রেছি, যদি সেরূপ সুপাত্র পাওয়া যায়, তা হ'লে উমাকে বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ আমি এক লক্ষ টাকা দিব। এখন, উমার জন্য একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করা ও তাহার বিবাহ দেওয়া আপনার কাজ। আপনি এবিষয়ে একটু চেষ্টা ক'রলে, আপনার চেষ্টা নিশ্চয় সফল হবে। কিন্তু টা কথা বলা আবশ্যক। উমাকে বিবাহে সম্মত ক'রে যেন তার বিয়ে দেওয়া হয়। আমি তাকে সুখী দেখতে চাই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ না হ'লেই ভাল হয়।"

ভূপেন্দ্রনাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেওয়ান চমৎকৃত হইলেন। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, ভূপেন্দ্রনাথের এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল কিরূপে? ইহা কি প্রতিভার পবিত্র চরিত্রের শক্তি? তিনি বুঝিলেন যে; ভূপেন্দ্র ইহজীবনে আর কাহারও ক্রীড়ার পুত্তল হইবে না। ভূপেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তাঁহার মায়াজাল ছিন্ন করিয়াছে। অতঃপর এই রাজসংসারে কার্য্য করিতে হইলে, তাঁহাকে ভূপেন্দ্রনাথেরই ইচ্ছাধীন হইয়া চলিতে হইবে। উমাসুন্দরী রাজরাণী হইবে না বটে; কিন্তু এক লক্ষ টাকা যৌতুক! মন্দ কথা নহে; মন্দের ভাল বলিতে হইবে। আর বিবাহ দেওয়ার ভার তাঁহারই উপর। দেখা যাউক, কি হয়। এক লক্ষ টাকা! সমগ্র জীবন দাসত্ব করিলেও, এক লক্ষ টাকা হয় না। ইহার অর্দ্ধেক হইলেও ক্ষতি নাই। তিনি প্রথমে যে চালটা চালিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। নিতান্ত নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। এইরূপ ভাবিয়া দেওয়ান বলিলেন "রাজকুমার, কোনও চিন্তা নাই। তোমাদের বিবাহ-সম্বন্ধে কেহ কোনও গোল তুল্‌তে পার্‌বে না, তা নিশ্চয় জেনো। আমি একটী সুপাত্রের সহিত উমাসুন্দরীর বিয়ে দিব। তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, তার উচিত ব্যবস্থাই তুমি ক'রেছ। একটী অনাথা বালিকার সুখের জন্য এক লক্ষ টাকা দান তোমারই যোগ্য বটে।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল "আপনাকে আরও একটী কাজ ক'র্‌তে হবে। উমাসুন্দরী এখন রাজবাটীতে আছে। আপনি তাকে এখান থেকে সরিয়ে যদি আপনার বাটীতে রাখ্‌তে পারেন, তা হ'লে ভাল হয়। তাকে একটু বুঝানো আবশ্যক। তাকে বুঝিয়ে সম্মত ক'রে নেবেন।—ঠাকুরমা

এখন ভাল আছেন। আমি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছি, আমি দুই চারি দিনের জন্য আবার কলিকাতা যাব। আপনি এখানে আমার জ্ঞাতিদি'কে ঠিক্ ক'রে রাখুন। আপনার পত্র পেলেই, আমি প্রতিভাকে এখানে নিয়ে আস্‌বো। আমার বিবাহে যে আমোদ প্রমোদ হয় নাই, এখানে এসে তা ক'র্‌বো।"

ভূপেন্দ্রনাথের বুদ্ধির প্রাখর্য্য-দর্শনে দেওয়ানের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আজ আপনাকে পরাস্ত মনে করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

প্রতিভা ও নিরুপমা প্রাতঃস্নান করিয়া প্রতিভার কক্ষে বসিয়া আছে। প্রতিভা বাল্মীকির মূল রামায়ণ পাঠ করিতেছে; নিরুপমা একাগ্রচিত্তে তাহাই শুনিতেছে। যেখানে নিরুপমা কোনও শ্লোক বুঝিতে পারিতেছে না, প্রতিভা সেইখানে পাঠ বন্ধ করিয়া তাহাকে তাহা বুঝাইতেছে। রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি ঋষিগণের নিকট রাক্ষসবধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে, সীতাদেবী রামকে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া বনে কেবল তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। সীতার মনে হইয়াছিল, রাম যখন বনে বাস করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, তখন তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ কেন? কোথায় তপস্যা, আর কোথায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম! এই দুইটী পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং রামের ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করাই উচিত। বিশেষতঃ শরাসন সঙ্গে থাকিলে, ক্ষত্রিয়গণের তেজ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধনুর্ব্বাণধারী রাম কো ? কারণে প্রাণিহত্যায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার তপস্যা নষ্ট হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সীতাদেবী রামচন্দ্রকে রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিবার আশায় নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীর

ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণে রুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন এবং তিনি ঋষিগণের সমক্ষে কেন যে রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কেন যে তাঁহার বিচলিত হওয়া উচিত নহে, তাহা সীতাদেবীকে বুঝাইতে লাগিলেন। রামায়ণে রাম ও সীতার এই কথোপকথনটি পাঠ করিয়া প্রতিভার মনে স্বামীর প্রতি পতিব্রতার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেন উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রতিভা পাঠ বন্ধ করিয়া নিরুপমাকে বলিতে লা[illegible]—"নিরু, সীতাদেবীর চরিত্রের কি চমৎকার সৌন্দর্য্য দেখ। সীতা কায়মনোবাক্যে পতির অনুগতা ছিলেন। তাঁর মত পতিভক্তি কার ছিল? সীতা রামকে কত প্রগাঢ়রূপে ভাল বাস্‌তেন। সেই ভালবাসার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে, তিনি স্বয়ং রাজকুমারী ও রাজপুত্রবধূ হ'য়েও, সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন ক'রে, স্বামীর সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু, এই ভালবাসা সীতাদেবীর কোনও স্বার্থময় নীচ বাসনা হ'তে উৎপন্ন হয় নি। এই ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—স্বামী—এবং স্বামীর সুখ ও মঙ্গল-সাধন। রামচন্দ্র বনে ব্রহ্মচারী ঋষির মত তপস্যাই করবেন, ইহাই সীতার একমাত্র ধারণা। পাছে স্বামী সেই তপস্যা হ'তে স্খলিত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কেমন সুমধুর ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে স্বামীকে রাক্ষসবধ-রূপ নৃশংস ও তপস্যার একান্ত বিরোধী কার্য্য হ'তে [illegible]বৃত্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। আহা, সীতার বাক্যে কেমন তেজ অথচ বিনয় ছিল! আমার মনে হয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা ছিলেন। স্ত্রীলোক যদি স্বামীর ধর্ম্মসাধনে সহায় না হ'তে পারে, তবে সে সহধর্ম্মিণী কিসে? আমরা যদি স্বামীকে ধর্ম্মপথে টেনে রাখ্‌তে

না পারি, তা হলে আমাদের বিবাহ বিবাহই নয়; সেটা কেবল ব্যভিচার মাত্র।"

"সর্ব্বনাশ! আর না! ও গো পণ্ডিত মহাশয়া, তোমার বক্তৃতা থামাও!" এই বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ সহসা সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

প্রতিভা ও নিরুপমা রাজকুমারের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। পরমুহূর্ত্তে একান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া ত্রস্তভাবে বসন সংযত ও মুখ আবৃত করিয়া রাজকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে উভয়ের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য, বর্ণনীয় নহে। প্রতিভা ও নিরুপমা মুখাবরণের মধ্যে কেবল দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিতে লাগিল এবং সেই কক্ষ হইতে কিরূপে বহির্গমন করিবে, যেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা নিরুপমা নিকটবর্ত্তী দ্বার দিয়া সলজ্জভাবে বেগে বাহির হইয়া গেল। প্রতিভাও তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইতেছিল, এমন সময়ে রাজকুমার বলিয়া উঠিল:—"বাঃ, তোমাদের আচ্ছা অভ্যর্থনা দে'খ্‌ছি। আমি তোমাদের বাড়ীর জামাই এসে উপস্থিত। আর তোমরা আমাকে দেখ্‌বামাত্র পালিয়ে যাচ্ছ? চমৎকার অভ্যর্থনা তো!"

প্রতিভা সহাস্যমুখে রাজকুমারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাত্রী সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া রাজকুমারকে বলিল "এস, বাবা এস। তুমি কখন এলে? বাড়ীর সব ভাল তো? সুশীল এই কোথায় বেরিয়ে গেছে। তাকে আমি ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।"

প্রতিভা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। রাজকুমারও ধাত্রীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সুশীলের কক্ষে গিয়া উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সুশীল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলও রাজকুমারের আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। পরস্পরের কুশল প্রশ্নের পর, রাজকুমার সুশীলকে বলিল :—

"ঠাকুর-মা বেশ সেরেছেন। আমি প্রতিভাকে নিয়ে যেতে এসেছি। পরশ্ব আমরা যাব। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হ'বে।"

সুশীল সহাস্যমুখে বলিল "তার আর কথা কি? আমিও যাব। আর প্রতিভা এই প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যাচ্চে। তার সঙ্গে আমার যাওয়াই উচিত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজবাটী।

ভূপেন্দ্রনাথ নবোঢ়া বধূসহ আজ রাজবাটীতে উপনীত হইবেন। সেই কারণে, রাজবাটীতে আজ একটা বিশেষ সমারোহ উপস্থিত হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্দ্বার ও বহির্ভাগ পুষ্পমালা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়াছে। তোরণের উপর নহবতখানাটি বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা এবং বৃক্ষপত্র ও পুষ্পমালা দ্বারা মণ্ডিত হইয়া মনোহারি[illegible] শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তন্মধ্য হইতে সুললিত বাদ্য-ধ্বনি নি[illegible]ত হইয়া লোকের মনে হর্ষ সমুৎপাদন করিতেছে। দ্বারবান্ ও প্রহরিবর্গ সুচারু পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া দ্বার-রক্ষা করিতেছে। তোরণের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত এবং পল্লবাচ্ছাদিত পূর্ণ ঘট সংস্থাপিত হইয়াছে। ভৃত্যেরা

কারুকার্য্যময় বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। বহিরুদ্যানের সরল, বক্র, গোলাকার, ত্রিভুজাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও বিবিধাকার পথগুলি জলসিক্ত হইয়াছে। পথবেষ্টিত তৃণাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ড-সমূহের তৃণগুলি সমভাবে কর্ত্তিত হইয়া মরকতময় কুট্টিমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত অর্দ্ধবসনা ও বিবসনা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি নানা ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইয়া সেই স্থানের শোভার মধ্যে যেন অলৌকিকত্ব আনয়ন করিতেছে। উদ্যানের মধ্যে নানা স্থানে জল-যন্ত্রগুলি বিচিত্রাকারের জলধারা উদ্গীর্ণ করিতেছে। সেই চূর্ণ জলরাশির উপর প্রাভাতিক সূর্য্যকিরণমালা নিপতিত হইয়া মনোহর রামধনুর সৃষ্টি করিতেছে। পুষ্পোদ্যানে শিশিরবিধৌত স্ফুটনোন্মুখ সুবৃহৎ গোলাপপুষ্পগুলি সানুরাগা ও সলজ্জা নববধূর ন্যায় শোভমান হইতেছে। তোরণের অনতিদূরে ও বহির্ব্বাটীর সম্মুখে এক গোলাকার উচ্চ চত্বরের উপর একদল বাদ্যকর, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, বিলাতী বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্তঃপুরের দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বেও কদলী-বৃক্ষদ্বয় রোপিত ও তাহাদের পাদমূলে পূর্ণ ঘট স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ণ কুম্ভ, দধি, ও মৎস্য লইয়া সুবেশিনী ও প্রিয়দর্শিনী পরিচারিকাবর্গ দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে এবং হর্ষোৎফুল্লবদনে রাজকুমার ও বধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রতিবাসিনী আত্মীয়া মহিলাবর্গ অন্তঃপুরের দ্বার-সমীপে ও দেবালয়ের শ্বেত মর্ম্মরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের উপর উৎফুল্লমনে ও উৎসুকনয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ হাস্যপরিহাস করিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা গল্প করিতেছেন। প্রতিভা অনেকেরই পরিচিতা; কিন্তু প্রতিভা তখন

দশবর্ষ-বয়স্কা বালিকা মাত্র ছিল ; এখন সে যুবতী হইয়াছে। নবোঢ়া যুবতী বধূ প্রতিভাকে দেখিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছে। এক বর্ষীয়সী বলিতে লাগিলেন "দেখ, দেশে সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা হ'চ্চে। ক'নে বৌটি একটী ছোট মেয়ে হ'বে। বর-ক'নে এলে, ক'নেকে কোলে ক'রে ঘরে তুলে আনতে হয়। সে দেখ্‌তে কেমন মানায় বল দেখি? এ একটা ধেড়ে বৌ আস্‌ছে। এ ধেড়ে বৌকে কোলে নেবে কে লো?"

বর্ষীয়সীর কথা শুনিবামাত্র যুবতীগণের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ উঠিল। একটী যুবতী বলিয়া উঠিলেন "কেন, ঠা'ন্‌দিদি, তুমি কোলে নেবে গো!"

যুবতীদের মধ্যে আবার হাসির ঢেউ উঠিল। হাস্যের প্রধান কারণ এই যে "ঠা'ন্‌দিদি" বয়োগুণে কৃশাঙ্গী ও অশক্তা হইয়াছেন। ঠা'ন্‌দিদিও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন "ত্যাখ্‌, আমি তোদের মতন সমত্তো থাক্‌লে, আমিই কোলে নিতেম। এখন এ কাজ তোদেরই। ওলো, আমাদের আমলে ধেড়ে বৌ কেউ ঘরে আন্‌তো না। এখন থেকে তোদেরই যত ধেড়ে বৌ হ'বে। ভূপেন তার পথ দেখালে। তোরা এখন থেকে ধেড়ে বৌ কোলে নেবার অভ্যেস্ কর্।"

আবার হাসির ঢেউ উঠিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্তা যুবতী নিরস্ত না হইয়া বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ঠা'ন্‌দিদি, এ অভ্যাস্ আমাদি'কে এই প্রথম ক'র্‌তে হবে না। আমাদের ঢের আগে থেকে ধেড়ে বৌ কোলে নেবার অভ্যেস্ এদেশে চ'লে আস্‌চে। কুলীনের ঘরের পাকাচুলো ধেড়ে মেয়েগুলির যখন বিয়ে হ'তো, তখন তাদের শাশুড়ীরা কি ক'র্‌তো?"

যুবতীর বাক্য শুনিয়া সকলে টিপিটিপি হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা স্বয়ং কুলীনকন্যা।

বৃদ্ধার কিছু গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ছাখ্, তোরা কেবল বাক্যি-বাগীশ হ'য়েছিস্।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে সরিয়া গিয়া সমবয়স্কাদের দলে মিশিলেন।

আর একটী যুবতী অপরাকে মৃদুস্বরে বলিলেন "দেখ, ভাই, রাজকুমার উমাকে বিয়ে ক'র্‌লে বেশ হ'তো। উমা মেয়েটি বেশ। তার চোদ্দ পনর বছর বয়স হো'ক্, কিন্তু বেশ একহারা, ছিপছিপে। আর গড়নটি কেমন বল দেখি? যেন লক্ষ্মী!" অপরা তাঁহার গা টিপিয়া বলিলেন "এখন আর উমার কথা কেন? চুপ্ কর। ও কথায় আর কাজ নাই।"

"তা বটে; কিন্তু, ভাই, বেচারীকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। আহা, বিয়ে ক'র্‌বে ব'লে তাকে তার দেশ থেকে নিয়ে এল; এখন আর তাকে বিয়ে ক'র্‌লে না! কি কষ্ট বল দেখি? এর চেয়ে তার মরণ ভাল ছিল। উমা কোথায় আছে? কই, তাকে যে এখানে দেখ্‌ছি না!"

"সে কি এখানে আছে? দেওয়ান যে তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেছে। দেওয়ানই তাকে এখানে আনিয়েছিল, তা তো জান। উমাকে রাজকুমার বিয়ে ক'র্‌লে না ব'লে, তার সঙ্গে দেওয়ানের কত ঝগড়া হ'য়েছিল। এখন সব মিটে গেছে।"

"কি রকম মিটে গেছে?"

"তুমি কা'কেও ব'লো না, ভাই। আমরা সে দিন দেওয়ানের বাড়ী

নেমন্তন্ন খেতে গেছ্‌লাম। দেওয়ান-গিন্নী বল্লে যে, উমার বিয়ের জন্যে রাজকুমার এক লাখ টাকা দিবে। কিন্তু পাত্রটি ভাল হওয়া চাই।”

“বেশ তো! যা হোক্, তবু বেচারীর একটা গতি হবে। উমার জন্যে পাত্র ঠিক্ হ’য়েছে?”

“এখানে তেমন পাত্র কোথায় পাবে? তবে শুন্‌ছি না কি, গাঙ্গুলী-দের মনা উমাকে বিয়ে ক’র্‌বার জন্যে ক্ষেপেছে। তার নাম শুনেছ তো? সেই হতভাগাটা—যে মদ খেয়ে এসে তার বৌকে রোজ রোজ ঠেঙ্গাতো! আহা! বেচারী ভেবে ভেবে আধখানা হ’য়ে গেছ্‌ল। একটী দিনের তরেও তার মনে সুখ ছিল না। শেষে, জ্বর হ’য়ে মারা প’ড়্‌লো। সে একটী মেয়ে রেখে গেছে। মনা আজ দু’বছর থেকে বিয়ে ক’র্‌বার জন্যে ক’নে খুঁজে বেড়াচ্চে, কিন্তু যে মেয়ের বাপ ওর রীত-চরিত্রের কথা শুনে, সেই অমনি পেছিয়ে পড়ে। এখন উমার উপর তার ঝোঁক্।”

“উমার উপর ঝোঁক্ হ’লেই কি উমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে? উমার জন্যে কত ভাল ছেলে জুটবে। রাজকুমার উমাকে এক লাখ টাকা দিবে, এই কথা শুন্‌লে, কত বড় বড় জমীদারের ভাল ছেলে পাওয়া যাবে। অভাগার আশা তো খুব?”

“আশা কি আর অমনি ক’রেছে? সে যে রাজকুমারের এক জন বন্ধু।”

এই কথা শুনিবা মাত্র অপর যুবতী সহসা নিস্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, “তা হো’ক্। আমি তোমাকে ব’ল্‌ছি, দেখ্‌বে মনোমোহনের সঙ্গে উমার কখনই বিয়ে হবে না।”

"কেন? তুমি গণকঠাকুরের মতন কথা বল্‌ছো যে দেখ্‌ছি! তুমি গণকঠাকুর হ'লে কবে থেকে?"

"আমি গণক-ঠাকুর নই বটে, কিন্তু একটা সোজা কথা তো বুঝ্‌তে হবে। রাজকুমার এক লাখ টাকা খরচ ক'র্‌ছে, ঐ মাতালটার সঙ্গে উমার বিয়ে দিবার জন্যে না কি? বুঝ্‌তে পার্‌চো না? প্রতিভার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে, রাজকুমার উমাকেই বিয়ে ক'র্‌তো। যখন তার সঙ্গে আর বিয়ে হ'ল না, তখন যা'তে তার সুখ হয়, তারই জন্যে রাজকুমার এক লাখ টাকা খরচ ক'র্‌ছে। দেখ, আমি তোমাকে সত্যি বলচি, রাজকুমার উমাকে ভালবাসে। ভাল না বাসলে"

বাক্য শেষ করিতে না করিতে যুবতী সভয়ে দেখিলেন যে, উমা তাঁহারই কাছে দণ্ডায়মানা! তিনি কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন "কে? উমা? আমার মরণ আর কি! তুমি কখন এলে?"

উমা বলিল "চুপ কর। ঊষা বৌদিদি, তুমিও আমার নাম ধ'রে ডেকো না। আমি দেওয়ানের বাড়ী থেকে লুকিয়ে এসেছি। দেওয়ান-গিন্নী আমাকে আস্‌তে মানা ক'রেছিলেন। ঐ দেখ, তিনি ওখানে র'য়েছেন। আমাকে দেখ্‌তে পেলেই বক্‌বেন। তিনি বাড়ী যাবার আগেই আমি সেখানে যাব।"

উমার কথা শেষ না হইতে হইতে, বরবধূর আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সহসা ইংরাজী বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহিলারা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে দ্বারদেশে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজলক্ষ্মী।

ইংরাজী বাদ্যের ঝঙ্কার শ্রুত হইবা মাত্র, প্রথমে দুই জন সশস্ত্র অশ্বারোহী, তৎপরে দুইটী বড় ফিটন জুড়ী গাড়ী ও সর্ব্বপশ্চাতে চারিজন সশস্ত্র অশ্বারোহী রাজোদ্যানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশাভি- মুখে আসিতে দৃষ্ট হইল। বিচিত্র-পরিচ্ছদ-পরিহিত অশ্বারোহিগণের কটিদেশ হইতে লম্বমান অস্ত্রের ঝনৎকার শব্দ, সুসজ্জিত অশ্বগণের গর্ব্বিত পদবিক্ষেপ, অশ্বচালকগণের মনোহর পরিচ্ছদ, ভৃত্যগণের সুন্দর বেশভূষা মহিলা-দর্শকবৃন্দের মনে হর্ষ-বিস্ময়-সম্বলিত একটী অপূর্ব ভাবের উদ্রেক করিল। অগ্রে যে গাড়ীটি আসিতেছিল, তাহা অন্তঃপুরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, তন্মধ্য হইতে ভূপেন্দ্র ও সুশীলকুমার বহির্গত হইল। দ্বিতীয় গাড়ীটি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, তন্মধ্য হইতে অগ্রে দুইটী সুবেশা পরিচারিকা ও তাহাদের পশ্চাৎ প্রতিভা বহির্গত হইল। মহিলাগণের কণ্ঠ হইতে সহসা "প্রতিভা!" "প্রতিভা!" এইরূপ একটী বিস্ময়সূচক অস্পষ্টধ্বনি উত্থিত হইল ও তন্মুহূর্ত্তেই তুমুল শঙ্খশব্দ ও উলুধ্বনি হইতে লাগিল। অগ্রে রাজকুমার, তৎপশ্চাতে লজ্জাবনতমুখী প্রতিভা, তৎপশ্চাতে পরিচারিকা ও সর্ব্বপশ্চাতে সুশীলকুমার দেবালয়ের শ্বেত-মর্ম্মর-মণ্ডিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। মহিলারা অনিমেষনয়নে প্রতিভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। প্রতিভা হীরক-ম

মুক্তাদি-খচিত বহুমূল্য ভূষণ-সমূহে বিভূষিতা, ও তাহার পরিধানে বহুমূল্য বারাণসী শাটী। প্রতিভা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার বিশালায়ত চারু চক্ষুর্দ্বয় উভয় পার্শ্বে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিভার নিকট রাজান্তঃপুরের সর্ব্বস্থল পরিচিত; উপস্থিত অনেক মহিলাও তাহার সুপরিচিতা। তথাপি সে ব্রীড়ায় সঙ্কুচিতা হইয়া কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছিল না। রাজবধূরূপে রাজবাটীতে প্রবেশের সময়টি তাহার পক্ষে কঠোর পরীক্ষার সময়ে পরিণত হইয়াছিল। নবদম্পতি মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া প্রথমে দেবতার সম্মুখে, পরে কৌলিক গুরু ও পুরোহিতের পদতলে প্রণত হইল। গুরু ও পুরোহিত মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও দেবতার প্রসাদ-পুষ্প তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তৎপরে, মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া তাহারা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধা পিতামহীর কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক উভয়ে প্রণাম করিল। বৃদ্ধার চক্ষুর্দ্বয় হর্ষ-বাষ্প-বারিতে সমাচ্ছন্ন হইল। এই কারণে তিনি প্রতিভাকে প্রথমে ভালরূপে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, স্বহস্তে প্রতিভার অবগুণ্ঠন অপসারণপূর্ব্বক তাহার মুখাবলোকন করিলেন। অমনই বৃদ্ধার মুখ হইতে স্বতঃই এই বাক্য উচ্চারিত হইল, "ওমা, এ যে আমার ঘরে আজ স্বয়ং রাজলক্ষ্মী এসেছে গো!" বৃদ্ধার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া দর-দর-ধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে, বিমলা পরিচারিকা একটী স্বর্ণময় থালে দুইটী বহুমূল্য হীরকখচিত আভরণ আনিয়া উপস্থিত করিল। বৃদ্ধা সেই থাল গ্রহণপূর্ব্বক তাহা প্রতিভার

হস্তে দিয়া বলিল "লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই দু'টী অলঙ্কার নাও।" প্রতিভা সাদরে তাহা গ্রহণ করিল। তৎপরে, মহিলারা দম্পতিকে অন্যত্র লইয়া গিয়া তাহাদের বরণ করিলেন। সেই সময়ে শঙ্খ-শব্দ ও হুলুধ্বনিতে সেই বৃহৎ রাজবাটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বরণের সময় ভূপেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সম্মুখ-ভাগে উষা-বৌদিদির পশ্চাতে উমাসুন্দরীকে দেখিতে পাইল। উমাসুন্দরী অনিমেষ লোচনে প্রতিভাকে দেখিতেছিল। সে সেই সময়ে যেন সম্পূর্ণ-রূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া রহিয়াছে। উমাসুন্দরী সহসা নিমেষ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজকুমারের দিকে চাহিবামাত্র দেখিতে পাইল, রাজকুমার তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র উভয়ের হৃদয়ে যেন কিসের একটী দারুণ আঘাত লাগিল। উভয়েই যুগপৎ চক্ষু অবনত করিল। মুহূর্ত্ত পরে, ভূপেন্দ্রনাথ আবার যখন সেইদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, তখন আর উমাসুন্দরীকে সেখানে দেখিতে পাইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সপত্নী-মিলন?

সেদিন রাজবাটীতে আনন্দোৎসব। নিমন্ত্রিতা মহিলাগণের আনন্দ-কোলাহলে অন্তঃপুর মুখরিত। বহির্ব্বাটী আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগমে সজীব, এবং তাহার সুবৃহৎ প্রাঙ্গণটি দরিদ্রগণের মধ্যে বস্ত্র, ভক্ষ্য ও

অর্থের বিতরণ-জনিত কোলাহলে শব্দায়মান। প্রতিভা-সম্বন্ধে মহিলাগণের মনে যে একটী ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহা বিদূরিত হইয়া গেল। প্রতিভার অনিন্দ্য ও অতুলনীয় রূপরাশি, তাহার শান্তস্বভাব, শিষ্টাচার, বিনয়-নম্র ব্যবহার, দিব্য মুখ-কান্তি সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। প্রতিভা হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সকলের চক্ষে রাজ্ঞীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কে বলিয়াছিল, প্রতিভা মেম-সাহেব হইয়াছে ? কে বলিয়াছিল, প্রতিভা অনন্য-সাধারণ হইয়া কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছে ? কেহ কেহ ভূপেন্দ্রনাথের জনক-জননীর কন্যানির্ব্বাচন-শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহাদের স্নেহময় ব্যবহার স্মরণপূর্ব্বক নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। প্রতিভা আজ রাজবধূ হইয়া গৃহে আসিয়াছে ; তাঁহারা জীবিত থাকিলে, আজ কত সুখ ও আনন্দের বিষয় হইত ! সকলেই বলিতে লাগিলেন, ভূপেন্দ্র প্রতিভাকে বিবাহ করিয়া ভালই করিয়াছে ; বিবাহ না করিলে, সংসার জুড়িয়া তাহার অখ্যাতি ও অপযশ হইত। কেহ কেহ নিভৃতে বসিয়া প্রতিভা ও উমাসুন্দরীর রূপের তুলনা করিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। কেহ কোনও বিষয়ে প্রতিভাকে, কেহ বা অপর কোনও বিষয়ে উমাসুন্দরীকে শ্রেষ্ঠা করিলেন। মোটের উপর সিদ্ধান্ত হইল, সৌন্দর্য্যে প্রতিভাই শ্রেষ্ঠা। তবে উমাসুন্দরীর জন্য অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা কোনও কোনও যুবতী উমার জন্য আদৌ দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। একজন বলিলেন "হেঁগা, বলি, সকলেই রাণী হবে

না কি? রাণী হবার তো ভাগ্যি চাই। আর উমার ভাগ্যিই বা মন্দ কিসে? দেখ না, তার চামড়া একটু কটা ব'লেই সে রাজকুমারের নজরে প'ড়েছিল। সেই জন্যই তো গো একটি লাখ টাকা! সে রাণী নেই বা হ'ল; কিন্তু এক লাখ টাকাও তো বড় কম নয়! তোমরা ব'ল্‌চো, ওর ভাগ্যি মন্দ। আমি তো বলি, ওর ভাগ্যি ভাল। গরীবের মেয়ে; কোথায় যে তার বিয়ে হতো, তার ঠিক্ নেই। ওর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী কত জন যে কত গরীবের ঘরে প'ড়েছে! কই, তাদের জন্য তো কেউ দুঃখ কর না? তাদের সোয়ামীদের একহাজার টাকা থাক্‌লে তারা বর্ত্তে যায়! বাপ্‌রে, এক লাখ টাকা! কে এক লাখ টাকা পায়? আমি বলি, উমার জন্যে দুঃখ না ক'রে, তোমরা আপনাদের জন্যই দুঃখ কর গে। তোদের কার এক লাখ টাকা আছে লো?" যুবতীর এই স্পষ্টবাদিতার ফলে, উমার সম্বন্ধে সে দিন আর বড় একটা আলোচনা হইল না।

যে সকল প্রৌঢ়া প্রতিভাকে বাল্য কালে দেখিয়াছিলেন ও প্রতিভার মাতার সহিত পরিচিতা ছিলেন, তাঁহারা প্রতিভার নিকট আসিয়া তাহার সহিত পুনঃপরিচিতা হইতে লাগিলেন। সকলেই তাহাকে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নবীনারাও প্রতিভার সহিত পরিচিতা হইতে লাগিলেন। প্রতিভা সকলের সহিত মধুর বচনে আলাপ করিতে লাগিল। প্রতিভার সহিত যিনি অল্প ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন, তিনিই প্রতিভার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া যান। প্রতিভা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া কাহারও নাম জিজ্ঞাসা করিল, কাহাকেও ক্রোড়ে লইল, কাহারও মুখচুম্বন করিল এবং

কাহাকেও কিছু একটা গল্প বলিয়া আনন্দিত করিল। শিশুদের জননীরা বৌ-রাণীর এই অমায়িক ব্যবহারে যার-পর-নাই প্রীত হইলেন ও তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রশংসাধ্বনি রাণী ঠাকুরমার কর্ণে পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "রাণী ঠাকুরমা, বৌ-রাণী আজ রাজবাড়ী আলো ক'রেছে। আহা, এমন মেয়ে তো আমরা চোখেই দেখ্‌তে পাই না। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। এত লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু তার মনে কি কিছু অহঙ্কার আছে? সকলেরই সঙ্গে সে কেমন আলাপ ক'র্‌চে, কেমন কথাবার্ত্তা করচে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিকে কোলে নিয়ে কেমন আদর ক'র্‌চে! আমরা মনে ক'রেছিলাম, বুঝি লেখাপড়া শিখে সে একটা খেষ্টানের মেয়ের মতন হ'য়েছে! ওমা, ঠিক্ উল্টো! আমাদের এখানে যারা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখেছে, বরং তাদেরই কত দেমাক্! এ যে একেবারে মাটীর মানুষ!" বলা বাহুল্য যে, রাণীঠাকুরমা রাজপৌত্রবধূর প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং নিজ মৃত পুত্র ও পুত্রবধূকে স্মরণ করিয়া হর্ষ শোকে একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মহিলারা একে একে স্ব স্ব গৃহে যাইতে লাগিলেন। দেওয়ান-গৃহিণীও নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত উমাসুন্দরীও আসিয়াছিল। উমা আহারাদির পর ঊষাদের বাটী গিয়াছিল। সুতরাং দেওয়ান-গৃহিণী যখন বাটী যান, তখন উমাকে দেখিতে না পাইয়া একাকিনীই গমন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, ঊষার সহিত উমা আসিয়া দেখে, দেওয়ান-গৃহিণী চলিয়া গিয়াছেন। উমার মনে একটু সাহস হইল। প্রতিভার সহিত অজ্ঞাত ভাবে একবার আলাপ

করিতে তাহার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু কে কি বলিবে ও মনে করিবে, এই ভয়ে সে আলাপ করিতে সাহস করে নাই। এক্ষণে, ঊষার সহিত প্রতিভার কক্ষের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে উমা বলিল, "ঊষা দিদি, একবার ভিতরে চল না।"

ঊষা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আলাপ ক'রবে না কি?"

উমা বলিল, "হাঁ, কিন্তু আমার পরিচয় দিও না, আর কোন কথা তুলিও না। একবার দেখ না, ঘরের মধ্যে আর কেও আছে কি না?"

ঊষা উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "না, আর কেউ নাই; একলাই আছে; এস।" এই বলিয়া ঊষা উমার সহিত কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

প্রতিভা তাহার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া রাখিয়া সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া বসিয়াছিল। নিরুপমাকে একখানা পত্র লিখিয়া এইমাত্র সে পরিচারিকাকে তাহা ডাকঘরে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছে। ঊষাকে আসিতে দেখিয়া সহাস্যবদনে প্রতিভা বলিল, "এস, ঊষা দিদি; আমি মনে ক'রেছিলুম, তুমি হয়ত বাড়ী চ'লে গেছ।"

ঊষা বলিল, "আমি একবার বাড়ী গেছ্‌লাম বটে; কিন্তু উমা দেওয়ানের বাড়ী যাবে ব'লে, দেওয়ান-গিন্নী এখনও এখানে আছে কি না, তাই দেখ্‌তে এসেছিলাম।"

"উমা কে? এঁরই নাম উমা না কি? তোমার বেশ নামটি তো, ভাই। এস, ব'স।"

ঊষা ও উমা বসিল।

প্রতিভা বলিল, "ভাই উমা, তোমাদের বাড়ী কোন্ খানে ?"

উষা বলিল, "উমাদের বাড়ী এখানে নয়। সে এখানে এসেছে। এখন দেওয়ানের বাড়ীতে থাকে।"

"দেওয়ান-মশাই উমার কে হন ?"

"বড় একটা কেউ নয়। দেওয়ান উমাদের দেশের লোক।"

প্রতিভা উমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন ?"

উমা মুখ অবনত করিয়া বলিল, "কেউ নাই।"

"মা, বাপ, ভাই, বোন্—কেউ নাই ?"

"না।"

প্রতিভার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। সে মনে করিতে লাগিল "আহা, কেন আমি এরূপ প্রশ্ন করিলাম ?" প্রতিভা উমার বদন-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কপালে সধবার চিহ্ন দেখিতে পাইল না। অথচ বিধবারও মতন তাহার বেশ-ভূষা নহে। আবার কি একটা অন্যায় প্রশ্ন করিয়া সে উমার মনে কষ্ট দিবে, এই ভাবিয়া উমার বিবাহ-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

উষা যেন প্রতিভার মনের কথা বুঝিয়া লইল। সে হাসিয়া বলিল "উমার এখনও বিয়ে হয় নাই। এখনও পাত্র ঠিক্ হয় নাই।"

প্রতিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কেন ? অনেক টাকা চায় না কি ? কিন্তু উমার জন্য গা-বাটার তো কিছু দরকার হবে না। উমা তো দিব্যি মেয়ে !"

উমার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

প্রতিভা বলিল "উমা, তুমি কি কি বই প'ড়েছ, ভাই? তুমি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী এসো। তোমায় আমায় একত্র বই প'ড়বো।" উমাকে দেখিয়া প্রতিভা নিরুপমাকে মনে করিতেছিল? এখানে উমার মত একটী সঙ্গিনী পাইলে, সে নিরুপমার অভাব অনেকটা ভুলিতে পারে।

উমা প্রতিভার বাক্যের কোনও উত্তর দিতে পারিল না। উষার মুখেও সহসা কোনও উত্তর আসিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, উষা বলিল "উমা দেওয়ানের বাড়ীতে থাকে; সে কি রোজ রোজ আসতে পারবে? তবে কখনও কখনও আস্‌বে।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল "দেখ, উষা দিদি, উমা ঠিক্ আমার বৌ-দিদি নিরুপমার মত। নিরুপমাকে আমি বড় ভালবাসি। উমাকে দেখে অবধি নিরুপমার কথা আমার মনে হ'চ্চে। নিরুপমা আমার বৌদিদি। কিন্তু বিয়ে হ'বার আগে থেকেই আমি তাকে নাম ধরে ডাকি। সেই অভ্যাসটা এখনও যায় নি। নিরুপমাকে আমি অনেক পড়িয়েছি। সে আর আমি রোজই বাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরে প'ড়্‌তে বস্‌তুম। আমি দেওয়ান-গিন্নীকে ব'ল্‌বো, তিনি যেন উমাকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আস্‌তে দেন। এতে কি তিনি কোনও আপত্তি ক'র্‌বেন?"

উষা বলিল "তুমি ব'ল্‌লে, তিনি আর কি আপত্তি ক'র্‌বেন?" কিন্তু মুখে এই কথা বলিলেও, উষার বুকের ভিতরটা কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় যেন কাঁপিয়া উঠিল। উষা ভাবিল, এখন আর বেশী ক্ষণ বসিয়া থাকা উচিত নহে। তাই সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "উমা,

চল ভাই, এখন তোমাকে দেওয়ানের বাড়ী পাঠিয়ে দি। তোমার যেতে বিলম্ব হ'লে, হয়ত দেওয়ান-গিন্নী তোমায় ব'ক্‌বেন।" এই বলিয়া, ঊষা প্রতিভার নিকট বিদায় লইয়া উমার সহিত সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্দ্ধান।

উমা আজ সমস্ত দিন যেন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রতিভার সহিত দেখা হওয়ার পর সে যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিল!

উমা দেওয়ানের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর নিজ কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সে রাত্রিতে কিছু খাইবে না, এই কথা বলিয়া কক্ষের প্রদীপটি নিবাইয়া দিয়া শয্যায় শয়ন করিল! ঘুমাইবে বলিয়া উমা শয্যায় শয়ন করে নাই। সে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া নিভৃতে নিজ অবস্থার কথা চিন্তা করিবার সুবিধা পাইবে বলিয়া, তাহাতে শয়ন করিল।

শয্যায় শয়ন করিয়াই উমা কাঁদিতে লাগিল। তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পিতামাতার মৃত্যুর সময়েও উমা এরূপ কাঁদে নাই। চক্ষুর জলে তাহার উপাধান ভিজিয়া গেল।

উমা রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথকে কেন দেখিয়াছিল? ভূপেন্দ্রনাথ কেন তাহাকে ভাল বাসিয়াছিল? এবং সেই বা ভূপেন্দ্রনাথকে কেন ভাল বাসিয়াছিল? ভূপেন্দ্র নাথ প্রতিভাকে বিবাহ করিবে, ইহা জানিতে

পারিলে কি সে তাহাকে ভালবাসিত? প্রতিভা এখন ভূপেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী। যতদিন উমা প্রতিভাকে দেখে নাই, ততদিন তাহার হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত কোণে ভূপেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটু ক্ষীণ আশা লুক্কায়িত ছিল। কেন এই আশাটুকু লুক্কায়িত ছিল, তাহা উমা বুঝিতে পারে নাই। আজ প্রতিভার সহিত আলাপ করিবার পর হইতে সেই ক্ষীণ আশাটুকু হৃদয়ের নিভৃত কোণ হইতে সহসা পলায়ন করিল। তাই, তাহার অভাবে, আজ বালিকার হৃদয় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

উমা অনেক ক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চক্ষুর জল ফুরাইয়া আসিল। তখন সে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া অদ্যকার সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। প্রতিভা তাহার সম্মুখে যেন দণ্ডায়মানা। প্রতিভার ন্যায় সুন্দরী কে আছে? প্রতিভাই রাণী হইবার যোগ্যা। প্রতিভার মন কত উন্নত! তাহার হৃদয় কত সুন্দর! প্রতিভা তাহাকে আজ কত ভাল বাসিয়াছে! হায়, জীবনে তাহাকে কেহ যে কখনও এত ভালবাসে নাই! পিতামাতার ভালবাসার কথা উমার ভাল মনে নাই। ভূপেন্দ্রনাথ তাহাকে একবার ভালবাসা জানাইয়াছিল। কিন্তু সেও বুঝি প্রতিভার মত ভালবাসিতে জানে না। জানিলে, আজ কি সে তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া দিত? কিন্তু প্রতিভা? প্রতিভা আজ তাহাকে কত ভালবাসিয়াছে! প্রতিভা যেন তাহার সহোদরা ভগিনী, অথবা তাহার চেয়েও আত্মীয়া। প্রতিভার মত মিষ্ট বচন সে তো আর কখনও শুনে নাই! কেহ তো কখনও তাহাকে এরূপ মিষ্ট বচন বলে নাই! উমার মনে হইতে লাগিল, প্রতিভা সত্য সত্যই কোন দেবী। উমা যদি প্রতিভার দাসী হইয়া তাহার নিকটে থাকিতে পায়, তাহা

হইলেই যেন তাহার জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হইবে। কিন্তু সে প্রতিভার কাছে থাকিবে কি প্রকারে ?

না,—প্রতিভার কাছে উমার থাকা চলিবে না। উমা নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। উমা হয়ত প্রতিভার সুখের পথে কণ্টক হইয়া বসিবে। যে প্রতিভাকে সে ভালবাসিয়াছে ও ভক্তি করিয়াছে, প্রাণ থাকিতে, তাহার মনে সে কষ্ট দিতে পারিবে না।

তবে উমা কি করিবে ? মনোমোহনের সঙ্গে উমার বিবাহের কথা হইতেছে। ছি, ছি, ছি! উমার আবার বিবাহ ? উমা কাহাকেও আর বিবাহ করিবে না। তবে সে কি করিবে ও কোথায় যাইবে ?

বালিকা মানস-চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কোথাও একটুও আলোক নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ নিশ্চেষ্ট, অলস ও স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া চিরকালের জন্য সব ভুলিয়া থাকিলে হয় না! ইহাই বোধ হয় শান্তি, ইহাই বোধ হয় সুখ, ইহাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়!

না—না—অন্ধকারে ডুব দেওয়া হইবে না। যদি সেখানে সব ভুলিতে পারা না যায়! তাহা হইলে তো কষ্ট, আরও কষ্ট, ভয়ানক কষ্ট! তবে উমা কি করিবে ? সে এ দেশ ছাড়িয়া কি কোথাও পলাইয়া যাইবে ? কিন্তু পলাইয়াই কি নিস্তার আছে ? স্মৃতি তো সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে! হায়, তবে উমা কি করিবে ?

বালিকার মস্তিষ্ক আর চিন্তা করিতে পারিল না। সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু নিদ্রা শান্তিদায়িনী না হইয়া নানাবিধ স্বপ্নে বিভীষিকাময়ী হইয়া উঠিল।

উমা কতবার ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইল। কতবার তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে যে কি কি বিষয়ের স্বপ্ন দেখিল, তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। উমা শেষে যে স্বপ্নটি দেখিল, তাহা সে ভুলিল না।

উমার মনে হইতে লাগিল, সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে ছুটিতে ছুটিতে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, তথায় তাহার পিতামাতা রহিয়াছেন। পিতা-মাতাকে দেখিয়া উমা মুহূর্ত্তমধ্যে সকল চিন্তা ও সকল কষ্ট একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। সে তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাঁহার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হৃদয়ের দুঃখভার যেন লঘু হইল। উমা বলিল "মা, তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে এখানে চ'লে এসেছ? আমি তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কত কষ্ট পেয়েছি। আমি সংসারে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে চারিদিকে হাহাকার ক'রে ছুটেছি। মাগো, কেউ আমাকে আশ্রয় দেয় নাই। আমি তোমাকে পেয়েছি, আর আমি তোমাকে ছাড়্‌বো না। তুমি আমাকে একলা ফেলে রেখে আর চ'লে যেও না।"

উমার কষ্টের কথা শুনিয়া তাহার জননীও কাঁদিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি বলিলেন "উমা, তুই আমাদি'কে না ব'লে হঠাৎ এখানে চ'লে এসেছিস্। তোর বাবা তোর উপর বড় বিরক্ত হ'য়েছেন। ঐ দেখ, তিনি তোর সঙ্গে কথা কইতেও অনিচ্ছুক!"

উমা ফিরিয়া দেখিল, সত্য সত্যই তাহার পিতা যেন বিরক্ত ভাবে

বসিয়া আছেন। উমার দুঃখে তাঁহার হৃদয় যেন কিছুমাত্র ব্যথিত হয় নাই। তিনি উমাকে দেখিয়া বিরক্তি-সূচক স্বরে বলিলেন "উমা, তুই এখানে কেন এলি ?"

উমা কাঁদিয়া বলিল "বাবা, আমি কার কাছে থাক্‌বো ? তোমরা চ'লে এসেছ। আমার যে আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নাই।"

"তোর দাঁড়াবার স্থান আছে। তুই তোর ঠাকুরদাদার কাছে গিয়ে থাক্। যখন সময় হ'বে, তোকে আমরা এখানে নিয়ে আস্‌বো।"

"আমার ঠাকুরদাদা ? আমার ঠাকুরদাদা কোথায় আছেন, বাবা ? আমি যে তাঁকে কখনও দেখি নাই ?"

"আচ্ছা এখনি তাঁকে দেখ্‌তে পাবি। তুই ঘরের দোর খুলে বেরিয়ে যা। দেখ্‌তে পাবি, রাস্তায় তিনি তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তোকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাবি ও তাঁর কথা শুন্‌বি। যদি তাঁর কথা না শুনিস্, তা হ'লে তুই ভারি কষ্ট পাবি। ঐ শোন্, তিনি তোকে বাইরে থেকে ডাক্‌চেন। যা, এখনি যা।"

উমা সত্য সত্যই শুনিতে পাইল, কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে "উমা, উমা, এস।"

উমার মনে হইতেছিল, সে যেন জাগিয়া সত্য সত্যই তাহার পিতা-মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "উমা, উমা, এস" এই বাক্যও তাহার কর্ণে তখনও যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কক্ষের দ্বার খুলিয়া একেবারে সদর রাস্তায় উপস্থিত হইল। উমা দেখিল, শুভ্রকেশ, শুভ্রগুম্ফ, ও শুভ্রশ্মশ্রু একটী অশীতিপর বৃদ্ধ রাস্তার উপরে সুস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। উমা তাঁহার

নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল "কে? দাদামশাই? আপনি আমাকে ডাক্‌চেন? আপনার কাছেই তো আমি থাক্‌বো?"

বৃদ্ধ বলিলেন "হাঁ, আমার সঙ্গে এস। কোন কথা কহিও না।"

উমা বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় রাস্তার উপর দিয়া দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা নয়ন-পথের অতীত হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান-বাটী।

এ কি রকম স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিলাম? পাঠকপাঠিকাবর্গ হয় ত আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতেছেন, কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ কোনও বাজারের আড্ডায় বসিয়া লেখক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বৃত্তান্তটি লিখিয়াছেন। কেহ বা ভাবিতেছেন, হয়ত ইহা স্বপ্নাবস্থায় সঞ্চরণের একটী দৃষ্টান্ত। যে যাহা ভাবুন, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়াছিল, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করুন। আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব না। এই পুস্তকে তৎসম্বন্ধে কিছু বলাও আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র।

প্রত্যূষে দেওয়ান-বাটীর পরিচারিকা শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখে, বহির্দ্বার অর্গলমুক্ত, ও তাহার দুইটী কবাটই খোলা

রহিয়াছে! এত ভোরে কে কবাট খুলিয়া বাহিরে গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য পরিচারিকার কৌতূহল হইল। সে দুই একটী কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, সেগুলি অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে, এবং কেহ তখনও, জাগরিত হয় নাই। তখন পরিচারিকার ভয় হইল, রাত্রিতে হয়ত বাটীর মধ্যে চোর ঢুকিয়া থাকিবে। অমনই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা—মা—উঠ গো। সদর দ্বার খোলা র'য়েছে! দোর কে খুল্‌লে? বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল না কি গো!"

পরিচারিকার বিকট চীৎকার শুনিয়া দেওয়ান-গৃহিণী জাগিয়া উঠিলেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন "অ্যাঁ, বলিস্ কি লো? বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল? ত্থাখ্, ত্থাখ্, কি নিয়ে গেল?"

পরিচারিকা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কেবল চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মা গো চোরে সর্ব্বনাশ ক'রেছে।"

"সর্ব্বনাশ ক'রেছে কি লো? ত্থাখ্, কি কি জিনিষ নিয়ে গেছে! রান্নাঘর ত্থাখ্, ভাঁড়ার ঘর ত্থাখ্।"

পরিচারিকা রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর দেখিয়া আসিয়া বলিল "মা, রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের কিছুই যায় নাই গো। দুটো ঘরে আমি যেমন চাবী দিয়েছিলাম, তেমনই চাবী দেওয়া র'য়েছে।"

"তবে ত্থাখ্, বাইরে তো থালা বাসন বা কাপড়-চোপড় কিছু রাখিস্ নাই?"

"না গো, আমি তো কিছু রাখি নাই।"

বাড়ীতে হঠাৎ এইরূপ একটা গোলযোগ হওয়াতে, দেওয়ানের চারি-বর্ষ-বয়স্ক একটী পুত্র জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। উমা

তাহাকে বড় ভালবাসিত। বাড়ীতে একটা কি বিপদ হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া সে আশ্রয় লইবার জন্য উমা দিদির কক্ষে ছুটীয়া গেল। গিয়া দেখে, সেখানে উমা দিদি নাই। তখন তাহার ক্রন্দন সহসা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দন-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পরিচারিকা উমার কক্ষে ছুটিয়া গেল। নসুকে কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিল "নসু, কাঁদ্‌চিস্ কেন রে?"

নসু আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "উমা দিদি কই?"

তাই তো! উমা কই? উমার ঘর যে খোলা রহিয়াছে! তখনই পরিচারিকা নসুকে কোলে লইয়া, ছুটীয়া বাহিরে আসিল এবং চীৎকার করিতে করিতে বলিল "ও গো মা! উমা কই গো? উমার ঘর যে খোলা র'য়েছে!"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া গৃহিণীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুখ হইতে সহসা কোনও বাক্য স্ফুরিত হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি উমার কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই উমা নাই! কি সর্ব্বনাশ! উমা কোথায় গিয়াছে? তিনি ছুটীয়া নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সুখ-নিদ্রা-মগ্ন দেওয়ানকে সবলে নাড়িয়া বলিলেন "ওগো, তুমি শীগ্‌গীর ওঠ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!"

দেওয়ান মহাশয় সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইলেন এবং ঘুমের ঘোরে বলিলেন "আঃ, বিরক্ত কর কেন? তোমরা জ্বালাতন ক'র্‌লে দেখ্‌ছি। আমি এখন উঠ্‌বো না। তুমি ঘুমোও গে, যাও।"

গৃহিণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "কি সুখের ঘুমের সময় পেয়েছেন? ওঠ, ওঠ, শীগ্‌গীর ওঠ। এ যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!" এই বলিয়া দেওয়ান মহাশয়কে সবলে এক ধাক্কা দিলেন।

সেই ধাক্কা খাইয়া নিদ্রাদেবী পলায়ন করিলেন এবং দেওয়ান-মহাশয়ও শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তিনি দুই হস্তে চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বলিলেন "এত সরগোল ক'র্‌চো কেন? কি হ'য়েছে কি?"

"কি আর হবে? দেখ্‌বে এস। উমা ঘরে নেই। তার ঘরের দোর খোলা, এবং সদর দোরও খোলা!"

"উমা ঘরে থাক্‌বে না কেন? দেখ, কোথাও আছে।"

"তুমি দেখ্‌বে এস। আমরা তো তাকে কোথাও খুঁজে পাই নি।"

"বটে!" এই কথা বলিয়া দেওয়ান মহাশয় চটী পায়ে দিয়া বারাণ্ডায় বাহির হইলেন। পরিচারিকা ও গৃহিণী তাঁহাকে প্রত্যুষের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। দেওয়ান চিন্তান্বিত হইয়া একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াই তিনি যেন আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "তাই তো! বড় আশ্চর্য্যের কথা! উমা কোথায় গেল, আর কোথায় বা যেতে পারে?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন "ঝি, জগাকে ডাক্‌ তো। আমার কাপড়-জামা নিয়ে আসুক। আমি একবার রাজবাটী যাই। তোমরা এ কথা নিয়ে এখন বেশী সরগোল করো না। চুপ্‌ চাপ্‌ থাক।" এই বলিয়া তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপের ভাগী।

রাজবাটীর দ্বার-রক্ষক অসময়ে দেওয়ান মহাশয়কে রাজবাটীতে আসিতে দেখিয়া কিঞ্চিত বিস্মিত হইল। সে সঙ্গীনযুক্ত বন্দুক বামস্কন্ধে লইয়া এক পার্শ্বে স্থাণুবৎ অচল হইল, এবং দেওয়ান সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা বন্দুক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিল। দেওয়ান কাছারী বাটীতে উপনীত হইলেন। ভৃত্যেরা গৃহ-মার্জ্জন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। অন্তঃপুর হইতে বিমলা পরিচারিকাকে ডাকাইবার জন্য তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। সে অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষকের নিকটে গিয়া দেওয়ানের আদেশ জ্ঞাপন করিল। অন্তঃপুরের দ্বার-রক্ষক একটী বালক-ভৃত্যকে সেই আদেশ জ্ঞাপন করিল। বালক-ভৃত্য অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের মহলে উপনীত হইয়া একজনকে সেই আদেশ জ্ঞাপন করিল। পরিচারিকা বিমলাকে অনুসন্ধান করিয়া দেওয়ানের আদেশ জ্ঞাপন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা কাছারী বাটীতে দেওয়ানের নিকট উপস্থিত হইল।

বিমলাকে দেখিবামাত্র দেওয়ান বলিলেন "বিম[illegible], রাজকুমার উঠেছেন?"

বিমলা বলিল "না, তিনি এখনও উঠেন নাই।"

"বৌ-রাণী উঠেছেন?"

"তিনি অনেকক্ষণ উঠেছেন। পূজার ঘরে পূজা ক'র্‌ছেন।"

"আচ্ছা, তুমি একবার শীগ্‌গীর অন্দরে যাও। রাজকুমারের সঙ্গে আমি এখনি একবার দেখা ক'রতে চাই। বড় জরুরী কাজ। তাঁকে কোনও রকমে একবার খবর দাও।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিমলা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল।

বিমলা পূজার গৃহে উপনীত হইয়া দেখিল, বৌ-রাণী পূজা সমাপন পূর্ব্বক কি একটী পুস্তক পাঠ করিতেছে। বিমলা সাহস পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বিমলাকে দেখিয়া প্রতিভা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বিমলা বলিল, "বৌ-রাণি, কি একটী জরুরী কাজের জন্য দেওয়ান-বাবু রাজকুমারের সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চান।"

প্রতিভা বলিল "তিনি উঠেছেন কি না, দেখ।"

"আমি দেখ্‌লাম, তিনি এখনও ঘুমচ্চেন।"

"দেওয়ান বাবুকে একটু অপেক্ষা ক'রতে বল। তিনি এখনই উঠবেন।"

বিমলা চলিয়া গেল। প্রতিভা পূজা ও পাঠ সমাপন করিয়া রাজকুমারের কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। রাজকুমারকে অতন্দ্রিত দেখিয়া প্রতিভা বলিল "দেওয়ান-বাবু কি জরুরী কাজের জন্য এখনি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। বিমলা এই কথা ব'লে গেল।"

রাজকুমার শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং পার্শ্বস্থ গৃহে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিল।

দেওয়ান তাহাকে সংক্ষেপে গত রাত্রির ঘটনা বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজকুমার অতিশয় বিস্মিত হইল। উমাসুন্দরী সহসা নিরুদ্দেশ হইয়াছে! সে কোথায় গেল? সহসা রাজকুমারের সেই স্বপ্নটি মনে

পড়িল। রাজকুমার ও প্রতিভা যেন রাজবাটীতে আসিয়াছে, এবং সেখানে আনন্দোৎসব হইতেছে। সহসা জনতার মধ্যে রাজকুমার উমাকে দেখিতে পাইল। উমা তাহাকে একটী তটিনী দেখাইয়া বলিল "রাজকুমার, আমি ইহার জলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব।" উমা সত্যসত্যই তটিনীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল না কি? গতদিন বরবধূর বরণের সময় রাজকুমার একবার উমাকে দেখিয়াছিল। দেখিবা মাত্র রাজকুমারের হৃদয় সহসা বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। উমার প্রকৃত মনোভাবও রাজকুমার ইতঃপূর্ব্বে অবগত হইয়াছিল। অভিমানিনী বালিকা নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করিল না কি? রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া দেওয়ানকে বলিল, "দেখুন আমার আশঙ্কা হ'চ্চে, উমা হয়ত দুঃখে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে কোনও একটা গুরুতর কার্য্য ক'রে ফেলেছে। সে তো আত্মহত্যা করে নাই?"

দেওয়ান বলিলেন, "উমা আত্মহত্যা ক'র্‌বে কেন? গত্যকল্য সে তো প্রফুল্ল মনেই ছিল।"

ভূপেন্দ্র বলিল, "আমি এটা অনুমান ক'রচি। দেখুন, আমার সঙ্গে তার বিয়ে হ'বার কথা হ'য়েছিল। তার মনে সুখের একটা কল্পনা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রতিভাকে নিয়ে আমি রাজবাটীতে এসেছি। সুতরাং তার সুখের কল্পনাটি কালই একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ে যাবার একান্ত সম্ভাবনা। সেই দুঃখে তো সে কিছু একটা অন্যায় কাজ ক'রে বসে নাই?"

দেওয়ান চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। স্ত্রী-চরিত্র দুজ্ঞের্য় এবং পরচিত্তও

অন্ধকারময়। কিন্তু রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ না হইলেও সে তো ধনশালিনী হইতেছিল। এক লক্ষ টাকার কথাও সে জানিত। সুতরাং সে আত্মহত্যা করিবে কেন? তবে সে যদি রাজকুমারের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা বটে। সেরূপ স্থলে আত্মহত্যার আশঙ্কা হইতে পারে। দেওয়ান কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন:—

"রাজকুমার, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কথাটা আমার না জিজ্ঞাসা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, তা না জান্‌লে, নিরুদ্দিষ্টা উমার সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই হ'তে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি—সে কি—সে কি—তোমার প্রতি কখনও অনুরাগ দেখিয়েছিল?"

রাজকুমার বলিল, "দেখিয়েছিল; আমি যখন তাকে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দিবার কথা বলি, তখন সে কেঁদে আমার পায়ে প'ড়ে ব'লেছিল 'তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রো না। আমি লাখ টাকা চাই না। আমাকে তোমার বাড়ীর দাসী ক'রে রেখে দাও'।"

দেওয়ান ভূপেন্দ্রনাথের বাক্য শুনিয়া বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন, পরে বলিলেন, "তা হ'লে তো তোমার অনুমানই সত্য।"

"আমিও সেই কারণে আত্মহত্যার আশঙ্কা ক'র্‌চি।"

"তা হ'লে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

"আপনার বাটীর নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে মাছ ধরা'বার ছলে, তাহার মৃতদেহের অনুসন্ধান করুন। নদীর ধারেও লোক পাঠান। রেলওয়ে-ষ্টেশনেও লোক পাঠান। তার বাড়ীতেও লোক পাঠান।"

"তা হ'লে থানাতেও তো একটা খবর দিতে হয়। খবর না দিলে, তার জ্ঞাতি-কাকা তো পরে একটা গোলযোগ বাধা'তে পারে ?"

"তা হ'লে, গোপনে আর অনুসন্ধান করা চলে না। কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, থানাতেও এতালা দেওয়া উচিত। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, উমার নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে সহরে নানাপ্রকার গল্পগুজব হবে। কি ক'রব ? সমস্তই আমার দুষ্কর্ম্মের ফল। আমি যদি উমাকে না দেখ্‌তাম, তা হ'লে আজ আর এই কেলেঙ্কারী হ'তো না। আমার পাপের ঠিক্ প্রায়শ্চিত্ত হবে। কিন্তু দেখুন, আমার একটা পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। উমা যদি ম'রে থাকে, তা হ'লে আমিই তার মরণের কারণ হ'লাম।" এই কথা বলিতে বলিতে রাজকুমারের চক্ষুদ্বয় বাষ্প-সমাকুল হইল।

দেওয়ানও ব্যথিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আর আমিও সেই পাপের ভাগী।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল, "দেখুন, আর ব'সে ব'সে চিন্তা করা বৃথা। যথাকর্ত্তব্য করুন। সময় অতিবাহিত হ'চ্ছে।"

দেওয়ান একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজবাটী হইতে গমন করিলেন।

সেই দিনই উমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ নগরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, ভূপেন্দ্রনাথই উমাকে কোথাও সরাইয়াছে। উমা থাকিলে, তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইত। সুতরাং উমা যে সহসা অন্তর্হিতা হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি ? বলা বাহুল্য যে, রাজকুমারের

ভূতপূর্ব্ব সুহৃৎ মনোমোহনই সর্ব্বাগ্রে এই কথা প্রচারিত করিয়াছিল। কেহ কেহ অন্যপ্রকারও অনুমান করিতে লাগিল। মন্দ লোকে মানব-চরিত্রের মন্দ দিকটাই দেখিতে অভ্যস্ত। তাহারা উমা ও ভূপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত মন্দ কথা রটাইতে লাগিল। তিন চারি দিন ধরিয়া নগরের মধ্যে যেখানে সেখানে কেবল উমারই চর্চ্চা হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ে শেল।

রাজবাটীরও সকলেই উমার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিল। প্রতিভাও শুনিল। প্রতিভা উমাকে কেবল একটীবার মাত্র দেখিয়াছিল। রাজ-বাটীর কেহ প্রতিভাকে উমার প্রকৃত ইতিহাস বলে নাই। উমাকে দেখিবামাত্র প্রতিভার হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং উমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া প্রতিভার হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রতিভা ঊষাকে ডাকাইল।

ঊষা আসিলে প্রতিভা বলিল "ঊষাদিদি, উমা না কি দেওয়ানের বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছে? তাকে না কি কোথাও পাওয়া যাচ্চে না? উমা কোথায় গেল? আর কেনই বা গেল, বল দেখি।"

উমা কেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা ঊষা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিল। ঊষা মনে করিয়াছিল, রাজকুমারের সহিত তাহার বিবাহ না হওয়াতেই সে দুঃখে ও অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু

এ কথা সে প্রতিভাকে কিরূপে বলিবে? এই কারণে, ঊষা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল "তা কি ক'রে ব'ল্‌বো, বোন্?"

প্রথম দিনের আলাপে প্রতিভা উমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই। তাই তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার জন্য স্বভাবতঃই প্রতিভার কৌতূহল হইল। প্রতিভা বলিল ঃ—

"সে দিন তুমি ব'ল্‌লে, দেওয়ান উমাদের দেশের লোক। দেওয়ান এখানে উমাকে কেন এনেছিলেন? উমার কি আপনার লোক আর কেউ নেই?"

"থাক্‌বে না কেন? তার এক জ্ঞাতি-কাকা আছে। উমার কাকার অবস্থা ভাল নয়। তিনি তাই উমার বিয়ে দিতে পারেন নাই। উমার বিয়ে দিবার জন্য দেওয়ান তাকে এখানে এনেছিলেন।"

"দেওয়ান-মশাই তো খুব ভাল লোক! তিনি নিজেই বুঝি উমার বিয়ের খরচপত্র দিতে প্রস্তুত ছিলেন?"

ঊষা সহসা হাসিয়া উঠিল। প্রতিভা তাহাকে হাসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। তাহা দেখিয়া ঊষা বলিলঃ—"তোমার আর ও সব কথা শুনে কাজ নাই। আমি কিছু ব'ল্‌বো না।"

প্রতিভার কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হইল। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবার জন্য সে ঊষাকে অতিশয় অনুনয় করিতে লাগিল। ঊষা ভাবিল, যখন প্রতিভার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন সব কথা খুলিয়া বলায় দোষ কি? ইহা ভাবিয়া সে বলিল "দেখ, ভাই, আমি সব কথা তোমাকে ব'ল্‌বো, যদি তুমি দিব্যি কর যে কখনও আমার নাম ক'র্‌বে না।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল "দেখ, ঊষাদিদি, আমি কখনও শপথ বা

দিব্যি করি না। কিন্তু তোমাকে আমি নিশ্চয় ব'ল্‌চি, আমার প্রাণ থাকৃতে আমি কখনও কারুর কাছে তোমার নাম ক'র্‌বো না।"

তখন ধীরে ধীরে উষা প্রতিভার কাছে উমার বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। প্রতিভার মেম্-সাহেব হইয়া যাওয়ার অখ্যাতি, তাহা শুনিয়া প্রতিভার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে রাণীঠাকুরমার আপত্তি; তৎপরে দেওয়ান কর্তৃক উমাকে রাজকুমারের জন্য ভবিষ্যৎ বধূ-নির্ব্বাচন, তৎপরে রাজবাটীতে উমার আগমন ও অবস্থান; রাজকুমার ও উমার পরস্পরকে দর্শন; তৎপরে রাজকুমারের মতের পরিবর্ত্তন; তৎপরে, প্রতিভার সহিত রাজকুমারের গোপনে বিবাহ এবং সেই বিবাহের বৃত্তান্ত শুনিয়া রাণী-ঠাকুরমার অসুখ ও [illegible] মধ্যে আন্দোলন; তৎপরে প্রতিভা সম্বন্ধে বৃদ্ধারাণীর মতের পরিবর্ত্তন ও রাজবাটীতে প্রতিভার আগমন; তৎপূর্ব্বে দেওয়ানের বাটীতে উমার গমন; সেখান হইতে প্রতিভাকে দেখিবার জন্য রাজবাটীতে উমার গোপনে আগমন ও গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার, এবং সেই দিনের রাত্রিতেই উমার অন্তর্দ্ধান! উষা এই সকল বৃত্তান্ত প্রতিভাকে বলিল। প্রতিভাও নির্ব্বাক্ হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতিভা বলিল, "উষাদিদি, আমি এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানতুম্ না। তোমার মুখে সব কথা শুনে উমার জন্য আমার হৃদয় আরও ব্যথিত হ'ল। আহা! আমিই তার সুখের পথের কণ্টক হ'লুম ব'লেই কি সে কোথাও চলে গেল? আহা! বেচারীর মা-বাপ কেউ নেই। সে হয়ত মনে ক'রেছিল, রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তার কত সুখ হবে। তার সুখের আশার মুখে ছাই

পড়াতেই সে এই কাজ ক'রে ফেলেছে! আহা, ছেলে মানুষ—তার মন দুর্ব্বল; সে ভাল মন্দ কিছু বুঝতে পারে নি। আমি যদি আগে সব কথা জানতে পারতুম, তা হ'লে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে একটী ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিতুম ও যাতে সে সুখী হয়, তাই ক'রতুম।"

ঊষা একটু হাসিয়া বলিল "প্রতিভা, তুমি যে কথা ব'ললে, তা তোমারই উপযুক্ত। কিন্তু রাজকুমারও তাকে সুখী ক'রবার জন্য খুব চেষ্টা ক'রেছিলেন। তুমি হয়ত জান না—রাজকুমার একটী ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, আর ব'লেছিলেন যে, উমার বিয়ের সময় তিনি উমাকে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন।"

প্রতিভা ঊষার কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং ব্যগ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—"উমা কি এই এক লক্ষ টাকা যৌতুক পাবার কথা জানতো?"

ঊষা বলিল "জানতো বই কি?"

প্রতিভা সহসা নীরব ও গম্ভীর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা ভীষণ ঝড় বহিয়া গেল। উমার হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে তাহার আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। হায়, হায়, উমা রাজকুমারকে ভাল বাসিয়াছিল! ভালবাসিয়াই সে আজ এই দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইয়াছে! ভালবাসার প্রতিদান কি এক লক্ষ টাকা? প্রেমময়ী দরিদ্র-কন্যা যে সেই এক লক্ষ টাকাকে তুচ্ছ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ধন্য উমা! ধন্য তোমার ভালবাসা, আর ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রতিভার নয়ন-দ্বয় বাষ্প-সমাকুল হইল।

উষা প্রতিভার মনোভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। প্রতিভা কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "উষাদিদি, উমার জন্য আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। উমা কি আত্মহত্যা ক'রে ম'রেছে বলে তোমার মনে হয়?"

উষা বলিল "তা আমি কি ক'রে ব'ল্‌বো, ভাই? আজ তিন চারি দিনের মধ্যে তো তার কোনই অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। সে যদি প্রাণে ম'রে না থাকে, তা হ'লেই বা সে কোথায় যাবে? তার তো আপনার লোক আর কেউ নাই। শুন্‌ছি, তার জ্ঞাতি-কাকা এসেছে। তার বাড়ীতেও তো সে যায় নাই!"

এইরূপ কথোপকথনের পর উষা স্বগৃহে গমন করিল। প্রতিভা শোকাকুলচিত্তে অনেকক্ষণ উমার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। এক এক বার তাহার জন্য সে নীরবে ক্রন্দনও করিল। প্রতিভা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়, পূর্ব্বে যদি আমি এই সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে আমি নিজেই রাজকুমারকে উমার ক'রে দিতুম। উমা, উমা, তুমি আমার জন্য দেশত্যাগ বা প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে! আমিই কি তোমার মৃত্যুর কারণ হ'লুম? ধিক্ আমার সুখে, আর ধিক্ আমার জীবনে! ভগিনি, তুই আমার হৃদয়ে দারুণ শেল মেরে গেলি! গুরুদেব, গুরুদেব, কেন এমন হ'ল?"

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

উমার অন্তর্দ্ধানের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে অনেকেই উমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর যে কেহ উমাকে ভুলুক, তিনটি ব্যক্তি উমাকে ভুলিতে পারিলেন না—প্রতিভা, রাজকুমার ও দেওয়ান।

প্রতিভার হৃদয় কোমল; সে সংসারে কাহারও কষ্ট দেখিতে পারে না। প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও যদি অপরের কষ্টমোচন হয়, প্রতিভা তাহা করিতেও প্রস্তুত। পরের সুখ-সম্পাদন করা প্রতিভার জীবনের একটী প্রধান সাধ ও ব্রত। জ্ঞাতসারে না হউক, অজ্ঞাতসারেও সে যে একটী ভগিনীর দারুণ মনঃকষ্টের বা প্রাণত্যাগের কারণ হইয়াছে, এই চিন্তা তাহার হৃদয়কে সর্ব্বদা দগ্ধ করিত। এই কারণে, প্রতিভা অন্তরের নিভৃত দেশে সর্ব্বদাই অশান্তি অনুভব করিত।

প্রতিভা রাজসংসারে তাহার নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই যথাসাধ্য সম্পাদন করিত। সে স্বামীকে যথেষ্ট ভক্তি করিত এবং তাহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিত। সে রাণী ঠাকুরমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার অতিশয় স্নেহভাজন হইয়াছিল। রাণী ঠাকুরমা প্রতিভাকে পাইয়া যেন চরিতার্থা হইয়াছিলেন। প্রতিভা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাঁহার

নিকটে বসিয়া তাঁহাকে রামায়ণ, মহাভারত অথবা কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইত। বহুসংখ্যক পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিভা প্রত্যহ স্বহস্তে দেবালয়ের মার্জ্জনা করিত, ও স্বয়ং দেব-সেবার কার্য্য পরিদর্শন করিত। প্রতিভা দাসীগণকে সর্ব্বদা সুমধুর ও প্রিয়বচনে সন্তুষ্ট করিত। তাহারাও তজ্জন্য তাহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিল। প্রতিভা আত্মীয়া ও প্রতিবাসিনী মহিলাগণকে সদ্ব্যবহার ও চারিত্র্যে মুগ্ধ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় প্রতিবাসিনী মহিলারা নিত্য অন্তঃপুরে উপস্থিত হইত এবং প্রতিভার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিত। প্রতিভা প্রতিবাসিনী বালিকা ও যুবতীগণকে লেখাপড়া শিখাইত এবং নানাবিধ সুকুমার শিল্পেও শিক্ষা প্রদান করিত। প্রতিভা অনাথ বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকগণের কষ্ট-মোচনের জন্য সর্ব্বদাই মুক্তহস্তা থাকিত। রাজসংসারের বহুকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে, প্রতিভার জন্য প্রতিমাসে পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিভা এই টাকার অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া অসহায়া দরিদ্রা ও অনাথা মহিলাগণের সাহায্যে ব্যয় করিত। এই অর্থ-সাহায্য-প্রদান এরূপ গোপনে সম্পাদিত হইত যে, কেহ তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত না, এমন কি রাজকুমারকেও প্রতিভা কখনও তাহা জানিতে দিত না। রাজকুমার ও দাসীগণের প্রমুখাৎ, প্রতিভা রাজসংসারের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর গুণ, ব্যবহার ও অবস্থা অবগত হইয়াছিল। সুতরাং সকলেই তাহার পরিচিত ছিল। কর্ম্মচারিবর্গও বৌ-রাণী-মার দয়া, সৌজন্য ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিত।

প্রতিভা রাজসংসারের সামান্য সামান্য বিষয়েও পর্য্যবেক্ষণ করিতে

কথনও অবহেলা করিত না। গৃহপালিত হরিণ হরিণী, শুক, সারস সারসী, ময়ূর ময়ূরী, রাজহংস, পয়স্বিনী গাভী প্রভৃতি যথাসময়ে আহার্য্য ও পানীয় পাইতেছে কি না, তাহা সে প্রত্যহ দুই তিন বার স্বয়ং দেখিত। রাজান্তঃপুরের পুষ্পোদ্যানের পুষ্পবৃক্ষগুলি সুশৃঙ্খলরূপে পালিত হইতেছে কি না, তাহাও সে প্রত্যহ দেখিত। দেব-পূজার জন্য প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্প-চয়ন করিতে প্রতিভা সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিত এবং দেবতার জন্য সে প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্পমালা গাঁথিয়া দিত। রাজবাটীতে যে সকল আত্মীয়-কুটুম্ব থাকিত, এবং অতিথি-অভ্যাগত আসিত, তাহাদের সকলের আহার না হইলে, প্রতিভা কদাপি আহার করিত না। দাস-দাসীরাও যথাসময়ে খাইল কি না, তাহারও সংবাদ সে লইত। অন্তঃপুরে কাহারও পীড়া হইলে, প্রতিভা স্বয়ং তাহাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়া আসিত এবং তাহার শুশ্রূষা ও পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিত। অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থল সুচারু-রূপে মার্জ্জিত হইয়াছে কি না, শয্যা আসন ও বসন সকল পরিষ্কৃত আছে কি না, এবং দাসীরা তৈজসপত্রাদি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে কি না, সকলদিকেই প্রতিভার লক্ষ্য থাকিত। প্রতিভাকে সকলেই ভাল বাসিত, ভক্তি করিত এবং ভয়ও করিত।

প্রতিভা রাজসংসারের কর্ত্রীরূপে এই প্রকারে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই সম্পাদন করিত। কিন্তু উমার কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইলে, সে যার পর নাই বিমনায়মান হইত এবং নিভৃতে তাহার জন্য কখনও কখনও অশ্রুমোচনও করিত।

উমার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে, রাজকুমারেরও মনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রাজকুমার উমার জন্য অতিশয় ব্যথিত হইল; কিন্তু

হৃদয়ের ব্যথা কাহাকেও জ্ঞাপন করিত না। রাজকুমার প্রতিভার সহিত কোনও দিন উমার সম্বন্ধে কোনও কথা কহে নাই। রাজকুমারের মনে কষ্ট হইবে বলিয়া, প্রতিভাও কোনও দিন তাহার নিকট উমার প্রসঙ্গ, উত্থাপন করে নাই। কিন্তু প্রতিভা রাজকুমারের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

উমা আর ইহসংসারে বিদ্যমান নাই, ইহাই রাজকুমারের ধারণা হইয়াছিল। তাহার বিবাহের সময় রাজকুমার তাহাকে যে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, সেই এক লক্ষ টাকা উমার আত্মার কল্যাণ-কামনায় সাধারণের হিতকর কোনও কার্য্যে ব্যয় করিতে সে সঙ্কল্প করিল। এই উদ্দেশে সেই এক লক্ষ টাকা সে কলেক্টর সাহেবের হস্তে প্রদান করিল। জেলাতে অতিশয় জলকষ্ট ও তজ্জন্য নানাবিধ পীড়ার উৎপত্তি হওয়ায়, কলেক্টর সাহেব জেলার স্থানে স্থানে সরোবর কূপ প্রভৃতি খনন করাইলেন। লোকের জলকষ্ট বিদূরিত হওয়ায়, সকলে রাজকুমারকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত, রাজকুমার প্রতিভার সহিত পরামর্শ করিয়া একটী অনাথালয় স্থাপন করিল। সেই অনাথালয় অনাথ বালক ও বালিকা-গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইল—একটি বালকগণের, অপরটি বালিকাগণের। রাজকুমার বালক-বিভাগের অভিভাবক ও প্রতিভা বালিকা-বিভাগের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইল। এই দুই বিভাগের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মিত হইল। যে দিন অনাথা-লয়ের বাটী খোলা হয়, সেই দিন কমিশনার, কলেক্টর প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত

ছিলেন। রাজকুমার আলয়ের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া একটী বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি দুই বিভাগের ধনভাণ্ডারে চারি লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব জানাইলেন। আপাততঃ, এই মূলধনের স্থদেই আলয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইবে। যদি অধিক-সংখ্যক অনাথ বালক-বালিকা আলয়ে উপস্থিত হয়, এবং তজ্জন্য অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত আরও অর্থ প্রদত্ত হইবে। বালকদিগের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তানুসারে তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। বালিকাদিগকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ব্যতিরেকে সীবন-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, রন্ধন-প্রণালী, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য, সঙ্গীত এবং নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদত্ত হইবে। তাহাদের জন্য কতিপয় যোগ্যা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন, এবং তাঁহারা তাহাদের সহিত এক বাটীতেই বাস করিবেন। আপাততঃ হিন্দু বালক-বালিকাগণের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা সফল হইলে, মুসলমান খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাগণের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। রাজকুমারের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই দিনের সভার সভাপতি কমিশনর সাহেব রাজকুমার ভূপেন্দ্রনাথের সহৃদয়তা, বদান্যতা ও স্বদেশ-প্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সভা-ভঙ্গের পর সন্ধ্যার সময় রাজবাটীতে একটী উদ্যান-সম্মিলন হইল। তাহাতে কমিশনার প্রভৃতি রাজপুরুষগণ ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

দেওয়ান মহাশয় রাজকুমারের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। বৌ-রাণীই যে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের মূলীভূত

কারণ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি রাজকুমারকে তাঁহার ক্রীড়নক পুত্তলে পরিণত করিবার জন্য যে কৌশল ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমস্তই ব্যর্থ হইল। লাভের মধ্যে তিনি একটি বালিকা-হত্যার কারণ হইলেন মাত্র। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ-এষ্টেটের উন্নতি-সাধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, গভর্ণমেণ্ট ভূপেন্দ্রনাথকে "রাজা বাহাদুর" এই উপাধি ভূষণে বিভূষিত করিলেন। তদুপলক্ষে, রাজবাটীতে মহোৎসব এবং দরিদ্রগণের মধ্যে প্রভূত অর্থ-বিতরণ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশে অশান্তি।

রাজা ভূপেন্দ্রনাথ বাহাদুরের উপাধি-প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই রাণী প্রতিভা সন্তান-সম্ভবা হইলেন। রাজবাটীতে প্রথমে একটা আনন্দ-কোলাহল উঠিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, রাণীর দেহ অসুস্থ হওয়ায়, সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত হইল। চিকিৎসকগণের উপদেশক্রমে রাজা বাহাদুর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য রাণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অভিপ্রায় করিলেন। কুমারী পাহাড়ে যাইতে রাণীর অভিলাষ হওয়ায়, রাজা বাহাদুর তাঁহাকে সেইখানেই লইয়া গেলেন।

সুশীলকুমার এই সময়ে সপরিবারে কুমারী পাহাড়ে অবস্থান করিতে-ছিল। প্রতিভা ও ভূপেন্দ্রনাথের আগমনে সুশীল, নিরুপমা ও ধাত্রী

যেরূপ আহ্লাদিত হইল, সেইরূপ প্রতিভার অসুখ দেখিয়া প্রথমে অতিশয় চিন্তিত হইল ; কিন্তু ধাত্রী প্রতিভার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সুশীলকে বলিল "তোমাদের কোনও চিন্তা নাই ; ও রকম অসুখ হ'য়েই থাকে। আপনিই সেরে যাবে।" ধাত্রীর কথা মিথ্যা হইল না। সে স্বয়ং প্রতিভাকে যত্ন করিতে লাগিল। অল্প দিন পরেই প্রতিভা গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইল। পরিশেষে তাহার দেহে এরূপ বলাধান হইল যে, সে নিরুপমা ও ধাত্রীর সঙ্গে নির্ঝর পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইত। কোনও কোনও দিন সুশীলকুমার এবং ভূপেন্দ্রনাথও তাহাদের সঙ্গে যাইত।

এই সময়ে, জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ভারতের বড় লাট কর্জ্জন সাহেব বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করায়, বঙ্গদেশে একটী প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত সভা-সমিতির অধিবেশন হইতেছিল। কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল দেখিয়া রাজনৈতিক প্রচারকেরা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছিলেন যে, রাজপুরুষগণের নিকট আবেদন বা প্রার্থনা করিলে, আর কোনও ফলোদয় হইবে না। আবেদন করাকে তাঁহারা "ভিক্ষা-নীতি" এই নামে অভিহিত করিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট স্বাবলম্বনের উপকারিতা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "দেখ, আমরা সকল বিষয়েই পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। শত বর্ষ পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ হইতে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত। এখন বিদেশ হইতে বস্ত্র না আসিলে, আমাদের লজ্জা-নিবারণ হয় না। আর

আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই বিদেশ হইতে আসিতেছে। সূচী, সূত্র ও সামান্য দীপ-শলাকাও প্রস্তুত করিবার শক্তি আমাদের নাই। দেশীয় শিল্পাদির উন্নতিসাধন না করিলে, আমাদের দুর্গতি কখনও দূরীভূত হইবে না। কিন্তু দেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে, আমাদিগকে বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ইত্যাদি। সহস্র সহস্র বালক-বৃদ্ধ-যুবা রাজনৈতিক প্রচারকগণের মুখে এইরূপ বক্তৃতা শুনিবার জন্য নানাস্থানে প্রত্যহ সমবেত হইত, এবং দেশীয় বস্তুর ব্যবহার ও বিদেশীয় বস্তুর বর্জ্জনের জন্য শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিত। বঙ্গের অন্তঃপুর-সমূহেও মহিলাগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাদের কর হইতে বিদেশোৎপন্ন চুড়ি উন্মোচিত করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে শঙ্খাভরণ ধারণ করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক শিশুগণও বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি খড়্গহস্ত হইল, এবং গৃহে কোনও বিদেশজাত দ্রব্য আনিতে দিত না। বিদেশীয় চিনি এবং তদুৎপন্ন মিষ্টান্নও তাহারা স্পর্শ করিত না। শিশুগণের মধ্যে এরূপ আত্মত্যাগ বঙ্গদেশে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কিছু দিন পরেই কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইল। সেই অধিবেশনে মহামনা বৃদ্ধ পার্শী শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতি-রূপে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, "স্বরাজ" অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ করাই ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের চরম লক্ষ্য। তিনি "স্বরাজ"—অর্থে ঠিক্ স্বাধীনতা বলেন নাই; তাঁহার কথার ভাবার্থ এই ছিল যে, বিলাতের অধীন থাকিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা

প্রভৃতি দেশ সকল যেরূপ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে, সেইরূপ স্বাধীনতা-লাভ করাই ভারতবাসিগণের প্রধান লক্ষ্য। এইরূপ মতের প্রচারে বিশেষ কোনও দোষ ছিল না। কিন্তু কতিপয় অত্যুৎসাহী ব্যক্তি "স্ব-রাজ" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া "স্ব-রাজ" অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিয়া সেই মতেরই প্রচার করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক প্রচারকগণের মধ্যে স্বভাবতঃই দুইটী দল সংগঠিত হইল। একটি দল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া তদধীন স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষপাতী হইলেন; অপর দল ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন দেশে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

স্বাধীনতার নাম শুনিলে, সকলেরই হৃদয় উল্লসিত হয়। বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী যুবকেরা স্বাধীনতার নামে সহজেই উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহারা মনে করে যে, স্বাধীনতা সহজ-লভ্য! কিন্তু স্বাধীনতা সহজ-লভ্য হইলেও, তাহা রক্ষা করা যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা তাহাদের হৃদ্বোধ হয় না। এই কারণে, কতকগুলি যুবক স্বাধীনতা-লাভের প্রত্যাশায় দ্বিতীয় দলের মতানুবর্ত্তী হইল।

সুশীলকুমার এই আন্দোলনের সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিল। সুশীল সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ ও বিনয়ী। কিন্তু বয়সের দোষে, তাহার চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতা সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই। সে দ্বিতীয় দলভুক্ত রাজনৈতিক প্রচারকগণের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সুশীলের স্বাভাবিক বাগ্মিতা-শক্তি থাকায় সে অল্পদিনের মধ্যেই এই দলে বিশেষ প্রতিপত্তি-লাভ করিল।

সুশীলকুমার কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের অনেক গ্রামে ও নগরে

ভ্রমণ করিয়া ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের দোষাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইংরাজ-শাসনাধীনে ভারতের যে কোনও প্রকার সুমঙ্গল হইয়াছে, উত্তেজনার বশে একদেশদর্শী হইয়া, তাহা সে দেখিতে পাইল না। সে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল "ভারতে ইংরাজ-শাসন বিধাতার বিধান নহে।" ইত্যাদি।

নিরুপমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়া, সুশীলকুমার কিছু দিনের জন্য কুমারী পাহাড়ে আসিয়াছিল। সেই সময়েই ভূপেন্দ্রনাথ এবং প্রতিভাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীল ভূপেন্দ্রনাথের সহিত ভারতের দুরবস্থা-সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিত এবং তাহাকে তর্কদ্বারা পরাভূত করিয়া আপনার মতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ ইংরাজ-শাসনের পক্ষপাতী হইয়া সুশীলকুমারকে আপনার মতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিত। এই-রূপে উভয়ের মধ্যে প্রায়ই বাক্-বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, কিন্তু কেহই কাহাকেও আপনার মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধাতার বিধান।

একদিন সুশীল ও ভূপেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যাপৃত আছে, এমন সময়ে প্রতিভা তাহাদের কক্ষে ব্যগ্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া সুশীলকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রফুল্ল মুখে বলিল "দাদা, গুরুদেব, এসেছেন! গুরুদেব এসেছেন! আপনি আসুন।"

সুশীল গুরুদেবের শুভাগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া বিতণ্ডা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরুদেবের অভ্যর্থনা ও যথোচিত সৎকার করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভূপেন্দ্রনাথ এই মহাত্মাকে কখনও দেখে নাই। প্রতিভার কথা শুনিয়া প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, গুরুদেব হয়ত কোনও গোস্বামী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইবেন, এবং তিনি হয়ত সুশীলদের কুলগুরু। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলকুমার তাঁহাকে লইয়া যখন সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাঁহাকে দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ প্রথমে বিস্মিত ও পরে ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। গুরুদেব আসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র ভূপেন্দ্রনাথ স্বতঃই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহার দিব্য সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটী দিব্য তেজ বিনিঃসৃত হইতেছিল। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার সন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক আপনাকে অতীব হীন, কুৎসিত ও তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্রনাথ ইতঃপূর্ব্বে জীবনের মধ্যে আর কখনও আপনাকে এরূপ হীন মনে করে নাই।

গুরুদেব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ভূপেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমারই নাম ভূপেন্দ্রনাথ? তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। প্রতিভা তোমার সহধর্ম্মিণী; তুমি প্রতিভার যোগ্য হও, এবং প্রতিভাও তোমার যোগ্যা হউক। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরদিন ধর্ম্মমার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই পথে অগ্রসর হও। তোমরা উভয়ে নিজ নিজ আত্মার কল্যাণসাধন করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে সচেষ্ট হও।"

সুশীল ও ভূপেন্দ্রনাথের পশ্চাতে, প্রতিভা নিরুপমার সহিত উপবিষ্টা ছিল। গুরুদেবের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত ও মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া করজোড়ে উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিল।

সুশীলকুমার বলিল "গুরুদেব, আপনি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই, ভূপেন্দ্র ও আমি স্বদেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিতেছিলাম। ভূপেন্দ্র ভারতে ইংরাজ-আধিপত্যের একান্ত পক্ষপাতী। আমি তাহাকে বলিতেছিলাম, ইংরাজশাসনের সময়ে, আমাদের অতিশয় অধঃপতন হইয়াছে, জনসাধারণের দারিদ্র্যকষ্ট বাড়িতেছে, স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের লোপ হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে লোকে আর্য্যসভ্যতা বিস্মৃত হইতেছে। এই কারণে, ইংরাজশাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এই শাসনের বিলোপ, অথবা বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে, এদেশের কখনও কল্যাণ সাধিত হইবে না। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের মত এই যে, ভারতে ইংরাজশাসন বিধাতার বিধান, এবং ইংরাজ-রাজ্য এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের বহু অকল্যাণ হইবে।"

সুশীলকুমারের বাক্য শুনিয়া গুরুদেব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন, পরে বলিলেন "সুশীল, আমার মনে হয়, ভূপেন্দ্রনাথ যাহা বলিতেছে, তাহাই অনেকটা ঠিক্।"

সুশীলকুমার আকাশ হইতে যেন সহসা পাতালে নিপতিত হইল! গুরুদেবের মতে, ভূপেন্দ্রনাথের কথাই অনেকটা ঠিক্, আর তাহার কথা ঠিক্ নহে! তাহা কিরূপে হইবে? গুরুদেব কেন এরূপ কথা বলিলেন? তবে কি সুশীলকুমার সত্য সত্যই ভ্রান্ত পথে যাইতেছে? না, সুশীলকুমার

যতক্ষণ বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহার কে সে ভ্রান্ত বলিতে পারিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে গুরুদেবকে বলিল:—

"গুরুদেব, ইংরাজশাসন যদি বিধাতার বিধান হয়, তাহা হইলে, বিধাতা কি একটী জাতিকে অতিশয় কষ্টে ফেলিয়া ও তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া, অপর জাতিকে বড় করেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, বিধাতা কিরূপে ন্যায়বান্ হইতে পারেন? যদি কোনও কারণে একটী জাতির দুর্গতি হইয়া থাকে, করুণাময় বিধাতা সেই জাতিকে কষ্টে না ফেলিয়া তো অনায়াসেই তাহাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে করুণাময় কিরূপে বলিব?"

সুশীলের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি বলিলেন "সুশীল, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে। তথাপি আমি তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তোমাকে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, স্বয়ং বিধাতা না হইলে, বিধাতার বিধান যে কি, তাহা কখনও সম্যক্ অবগত হইতে পারা যায় না। বিধাতার প্রকৃত বিধান কি, তাহা আমরা কেহই সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। আমরা সকল দিক্ দেখিয়া তাহা কেবল অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করি মাত্র। দেখ, সমস্তই যখন ব্রহ্মময়, তখন জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা হইতে ব্রহ্মশক্তিকে কিরূপে পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করিবে? এই কারণে, সংসারের সমস্ত ব্যাপারকেই বিধাতার বিধান বলা যাইতে পারে। তুমি যাঁহাকে ভাল মনে কর, তাহাও বিধাতার বিধান; আর যাহাকে মন্দ মনে কর, তাহাও তাঁহার বিধান। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, জগতে ভাল ও মন্দ বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জগতে আছে কেবল একটী

বস্তু, তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভালও নহেন, মন্দও নহেন। তিনি দুইয়েরই অতীত। ব্রহ্মের স্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁহাকে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, পুণ্য পাপ, এইরূপ কোনও শব্দদ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সূর্য্য-জ্যোতির তুলনা কেবল সূর্য্য-জ্যোতি। সেই জ্যোতি আবৃত হইলে, ছায়া হয়, এবং সেই জ্যোতি তিরোহিত হইলে, অন্ধকার হয়। সুতরাং সূর্য্য-জ্যোতির আবরণ ও অভাবই যথাক্রমে ছায়া ও অন্ধকার মাত্র। অবস্থা-বিশেষে ছায়া ও অন্ধকারের উৎপত্তি হয় বলিয়া সূর্য্য-জ্যোতি কখনও তাহাদের কারণ নহে। সূর্য্য-জ্যোতি হইতে যে ছায়া ও অন্ধকার প্রসূত হওয়া অসম্ভব, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। সুতরাং ছায়া ও অন্ধকারের জন্য সূর্য্য-জ্যোতি দায়ী নহে। দায়ী সেই অবস্থা, যাদ্দারা সেই জ্যোতি আবৃত ও তিরোহিত হয়। যেখানে সেইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নাই, সেখানে সূর্য্য-জ্যোতি চিরকাল দেদীপ্যমান।"

সুশীলকুমার প্রশ্ন করিল "গুরুদেব, এই অবস্থা কাহার বিধান?"

গুরুদেব বলিলেন "ইহাও বিধাতার বিধান। আমরা পর্য্যায়-ক্রমে আলোক, ছায়া ও অন্ধকারে থাকিবার যোগ্য বলিয়াই, আমাদের জন্য এই অবস্থার বিধান। আমরা যদি কেবল আলোকেই বাস করিবার যোগ্য হইতাম, তাহা হইলে, হয়ত, আমবা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিয়া চিরজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যালোকেই জন্মগ্রহণ করিতাম। আমরা যেরূপ, আমাদের জন্য বিধানও তদ্রূপ। পর্য্যায়ক্রমে আমরা সুখদুঃখ ভোগ করিবার যোগ্য বলিয়াই, আমরা কখনও সুখভোগ এবং কখনও দুঃখভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু সুখদুঃখেরও একটী অতীত অবস্থা

আছে। আমরা যদি সেই অবস্থায় উপনীত হই, তাহা হইলে, আমরা সুখও ভোগ করিব না, দুঃখও ভোগ করিব না। সেখানে আমাদের যাহা ভোগ হইবে, তাহা 'সুখ' ও 'দুঃখ' এই দুই শব্দদ্বারা কদাচ প্রকাশ করা যাইতে পারে না।"

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিরূপে? সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন আমরা করি, না বিধাতা করেন?"

গুরুদেব বলিলেনঃ—"জগতের সমস্ত ব্যাপারই যখন বিধাতার বিধান, তখন আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনও তাঁহারই বিধান। আমরা মনে করিয়া থাকি, আমরাই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধন করিতেছি। কিন্তু আমরা অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিবার যোগ্য না হইলে, কদাচ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।"

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব, আমাদের যোগ্যতা কিরূপে হয়?"

গুরুদেব বলিলেন, "আমাদের যোগ্যতা হয় জ্ঞান হইতে। জ্ঞান সংস্কার হইতে জন্মে। সংস্কার জন্মে কর্ম্ম হইতে। সুতরাং কর্ম্মই আমাদের যোগ্যতার মূল্ল কারণ।"

সুশীল বলিল "গুরুদেব, আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না।"

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "ইহা আমি তোমাকে সম্যক্-রূপে বুঝাইতে পারিব না। তবে ইহার যৎসামান্য আভাস প্রদান করিব মাত্র। প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া সংস্কারহীন শিশু তাহাতে অঙ্গুলি প্রদান

করিল। ইহা হইল, তাহার কর্ম্ম। অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রদান করিবা-মাত্র, তাহা দগ্ধ হইল, এবং শিশু ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রদান করিলে যে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, ইহাই শিশুর মনে সংস্কার হইল। এই সংস্কার হইতে শিশুর জ্ঞান উৎপন্ন হইল। এই জ্ঞান হইতেই শিশুর যোগ্যতাও আসিল। যে শিশুর মনে একবার অগ্নিদাহের জ্ঞান দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, নিশ্চিন্তমনে তাহাকে অগ্নির নিকটে বসাইয়া রাখিতে পার। সে কদাচ অগ্নিতে হস্তপদ নিক্ষেপ করিয়া পুড়িয়া মরিবে না। অগ্নির নিকটে উপবেশন-সম্বন্ধে ইহাই শিশুর যোগ্যতা হইল। কিন্তু অগ্নির দাহিকাশক্তি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব হইলে, শিশুর যোগ্যতারও অভাব হইয়া যাইবে।"

সুশীলকুমার বলিল, "গুরুদেব, আপনার অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না হউক, অনেকটা হইল। আপনি বলিতে চান, আমাদের যেরূপ জ্ঞান, তদনুরূপ আমাদের যোগ্যতাও হইয়াছে। আর আমাদের জ্ঞান, আমাদের কর্ম্মেরই ফল। অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহা আমাদেরই কর্ম্মদোষে। ইহাকে আপনি বিধাতার বিধান বলিতে চান। আর ইংরাজেরাও যে এদেশে আসিয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন; তাহাকেও বিধাতার বিধান বলিতে চান। যেহেতু, তাঁহাদের কর্ম্মফলে তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের উপর আধিপত্য করিবারই যোগ্য।"

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার অভিপ্রায় অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ।"

সুশীল বলিল "গুরুদেব, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন কিরূপ কর্ম্মদ্বারা সাধিত হইতে পারে ?"

গুরুদেব বলিলেন "তাহা সময়ান্তরে বলিব। এখন স্নানাহ্নিকের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্তি-নিরাস।

সুশীলের মনে প্রলয়ের ঝড় উঠিল। সে নির্ঝরে স্নান করিতে গিয়া, অনেক ক্ষণ সেখানে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আমাদের কর্ম্মদোষেই আমাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে! কথাটি তো সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে! আমাদের জাতীয় কর্ম্ম যে ভাল নহে, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের পরাধীনতা। ইংরাজ-জাতি যে কর্ম্মে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, তাঁহারা সংখ্যায় সামান্য হইয়াও, এই তেত্রীশ কোটি ভারতবাসীর উপর অনায়াসে আধিপত্য করিতেছেন। ইহা বিধাতারই বিধান বটে। বিধাতা সকল জাতিরই বিধাতা। তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, ফরাসীর বিচার নাই। সকলেই তাঁহার সন্তান। যে সন্তান নিজ কর্ম্মগুণে যোগ্য, সেই শ্রেষ্ঠ। এই বিধান যে ন্যায়পর, এবং বিধাতাও যে ন্যায়বান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এই বিধানানুসারেই, প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি, রোমকজাতি, গ্রীকজাতি, মিসরজাতি জগতে সমুন্নতিলাভ করিয়াছিল

এবং কালক্রমে অধঃপতিতও হইয়াছে। জ্ঞান হইতে যোগ্যতা আইসে। ইংরাজেরা বর্ত্তমান ভারতবাসীদের অপেক্ষা জ্ঞানে কত শ্রেষ্ঠ! জ্ঞানবলে তাঁহারা জগতের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই সাধিত করিতেছেন! রেল্, ষ্টীমার, তাড়িতালোক, তাড়িতবার্ত্তাবহ, বিমান, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কল, কারখানা ও যন্ত্রাদি—এই সমস্ত কি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পরিচয় নহে? তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহাও কত বলবতী! নূতন জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা অতলস্পর্শ বারিধের তলদেশে উপস্থিত হইতেছেন, দুরতিক্রমণীয় মরুভূমি অতিক্রম করিতেছেন, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-শিখর লঙ্ঘন করিতেছেন, অজ্ঞাত, অপরিচিত ও বিপজ্জনক দেশসমূহে উপস্থিত হইতেছেন, তুষারাচ্ছন্ন দুস্তর প্রদেশসমূহ উত্তীর্ণ হইতেছেন, এবং স্বপ্নাতীত কার্য্যসকলেরও অনুষ্ঠান করিতেছেন! ইংরাজগণের জ্ঞানের তুলনায় আমাদের কি জ্ঞান আছে? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, জগতের অধিকাংশ ভাগ যখন অজ্ঞানান্ধতমাসাবৃত ছিল, সেই সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জ্ঞানবলে যন্ত্র ও শিল্পাদির সৃষ্টি করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যসকল পৃথিবীর নানাদেশে প্রেরিত হইত এবং তাহাদের বিনিময়ে ভারতে প্রভূত ধনাগমও হইত। এতদ্ব্যতীত, আর্য্য মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মানবজীবন, আত্মা, পরমাত্মা সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও মানবজাতির কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা পুরাকালে প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। সেই কারণে, তাঁহারা অদ্ভুত জ্ঞানেরও সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, এবং জগতে তাঁহাদের যোগ্যতাও অদ্ভুত

হইয়াছিল। সেই যোগ্যতাবলেই তাঁহারা তৎকালে শ্রেষ্ঠ-পদ-লাভ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের বংশধরগণের সে কর্ম্ম নাই, সে তপস্যা নাই, সে জ্ঞান নাই এবং যোগ্যতাও নাই। বৈদিক যুগে বা তৎপূর্ব্বে ঋষিগণ যে হলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হল এখনও তদবস্থায় বিদ্যমান; যে নৌকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই নৌকা এখনও তদবস্থায় বিদ্যমান; যে বস্ত্রবয়ন-যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রবয়নযন্ত্র এখনও তদবস্থায় বিদ্যমান; যে ঘটিচক্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই ঘটিচক্র এখনও তদবস্থায় বিদ্যমান! এই সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে, আমরা—তাঁহাদের বংশধরগণ —কি করিয়াছি? আমরা তো নূতন কিছুরই উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। অধিকন্তু যাহা যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহারও অধিকাংশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি! আর্য্যগণের উদ্ভাবিত শতঘ্নী যন্ত্র কোথায় গেল? পুষ্পক-রথ কোথায় গেল? সমন্ত্রক বাণসমূহ কোথায় গেল? অস্ত্রচিকিৎসার অস্ত্রসমূহ কোথায় গেল? রাসায়নিক পরীক্ষার যন্ত্রসমূহ কোথায় গেল? জ্যোতির্ব্বিদ্গণের যন্ত্রসমূহ কোথায় গেল? এই সমুদায় কোথায় গেল? আমাদের অযোগ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে এই সমুদায়ও তিরোহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানাভাবে আমাদের অযোগ্যতা হইয়াছে, এবং কর্ম্মাভাবে আমাদের জ্ঞানাভাব হইয়াছে। কেবল কি কর্ম্মাভাবই হইয়াছে? শুধু কর্ম্মাভাব হইলে, এরূপ অধঃপতন হইত না। কর্ম্মাভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কর্ম্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে, এবং সেই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া আমরা নিদ্রিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হইলে, যেরূপ নিমেষমধ্যে অন্ধকার-নিমগ্ন প্রত্যেক বস্তু সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, সুশীলকুমারের মনোমধ্যেও সহসা জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইবা মাত্র, সে ভারতবাসি-গণের অধঃপতনের সমস্ত কারণ মানসচক্ষুতে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল! সুশীলের যেন চৈতন্য হইল; সে যেন বিকট স্বপ্নের জাল হইতে মুক্ত হইয়া জাগরিত হইয়া উঠিল! তাহার হৃদয় উল্লাসে, উৎসাহে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং সে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিয়া উঠিল "গুরুদেব, গুরুদেব, আপনি আমার মোহ-জাল ছিন্ন করিয়াছেন; অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাতীয়-কর্ত্তব্য।

সেই দিন বৈকালে, উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ চত্বরের উপর ভূপেন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার, প্রতিভা ও নিরুপমা গুরুদেবকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট ছিল। উদ্যানের শান্ত, স্নিগ্ধ শোভা সকলের হৃদয়ে একটী অপূর্ব্ব শান্তি-রসের সঞ্চার করিতেছিল। সহসা সুশীলকুমার গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—

"গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ভারতে ইংরাজ-আধিপত্য বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান। যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বলে প্রাচীন আর্য্যগণ

জগতে একদিন শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের অভাবে ও নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের অধোগতি হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, করুণাময় বিধাতা আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্যই ইংরাজদিগকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যই মনে করিয়া এই দেশে আসুন না কেন, তাহা তাঁহাদের নিকট মুখ্য হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। সকলেই বিধাতার হস্তে ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি বুঝিয়াছি, ইংরাজেরা এদেশে না আসিলে, আজ যে আমাদের সামান্য মাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহাও হইত না। আজ ইংরাজ-রাজপুরুষগণের কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত; আজ ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত; আজ বাঙ্গালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, পার্শী, শিখ, মহারাষ্ট্রী সকলেই এক ভাবে প্রণোদিত হইয়া এক মহাসভায় মিলিত হইতে সমর্থ হইতেছে; আজ ভারতের দূর প্রদেশসমূহ ইংরাজের কৃপায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; আজ একটী অসহায় বালক, অথবা অসহায়া রমণী নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে; আজ একটী মাত্র পয়সা খরচ করিয়া আমরা সপ্তাহ মধ্যে সহস্র-ক্রোশ-দূরবর্ত্তী আত্মীয়স্বজনের কুশল সংবাদ পাইতে সমর্থ হইতেছি, এবং সামান্য মাত্র অর্থব্যয় করিয়া একদিনের মধ্যেই আমরা সহস্র-সহস্র-ক্রোশদূরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনের সমাচার প্রাপ্ত হইতেছি! এই সমস্তই অদ্ভুত, অত্যন্ত অদ্ভুত! প্রাচীন ভারতেও, বোধ করি, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কখনও সংঘটিত হয় নাই। আমরা এই সমস্তের জন্য ইংরাজগণের নিকট, এবং সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। ইংরাজ এখন আমাদের

রাজা। রাজা যে মহতী দেবতা—নর-রূপে এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন—তাহা আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করি। এই বাক্য কবিকল্পনাপ্রসূত নহে। যোগ্যতম ব্যক্তিরাই রাজা হইয়া থাকেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের যোগ্যতা-গুণেই এদেশের অধিপতি হইয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ-রাজ নর-রূপী দেবতা। এই দেবতাকে ভক্তি করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাঁকে অভক্তি করিলে, কিম্বা রাজদ্রোহী হইলে, আমরা দুষ্কর্ম্মের সঞ্চয় করিয়া আরও পাপগ্রস্ত হইব। সত্য বটে, ইহাঁদের আগমনে আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের বিলোপ ঘটিয়াছে, আমাদের মধ্যে প্রভূত দারিদ্র্য-কষ্ট বাড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রপীড়নে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কিন্তু এই সমস্তের জন্য আমরা—অর্থাৎ আমাদের অযোগ্যতাই দায়ী। আমরা যোগ্য হইলে, আমাদের এই সমস্ত কষ্ট আর থাকিবে না। ইহা আমার বিশ্বাস হইয়াছে। যোগ্য হইতে হইলে, আমাদিগকে কঠোর কষ্ট, পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে হইবে। আমরা ইংরাজের সমান জ্ঞানী হইতে পারিলে, আমাদের সুখের দিন আসিবে। অতএব, এক্ষণে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্যই আমাদের ব্যাপৃত হওয়া উচিত।"

সুশীলকুমারের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গুরুদেবের প্রশান্ত মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক দিব্য দীপ্তি স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি সুশীলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, তুমি যে প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তুমি যথার্থই বলিয়াছ, জ্ঞানে ইংরাজগণের সমান হইতে না পারিলে, ভারতবাসী কখনও তাঁহাদের তুল্য যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ

হইবে না। ভারতের যুবক-বৃন্দ দেশ-বিদেশে গমন করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হউক। দেশের ধনবান্ ব্যক্তিগণ শিল্পোন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করুন। স্থানে স্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হউক। যুবক-বৃন্দ উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা ও সেই প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করুক। এইরূপ করিলে, এদেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণের কষ্ট যে অনেক পরিমাণে মোচিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"কিন্তু, এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত, তোমাদিগকে আরও অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন না হইলে, তোমরা কখনও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না। এই তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা কত? অতি সামান্য মাত্র। প্রায় পনর আনা লোক অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও বর্ব্বর। আমি বলিয়াছি, অজ্ঞানতাই অযোগ্যতার প্রধান কারণ। এই কারণে, ভারতবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অযোগ্যতা লইয়া তোমরা যে 'স্বরাজ' বা স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, ইহাতে আমি একান্ত বিস্মিত হইতেছি। আমার মনে হয়, তোমরা বাতুল হইয়াছ। স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে যে বালক পাঠ করিতেছে, সে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যদি পরীক্ষা-কেন্দ্রে উপনীত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? এম-এ হইবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করা বালকের পক্ষে দোষাবহ নহে; কিন্তু তাহার মনে যেমন অভিলাষ হইল, অমনই সে এম্-এ হইবার জন্য যদি ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে

তাহাকে আর কি বলিব ? বালক যদি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ধীরে ধীরে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, সে কালক্রমে এম্-এ হইবার যোগ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই যোগ্যতা-লাভ করা যে কি পরিশ্রম, কষ্ট, আয়াস ও অধ্যবসায়-সাধ্য ও কত সময়সাপেক্ষ, তাহা তুমি স্বয়ং বিশেষরূপে অবগত আছ। তোমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে যোগ্য কর। তোমরা চারিত্র্য, নীতি ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে সর্ব্বাগ্রে বলবান্ হও। তোমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে জানিতে সচেষ্ট হও ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হও। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ না করিতে পারিলে, তোমরা কদাপি এই দেশের সম্যক্ উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইবে না।” ✓

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, “গুরুদেব, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহিত দেশের উন্নতিসাধনের সম্পর্ক কি আছে ?”

গুরুদেব হাস্য করিয়া বলিলেন “বিলক্ষণ সম্পর্ক আছে, তাহা তোমাকে আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই বিদ্যমান নাই। এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে প্রসূত হইয়া তাঁহাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সূর্য্যও নহেন, চন্দ্রও নহেন, গ্রহ-নক্ষত্রও নহেন। অথচ, তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে, তাঁহারই শক্তিতে গ্রহ-নক্ষত্র-সকল আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে, এবং তাঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। এই যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহারও সীমা আছে, কিন্তু তাঁহার সীমা নাই। কালেরও

আদি ও অন্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার আদি নাই ও অন্ত নাই। তিনি অনাদি, অনন্ত ও ভূমান্। এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তিনি সকলেরই মূলাধার। উদ্ভিজ্জ, খনিজ, স্থাবর, জঙ্গম, স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রাণী প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু আছে, সকলেরই মধ্যে তাঁহার শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে, জগতে কিছুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সৃষ্ট সকল বস্তুরই মধ্যে তাঁহার একটী অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা আছে। এই শৃঙ্খলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, আমরা কদাচ তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারিব না। মানবাত্মার মধ্যে ব্রহ্মাংশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইয়াছে। এইজন্য আত্মদর্শনই ব্রহ্মদর্শন, এবং আত্মাই ব্রহ্ম। গীতা বলিতেছেন:—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ২৯-৩২)

এই যে সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করা এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করা, ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। এই দর্শন দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের

শৃঙ্খলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। এতদ্দ্বারাই আমরা সাম্য ও মৈত্রী লাভ করিতে সমর্থ হই। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা সকল পদার্থ ও জীবকেই বিভিন্ন দেখিতেছি, এবং আপনাদিগকেও তৎসমুদায় হইতে বিভিন্ন মনে করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, আমরা সকলেই অভিন্ন এবং একই শৃঙ্খলা দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত। এই শৃঙ্খলা ভগ্ন করিলেই, আমরা ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, এবং সংসারে অনর্থেরও সৃষ্টি হয়। যদি এই শৃঙ্খলাতত্ত্ব ও অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, আর্য্য অনার্য্য,—সকলে বিভিন্ন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক, এবং মণিগণের ন্যায় একই সূত্রে গ্রথিত। শুধু কি মানুষই মানুষের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত? মানুষের সহিত উদ্ভিজ, খনিজ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই একই সূত্রে গ্রথিত। শুধু তাহাই নহে। অসভ্য মানুষের সহিত সভ্য মানুষ, অপূর্ণ মানুষের সহিত পূর্ণ মানুষ, পূর্ণ মানুষের সহিত ঋষি, গন্ধর্ব্ব, দেবতা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইতে মহান্, মহান্ হইতে মহত্তর, এবং মহত্তর হইতে মহত্তম—সকলেই ব্রহ্মের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত। এই যে মহান্ ভাব, ইহার সাধনই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান, এবং এতদ্দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এখন, বোধ হয়, তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, এই অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে সমুন্নত করিতে হইলে, প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনের আবশ্যকতা আছে। আজ ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, পারসীক, আর্য্য অনার্য্য নানাজাতির সমাবেশ। এই সকলের মধ্যে কি যথার্থ মৈত্রী আছে? মুখে তোমরা সকলকে ভাই ভাই বল; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

কি তোমরা তাহাদিগকে আপনাদের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া থাক? যতদিন তোমাদের এই ভেদজ্ঞান থাকিবে, ততদিন, শুধু এই ভারতবর্ষের কেন, জগতেরও কল্যাণ হইবে না। ভারতবর্ষে যেরূপ তদধিবাসী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষ ও ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে, জগতেরও বিভিন্ন দেশীয় জাতিগণের মধ্যে পরস্পরের সেইরূপ দ্বেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি-বশতঃই সংসারে প্রচুর অকল্যাণ সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু এই দ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি সংসারে চিরদিন থাকিবে না। জগতে এমন দিন আসিবে, যখন সমস্ত দেশ ও জাতি 'মণিগণা ইব' একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া জগতের কল্যাণ-সাধন করিবে। বৎস, তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, কিন্তু আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, জগতের সেই মহাকল্যাণ-সাধনের সূত্রপাত এই ভারতবর্ষেই হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পারসীক, আর্য্য, অনার্য্য—এই ভারতবর্ষে একই মৈত্রী-সূত্রে গ্রথিত হইয়া জাগতিক মহামিলনের আদর্শ স্থাপন করিবে। সে দিন বহু-দূরবর্ত্তী নহে।"

সূর্য্যকে অস্তোন্মুখ দেখিয়া, গুরুদেব সন্ধ্যোপাসনার জন্য সহসা গাত্রোত্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

পরদিন প্রাতঃকালে, গুরুদেব আসনে সুখোপবিষ্ট হইলে, সুশীলকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ—

"ভগবন্, গতকল্য আপনি বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার এবং স্বদেশের স্বজাতির ও জগতের কল্যাণের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক। আমি তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমার, মনে একটী সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যখন একমাত্র সত্য ও নিত্য বস্তু, তখন আমরা অনর্থক অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া কালহরণ করি কেন? এই সকল দেবতা হয়ত মিথ্যা ও কাল্পনিক। মিথ্যার পূজা করা অপেক্ষা সত্যেরই পূজা করা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে?"

সুশীলের প্রশ্ন শুনিয়া গুরুদেব প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন ; পরে হাস্য করিতে করিতে তাহাকে বলিলেন,—"বৎস, আমার বাক্য শুনিয়া তোমাদের মনে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। যত চিন্তা ও শাস্ত্রার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে, ততই তোমাদের সংশয়জাল ছিন্ন হইতে থাকিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তথাপি যতদূর সম্ভব হয়, আমি তোমাদের সংশয় দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিব।

"এই বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য অতীব জটিল। আমি তৎসম্বন্ধে অন্য কিছু বলিব না। তবে স্থূলতঃ এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, ব্রহ্ম হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারই শক্তি সর্ব্বত্র ওতঃ-প্রোতোভাবে বিদ্যমান। তাঁহারই শক্তি এক আকারে সৃষ্টি করিতেছে, এক আকারে পালন করিতেছে এবং অন্য আকারে ধ্বংসও করিতেছে।* আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চতত্ত্ব একই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহাদের কার্য্য ও গুণ বিভিন্ন প্রকার। ব্রহ্মের এই বিভিন্ন শক্তির

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪ হইতে ১৪ শ্লোক পাঠ কর।

বিদ্যমানতা দেখিয়া মহর্ষিগণ এক একটী বিভাগের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেবতারা ব্রহ্মেরই অংশ, কিন্তু ইহাঁরা ব্রহ্ম নহেন। দেবতাদের আরাধনা করিলে, আংশিক ভাবে ব্রহ্মেরও আরাধনা করা হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে। দেবতাদিগকে পূজা কর, এবং তাঁহাদিগকে একই ব্রহ্মশক্তির অন্তর্গত জানিয়া ব্রহ্মকেও উপাসনা কর। তাহা হইলেই, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইবে। সম্রাট্ এডোয়ার্ড বিলাতে রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ বড়লাটকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। বড়লাটের অধীনে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের লাট এবং বঙ্গ, পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের ছোটলাটগণ রহিয়াছেন। এই এক এক জন লাটের অধীনে কমিশনারগণ, কমিশনারগণের অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ রহিয়াছেন। আমাদিগকে যদি রাজভক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে, সম্রাটের নিযুক্ত সামান্য কর্ম্মচারী হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত সকলেরই আদেশ মানিয়া চলা উচিত। কলেক্টর, কমিশনার, ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতিকে সম্মান করিয়া চলিলে, সম্রাট্কেই সম্মান করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাঁরা কেহই সম্রাট্ নহেন। সেইরূপ দেবোপাসনা করিলে, ব্রহ্মোপাসনা করা হয় বটে; কিন্তু কেবলমাত্র দেবোপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা নহে। এই কারণে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

> যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
> যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
> ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

পত্রপুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬
যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

(গীতা ৯ম অধ্যায়)

"ব্রহ্মকেই উপাসনা করিতে হইবে; কিন্তু দেবতাদিগকেও অমান্য করা উচিত নহে। সেই দেবতারা তাঁহার শক্তির অংশ বিশেষ। সকল দেবতার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্যও আছে। আমার চতুর্দ্দিকে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমি ব্রহ্মোপাসনা করি বলিয়া কদাপি তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহি।' যিনি উদ্ভিজ্জ-দেবতা, অকারণ উদ্ভিদ্ নাশ করিলে, আমি কদাপি তাঁহার সহিত আমার সংযোগ রক্ষা করিতে পারিব না। যিনি পশুদেবতা, অকারণ প্রাণি-হিংসা করিলে, আমি কদাপি তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারিব না। যিনি বায়ু-দেবতা, যিনি আকাশ-দেবতা, যিনি জলদেবতা ও যিনি অগ্নিদেবতা, পূজাদি দ্বারা সকলের সহিত আমাকে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সূর্য্য হইতে এই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার কিরণমালায় আমাদের এই জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার তেজঃ সংস্পর্শে বৃক্ষ-লতা উদ্ভিন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহার প্রখর রশ্মিনিচয় সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া মেঘের সঞ্চয়

করিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা বায়ু বহমান হইয়া সেই জলীয় বাস্প-সকল সর্ব্বত্র চালিত করিতেছে। সেই বাস্পরাশি ঘনীভূত হইয়া মেঘ হইতেছে ও মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইতেছে। ধরা বারিসিক্ত হইলে, তাহা হইতে উদ্ভিদের জন্ম হইতেছে এবং প্রাণিগণ সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ-সম্পর্কে সেই উদ্ভিদ্ দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে। সুতরাং সূর্য্যেরই তেজে যে এই পৃথিবী শস্যশালিনী ও জীবের জন্মভূমি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সূর্য্যের সহিত মানবের অতি নিকট ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সূর্য্যের অপর নাম সবিতা, যেহেতু ইহা হইতেই পার্থিব সকল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। এই সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী শক্তিই সূর্য্য-দেবতা। প্রভাতে ইনি রজোরূপী অর্থাৎ ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে ইনি সত্বরূপী অর্থাৎ বিষ্ণু এবং সায়াহ্নে ইনি তমোরূপী অর্থাৎ শিব। ইহাঁরই ধ্যানের জন্য সাবিত্রী বা গায়ত্রী মন্ত্র এবং ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা। বৎস, যাঁহার কৃপায় আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি, সেই ত্রিগুণাত্মক সবিতৃদেবতার প্রতি অহরহঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আমাদের সংযুক্ত থাকা কি কর্ত্তব্য নহে? ইহাঁর ধ্যান-ধারণায় আমরা সেই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মেরই সন্নিহিত হইয়া থাকি। বৎস, এখন বোধ করি, বুঝিতে পারিতেছ যে, আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ দেবগণের সহিত সংযোগ রক্ষা না করিলে, আমরা পরাৎপর পরব্রহ্মের সহিত কখনও সংযুক্ত হইতে পারিব না, এবং এমন কি, আমাদের পার্থিব কল্যাণও সাধিত হইবে না। গীতায় ভগবান্ যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবতি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন-সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

(গীতা ৩য় অধ্যায়, ১১-১৫)

"এখন বোধ করি, শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ। দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনার বিরোধী নহে; বরং যথেষ্ট অনুকূল। কিন্তু কালক্রমে দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হইতে পৃথক্ হইয়া এবং দেবো-পাসনার মধ্যে ভয়ানক তামসিক ভাব উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রচুর অকল্যাণ সাধন করিতেছে। এখন যে ভাবে এই সমস্ত পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে সাত্ত্বিকতা অল্প। পূজার সময় অকারণ সহস্র সহস্র ছাগমহিষাদির প্রাণনাশ করা হয়। এই অকারণ প্রাণনাশের জন্য পশুদেবতার সহিত আমাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না এবং যে মৈত্রীসাধন দ্বারা ব্রহ্মসাধন হইতে পারে, সেই মৈত্রীসাধনেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে।

"বৎস, ঋষিগণ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'একং সৎ, বিপ্রা বহুধা

বদন্তি।' অর্থাৎ ব্রহ্ম একই; কিন্তু বিপ্রগণ তাঁহার শক্তির বিভিন্ন বিকাশ ও প্রকার দেখিয়া, তাঁহাকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেবতাগণ এই বহুর মধ্যেই পরিগণিত। কিন্তু বহু হইলেও, তাঁহারা একই শক্তির বিকাশ মাত্র। এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব-দর্শনই ব্রহ্ম-সাধনা।"

ভূপেন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার, প্রতিভা ও নিরুপমা সকলেই গুরুদেবের মুখে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৈত্রী।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন "বৎস, সুশীলকুমার ও ভূপেন্দ্রনাথ, এই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা ও প্রচার দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। জগতে এই জ্ঞান প্রচারিত হইলে, মৈত্রী, সাম্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, আত্মত্যাগ প্রভৃতি স্বতঃই বিকশিত হইবে। এই দিব্য জ্ঞান জাতি, ধর্ম্ম, ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচারিত করা কর্ত্তব্য। এই জ্ঞান মৌলিক সত্যের উপর স্থাপিত। সুতরাং ইহা সকলেই গ্রহণ করিবে। হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিরোধ কি জন্য? এবং হিন্দুরা কি জন্যই বা ইহাদিগকে ও খৃষ্টানদিগকে 'ম্লেচ্ছ' 'যবন' প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক নামে অভিহিত করে? এই অশান্তি, কলহ, দ্বেষ ও ঘৃণার একমাত্র কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব। জগতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত

হউক, দেখিবে স্বতঃই সাম্য ও মৈত্রীর উদ্ভব হইবে। মুসলমান ও খৃষ্টান গোবধ করে বলিয়াই হিন্দুর ঘৃণ্য হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টান যখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে, তখন সর্ব্বভূতের সহিত মৈত্রী ও সকল দেবতার সহিত আপনাদের একত্ব ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুধু গোহত্যা কেন, জীবমাত্রেরই হত্যা পরিত্যাগ করিবে। যে হিন্দুগণ মৎস্য ও মাংস খাইবার জন্য কত জীবহত্যা করে, তাহারাও তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবে। হিন্দুগণ গোহত্যার জন্য কত ব্যথিত হয়; কিন্তু এই গোহত্যা-নিবারণের জন্য তাহারা কি কোনও সদুপায় অবলম্বন করিয়াছে? কিছুই না। অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞান জগতের সম্পত্তি; এই সম্পত্তিতে সকলেরই সমান অধিকার; এই অমূল্য সম্পত্তি সকলেরই মধ্যে বিতরণ করিতে অগ্রসর হও। আর্য্য, অনার্য্য, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে ইহা প্রচার করিতে থাক, দেখিতে পাইবে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি আপনা-আপনিই আসিবে। কোল, ভীল, সাঁওতাল, বাউরি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি কত জাতি রহিয়াছে। ইহারা কি চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে? ইহারা কি চিরকালই তোমাদের অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে? ইহাদিগকে পতিত রাখিয়াছ বলিয়াই তোমাদেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। ইহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছ বলিয়াই আজ তোমাদের উপর অত্যাচার হইতেছে। তার পর, মহিলাগণের কথা। ভারতবর্ষে যত পুরুষ, তত স্ত্রীলোক। তোমরা এই ভারতীয় সমাজশরীরকে যদি সজীব ও সুস্থ রাখিতে চাও, তাহা হইলে এই সমাজ-শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ হীন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ থাকিলে, কিরূপ সমগ্র সমাজদেহ সুস্থ, সজীব ও কর্ম্মপটু হইবে? দেখ, জাতীয়

উন্নতিসাধনার্থ তোমাদের সম্মুখে কত কার্য্য রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত না হইলে, কখনও কি জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে? ইংরাজেরা এদেশ হইতে যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চলিয়া যান, তাহা হইলেই কি তোমরা স্বাধীনতালাভ করিতে পারিবে, আর যদিই তাহা লাভ কর, তাহা হইলেই কি তোমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিবে? মিথ্যা আশা! যে জাতির জীবন নাই, চরিত্রবল নাই, ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সে জাতির দ্বারা জগতে একটী সামান্য মাত্র কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বৎস, আমি আর অধিক কথা বলিব না। যাহা বলিয়াছি, তাহাই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে তোমরা সকল কথা বুঝিয়া প্রকৃত পথের অনুসন্ধান কর ও সেই পথে অগ্রসর হইতে কৃতনিশ্চয় হও। আমি এখানে আর বেশী দিন থাকিতে পারিব না। অদ্যই যাইব; আবার সময়ান্তরে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

গুরুদেব গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিল,—"ভগবন্, আর একটী সংশয় আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দূরীভূত করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।"

গুরুদেব হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার কি সংশয় বল।"

ভূপেন্দ্রনাথ বলিল "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেরই মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর উদ্ভব হইবে, বলিয়াছেন। এই সাম্য ও মৈত্রীর ফলে কি সকল জাতিই এক হইয়া যাইবে?"

গুরুদেব বলিলেন "আচারে ব্যবহারে, ভাষায়, পরিচ্ছদে, কৌলিক ও সমাজিক প্রথায় সকল জাতি কখনও এক হইবে না; হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব সংস্কার, আচার, ব্যবহার, প্রথা, ভাষা ও পরিচ্ছদ

স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিবে। যে দেশে যে লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সারাংশও কেহ পরিত্যাগ করিবে না। পরন্তু সকল প্রকৃষ্ট ধর্ম্মেরই উৎপত্তি একই মূল হইতে। সেই মূল ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, সেই মূলের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িবে এবং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর উদ্ভব হইবে। সকল জাতিই স্ব স্ব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কাহারও স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগের আবশ্যকতা হইবে না। তবে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনার পথে যে সকল অন্তরায় আছে, তৎসমুদয় সকল ধর্ম্ম হইতে স্বতঃই খসিয়া পড়িবে; যেমন, মুসলমানের গোহত্যা, হিন্দুর ছাগ-মহিষাদি-হত্যা, খৃষ্টানের জীবহত্যা, ইত্যাদি। সকলে আচার-ব্যবহারাদিতে স্বতন্ত্র হইলেও মনে ও আত্মায় এক হইবে। আর এইরূপ একত্বই বাঞ্ছনীয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব—ইহাই জাগতিক নিয়ম।"

গুরুদেব তৎপরে সুশীলকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, সুশীল, প্রাচীন আর্য্যগণ এই ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জগতে এখনও সম্যক্ প্রচারিত হয় নাই। এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে। পাশ্চাত্য জাতিগণ এই অমূল্য জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্তই ভারতবর্ষের সম্পর্কে আসিয়াছেন। ভারতবাসীরাও তাঁহাদের নিকট অত্যাবশ্যক অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইবে। যাহার যাহা অভাব আছে, সে অপরের সম্পর্কে আসিয়া তাহা শিক্ষা করিবে। ইহাই জগতের নিয়ম। তোমরা এই মূল তত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মকল্যাণ ও স্বদেশের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হও।"

গুরুদেব সেই দিন বৈকালে কুমারী পাহাড় হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দিব্যজ্ঞান।

তামসী অমানিশার গগনে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। মৃত্যুরাজ্যে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। নিদ্রা যেন জাগরণে পরিণত হইল।

গুরুদেব সুশীল, ভূপেন্দ্র, প্রতিভা ও নিরুপমার সমক্ষে যেন এক অভিনব রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এই রাজ্যের সৌন্দর্য্য ইহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও কল্পনাতেও চিন্তা করে নাই। এই রাজ্যের সবই নূতন, সবই সুন্দর, সবই পবিত্র, সবই মহান্, সবই আশাময়। জ্যোতিলুর্ব্ধ পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিশিখায় নিপতিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করে, ইহারাও সকলে তদ্রূপ এই অভিনব রাজ্যের সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হইল। সকলেই এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। কতিপয় দিবস ধরিয়া কাহারও মুখ হইতে একটীও বাক্য সরিল না।

সুশীলকুমার তিন চারি দিন কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিল না। সে আহার ও শয়নের সময় ব্যতিরেকে বাড়ীতে প্রায়ই থাকিত না। সে হয়ত নির্ঝর-সন্নিধানে, পর্ব্বত-শৃঙ্গে, মনোরম অধিত্যকায় অথবা অরণ্যের ভিতর কোনও নিভৃত স্থলে উপবিষ্ট হইয়া

সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন থাকিত। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই গম্ভীর দেখাইত,—যেন সে কোনও জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত আছে।

একদিন বসিবার ঘরে, ভূপেন্দ্রনাথ একটী সোফার উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া একমনে একটী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, সুশীলকুমার অপর একটী সোফার উপর নিমীলিত নেত্রে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চিন্তামগ্ন রহিয়াছে, এবং ইহার একপার্শ্বে আর একটী সোফার উপর প্রতিভা ও নিরুপমা উপবিষ্ট হইয়া অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে সুশীলকুমার সহসা সোফার উপর উঠিয়া বসিয়া ভূপেন্দ্রনাথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল ঃ—

"ভূপেন্দ্র, কি ভ্রম, কি মহাভ্রম! এতদিন কেবল মরীচিকারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীতেছিলাম; এতদিন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আলেয়ার চিত্ত-বিভ্রমকারী আলোককেই গৃহস্থ-কুটীর হইতে নিঃসৃত প্রদীপ-রশ্মি মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছিলাম। কিন্তু কি ভ্রম, কি মহাভ্রম! গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

সুশীলকুমারের মুখে সহসা এই বাক্য শুনিয়া ভূপেন্দ্রনাথ, প্রতিভা ও নিরুপমা সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, এবং সকলেই বিস্মিত লোচনে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুশীলকুমার বলিল "ভূপেন্দ্র, তুমি আমার কথা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইতেছ; তুমি হয়ত মনে করিতেছ, আমি প্রলাপ বকিতেছি। কিন্তু আমি প্রলাপ বকিতেছি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য—খাঁটি সত্য—তাহাতে অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নাই। গুরুদেব সত্যসত্যই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; তিনি আমার মহাভ্রম বিদূরিত করিয়াছেন।"

সুশীলকুমারের বাক্য শুনিয়া ভূপেন্দ্র প্রভৃতি কেহই একটীও কথা কহিল না। বরং সকলেই উৎসুক-নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুশীল বলিতে লাগিল "কি মহাভ্রম দেখ! আমরা সকলে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা-গঠন করিতে চাই। কিন্তু সেই অট্টালিকা-গঠনের জন্য আমরা কতকগুলি চূণ ও সুরকির সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। অট্টালিকা-নির্ম্মাণের যে প্রধান উপাদান ইষ্টক, তাহা গঠিত বা সংগৃহীত করিবার জন্য আমাদের কোনও উদ্যম নাই। জিজ্ঞাসা করি, কেবলমাত্র চূণ ও সুরকি দ্বারা কি কোনও প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতে পারে?

"ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারী আমাদের প্রস্তাবিত জাতীয় অট্টালিকার এক একখানি ইষ্টক-তুল্য। যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে, যাহারা ভারত-মাতাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সকলেই ভারত-মাতার সন্তান—হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-নির্ব্বিশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। আর্য্য-অনার্য্য-মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ী-ইহুদী নির্ব্বিশেষ সকলেই এক মাতার সন্তান। সকলেরই মাতার ধনে সমান অধিকার। সকলেই যোগ্য না হইলে, কদাপি জাতীয়তা-রূপ এই প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইবে না। কেবল কতকগুলি মাত্র ইষ্টককে সুদগ্ধ করিয়া সুদৃঢ় করিলে চলিবে না; সকল ইষ্টককেই সুদগ্ধ ও সুদৃঢ় করিতে হইবে। তবে এই অট্টালিকা সুগ্রথিত, শক্ত ও দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইবে। এই সামান্য সত্যের সম্যক্ উপলব্ধির অভাবেই আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জাতীয়তা-রূপিণী অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় নাই, এবং এই কারণেই আমাদের ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছে। আর্য্যেরা অনার্য্য

জাতিদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পাপের ফলেই আজ আর্য্যেরাও অধঃপতিত। বাউরি, কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তাহাদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার কি কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? তাহাদের সংখ্যা কি সামান্য? দশসহস্র বা ততোধিক বর্ষ পূর্ব্বে, তাহারা যেরূপ অযোগ্য ছিল, এখনও তাহারা তদ্রূপই অযোগ্য রহিয়াছে। গুরুদেবের কথায় বলিতে গেলে 'এই প্রকাণ্ড অযোগ্যতা' লইয়া আমরা কিরূপে জাতীয়তা-রূপিণী এই বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব? এইরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব। আর যদিই তাহা কখনও নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও তাহা কদাপি সুগ্রথিত, শক্ত ও দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইবে না। সামান্য ভূকম্পনেই তাহা ধরাশায়িনী হইয়া তাহার ভগ্নস্তূপের মধ্যে আমাদিগকে জীবন্ত দেহেই প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য পাকা ও শক্ত ইঁট চাই। কাঁচা ইঁটে কাজ হইবে না। এখন পাকা ইঁটের সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা কিরূপে সম্ভবপর? আমি স্থির করিয়াছি, আমি এই কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিব। জানি,—আমি ক্ষুদ্র, নগণ্য, সামান্য। জানি—আমার শক্তি অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আমার হৃদয় আছে, উৎসাহ আছে, প্রতিজ্ঞা আছে ও অধ্যবসায় আছে। ইহাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? আমি স্থির করিয়াছি, আমার পূর্ব্বপুরুষ-গণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই আরম্ভ করিব। আমি এই ঘৃণিত, উৎপীড়িত, পদদলিত ও 'অস্পৃশ্য' অনার্য্য জাতিদের উন্নতি-সাধনার্থ আমার

প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব। আমার ভারত-মাতার এই দীন সন্তানগুলির সেবা করিতে করিতে আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব। আহা! ভারতবর্ষ তো ইহাদেরই দেশ ছিল। ইহারাই তো ভারত-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান! ইহারা আজ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত, পর্ব্বত ও অরণ্যমধ্যে বিতাড়িত এবং কনিষ্ঠ সভ্য আর্য্যগণের পদদলিত, ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য! কনিষ্ঠগণের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় হইবে? কালের ভীষণ চক্রে এবং ধর্ম্মের ন্যায় বিচারে, আজ কনিষ্ঠদের ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছে। ঘটিবারই কথা। না ঘটিলে, আমি ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতাম। এক্ষণে, সেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, আমাদের আর উন্নতি হইবে না। আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব। আমরা সকলে মিলিয়া, বহুকাল ধরিয়া, এই প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কদাপি পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না।

"ভাই ভূপেন্দ্রনাথ, আমি স্থির করিয়াছি, আমার এই ক্ষুদ্র জমীদারীই অতঃপর আমার জীবনের প্রধান কার্য্যস্থল হইবে। এই জমীদারীর অধিকাংশ অধিবাসীই সাঁওতাল। আমি আমার সাঁওতাল ভাই-ভগ্নীগণের উন্নতিসাধনার্থ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিব। আমি ইহাদের জীবনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিব, ইহাদের চিন্তাসীমা বিস্তৃত করিব, ইহাদিগকে প্রকৃষ্ট কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিব, ইহাদিগকে উন্নত শিল্প শিখাইব, ইহাদের পারিবারিক অবস্থা উন্নত করিব, ইহাদিগকে ভারত-মাতার কথা বলিব—এবং ইহাদিগকে আরও শিখাইব যে, আমরা সকলেই একমাতার সন্তান, আমরা সকলেই ভাই ভাই, আমাদের কোনও পার্থক্য নাই, আমাদের সকলের সমান অধিকার, এবং আমরা

সকলে মিলিয়া মিশিয়া আমাদের জাতীয়তারূপিণী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব। ভাই, আমি যেদিন সাঁওতাল, কোল, ভীল, বাউরি ও চণ্ডালকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব, সেই দিন আমার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইবে, সেই দিন আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইব, সেই দিন আমি প্রকৃত আর্য্য বলিয়া গৌরবান্বিত হইব।" সুশীল-কুমারের মুখ হইতে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং রুমাল দ্বারা মুখ-চক্ষু আবৃত করিল।

ভূপেন্দ্র, প্রতিভা, নিরুপমা—সকলেই ভাবাবেশে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুশীলকুমার কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিরুপমার দিকে চাহিয়া বলিল "নিরুপমা, নিরুপমা—আমি সর্ব্বদাই গম্ভীরভাবে তোমার সহিত ব্যবহার করিয়াছি; কখনও মন খুলিয়া তোমার সহিত কথা কহি নাই। তুমি হয়ত অনেক সময় আমার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছ। কিন্তু, আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা যে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে আমি দগ্ধ হইয়াছি, এবং আমি শান্তিলাভের আশায় চারিদিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। দেবি, আমি গুরুদেবের কৃপায় আজ শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি। তুমি কি আমার সহিত এই পথে অগ্রসর হইবে?"

নিরুপমা সহসা স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের পদতলে নিপতিত হইল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "স্বামিন্, গুরো, আমি আপনার চরণের দাসী। আপনি যে পথে যাইবেন, আমিও সেই পথে যাইব।" এই বলিয়া বালিকা হৃদয়ের আবেগভরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্র ও প্রতিভা এই দৃশ্য দেখিয়া নয়নের জল সম্বরণ করিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-সম্প্রদায়।

পরদিন প্রভাতে, ভূপেন্দ্রনাথ একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলে, প্রতিভা ও নিরুপমা সুশীলকুমারের নিকট উপস্থিত হইল। প্রতিভা বলিল "দাদা, কাল আপনার কথা শুনে আমার প্রাণে যে কি ভাব হ'য়েছিল, তা আপনাকে ব'ল্‌তে পারি না। আপনি যে ব্রত গ্রহণ ক'র্‌লেন, তা আপনারই উপযুক্ত। কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে গেছেন। গুরুদেব সেদিন ব'লেছিলেন যে, অনার্য্য ও হীন জাতিগুলিকে যেরূপ সমুন্নত ক'র্‌তে হ'বে, সেইরূপ দেশের স্ত্রীলোকগুলিকেও সমুন্নত ক'র্‌তে হ'বে। তা. না হ'লে, সমাজ-শরীরের অর্দ্ধেক অংশ দুর্ব্বল ও অপটু হ'য়ে থাক্‌বে, আর এই দুর্ব্বল ও অপটু সমাজ-শরীর দ্বারা কি আত্মোন্নতি আর কি দেশের উন্নতি, আমরা কিছুই সাধন ক'র্‌তে পার্‌বো না। গুরুদেব আর আপনিও আমাদের 'প্রকাণ্ড অযোগ্যতা'র কথা ব'ল্‌ছিলেন। মেয়েরা যদি অজ্ঞান-আঁধারে ডুবে থাকে, তা হ'লে, আপনাদের কথিত সেই 'প্রকাণ্ড অযোগ্যতা' দূর হবে কিরূপে?"

সুশীলকুমার প্রতিভার বাক্য শুনিয়া চিন্তামগ্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে বলিল "প্রতিভা, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক। আমিও যে সে কথা না ভাবিয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু ভাবিয়া আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই। আমি একাকী। একাকী আমি সমস্ত কাজ করিব কিরূপে? দেশের লোক এই সমস্ত কথা তলাইয়া বুঝে

সেই কথা প্রায়ই ভাবি। কিন্তু সেদিন গুরুদেবের সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটী ভারি সুন্দর কথা শুন্‌লুম। গুরুদেব সেবার যখন ক'ল্‌কাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তা আপনি জানেন। আর সেই দিনের ভোরে আমি স্বপ্নে তাঁকে যে দেখেছিলুম, তাও আপনি জানেন। আমি সেই স্বপ্নের কথা তাঁকে বল্‌লুম, আর আমি স্বপ্নে যে তাঁর সঙ্গে ঋষিদের আশ্রমে গিয়েছিলুম, আর কত ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নী দেখেছিলুম, তারও উল্লেখ ক'র্‌লুম। তিনি আমার কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন ; পরে ব'ল্‌লেন 'প্রতিভা, তোমার স্বপ্ন নিতান্ত মিথ্যা নয়। ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নী না হো'ক্‌, আমাদের আশ্রমে অনেকগুলি তপস্বিনী আছেন। সেই তপস্বিনী-দলের নাম মাতৃ সম্প্রদায়।' আমি গুরুদেবকে ব'ল্‌লুম 'ক'ল্‌কাতায় যেরূপ মাতাজী, মহারাণী তপস্বিনী আছেন, তাঁরাও কি সেই রকম?' তিনি ব'ল্‌লেন 'হাঁ, তাঁরা অনেকটা সেই রকম বটে।' আমি ব'ল্‌লুম 'গুরুদেব, আমাকে একবার তাঁদের কাছে নিয়ে যাবেন না? তাঁরা কি এদেশে আসেন না? আপনি যেরূপ দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে সকলকে ভাল পথ দেখিয়ে দিচ্চেন, তাঁরাও কেন এদেশে এসে আমাদি'কে, অর্থাৎ মেয়েদি'কে ভাল উপদেশ দেন না?' গুরুদেব আমার কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লেন ; পরে ব'ল্‌লেন 'সময় হ'লে, তাঁরা আস্‌বেন।' আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম 'তাঁরা কোথায় থাক্‌বেন?' গুরুদেব ব'ল্‌লেন 'সম্ভবতঃ তাঁদের কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল কাশীধামে হ'বে ; কিন্তু উপযুক্ত স্থলে ও তাঁরা আশ্রম স্থাপন ক'র্‌বেন।' দাদা, গুরুদেবের কথা শুনে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। তখনি আমার মনে একটা কথা সহসা উদিত হ'ল। আমি গুরুদেবকে

ব'ল্‌লুম 'গুরুদেব, এই কুমারী পাহাড়ে একটী আশ্রম স্থাপন ক'র্‌বার জন্যে তাঁদিকে অনুরোধ করলে হয় না ? যদি তাঁরা আশ্রম স্থাপন করেন, তা হ'লে আমি তাঁদের সমস্ত খরচ-পত্র যোগা'তে পার্‌বো। আপনি দাদার মুখে শুনে থাক্‌বেন, আমার স্বামী এই কুমারী পাহাড়েরই সন্নিকটে আমার জন্য একটী জমিদারী ক্রয় ক'রে দিয়েছেন। তার আয় বাৎসরিক আট হাজার টাকা। এই সম্পত্তিটি আমার স্ত্রীধন। আমি এত টাকা নিয়ে কি ক'র্‌বো ? আমার স্বামীর কৃপায় আমার কোনও বিষয়ের অভাব নেই। আপনি যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে এই আটহাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি আমি মাতৃ-সম্প্রদায়কে দান করি।' গুরুদেব ব'ল্‌লেন 'প্রতিভা, তোমার এই প্রস্তাব শুনে আমি আনন্দিত হ'লাম। মাতৃ-সম্প্রদায়ের সকলেই সন্ন্যাসিনী। তাঁরা সবই ত্যাগ ক'রেছেন। তাঁদের অভাব অতি সামান্য। তাঁরা এই টাকা নিয়ে কি ক'র্‌বেন ? তবে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে তুমি মেয়েদের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রবার সঙ্কল্প ক'র্‌ছো, তার জন্য এই টাকা প্রয়োজন হ'তে পারে। তোমার উদ্দেশ্য সাধু। আমি এখন কাশীধামে যাচ্ছি। সেখান থেকে হিমালয়ে আমাদের আশ্রমে যাব। মাতৃ-সম্প্রদায়ের নেত্রী মাতাজী তপস্বিনীকে আমি তোমার প্রস্তাবের কথা ব'ল্‌বো। তুমিও তোমার এই প্রস্তাবের কথা তোমার স্বামী ও দাদাকে ব'ল্‌বে।' "

সুশীলকুমার প্রতিভার কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "প্রতিভা, তুমি কি ভূপেনকে তোমার প্রস্তাবের কথা জানিয়েছ ?"

প্রতিভা বলিল "জানিয়েছি। তাঁর খুব মত আছে। আপনি জানেন, আমরা দেশে একটী অনাথ-আশ্রম স্থাপন করেছি। অনেক অনাথ বালকবালিকা সেই আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মধ্যে ক'একটী অনাথা বিধবা-বালিকাও আছে। আহা, তাদি'কে দেখে, আমার প্রাণ ফেটে যায়। আমার মনে হয়, এখানে যদি মাতৃসম্প্রদায় একটী আশ্রম খোলেন, তা হ'লে, তাদি'কে তপস্বিনীদের আশ্রমে রেখে তাদের ধর্ম্ম-জীবন-সংগঠনে সহায়তা করি।"

সুশীলকুমার বলিল "প্রতিভা, সকলই ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা। আমার মনে হইতেছে, ভারতের সুদিন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। সে সুদিন নিশ্চিত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। এখন চাই কেবল কর্ম্ম,—নিঃস্বার্থ কর্ম্ম—একনিষ্ঠতা, আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রাণপণ। আমার মনে আজ অতিশয় আনন্দ হইতেছে। তোমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে, আমাদের নারীজাতির জীবনে একটী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে। প্রতিভা, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার মতিগতি চিরদিন ধর্ম্ম ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন-পথেই ধাবিত হউক। আমরা যোগ্য হইলে, যথাসময়ে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুও আসিয়া কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের যোগ্যতার আরও বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। ভগবান্ গীতায় যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"